পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩১ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 31, Issue 1546, Saturday, 07 October 2023 FREE www.parichoy.com

ন্যান্সি পেলোসিকে যে কারণে ক্যাপিটল হিল থেকে উচ্ছেদের নির্দেশ অন্তর্বর্তী স্পিকারের

বিস্তারিত ০৭ পাতায়

আরো আছে...

- দারিদ্র্য নিরসনে বাংলাদেশ ভালো করছে বলেছে বিশ্বব্যাংক-৫ম পাতায়
- বাংলাদেশ থেকে আমেরিকার ভিসা প্রাপ্তদের সংখ্যায় হঠাৎ লাফ-৫ম পাতায়
- ১০ অক্টোবর উদ্বোধন, স্মার্ট বাংলাদেশের বড় উদাহরণ হবে পদ্মাসেতুর রেলপ্রকল্প - ১০ম পাতায়
- জলবায়ু পরিবর্তনে ৬ বছরে স্থানচ্যুত ৪ কোটি ৩০ লাখ শিশু বলেছে ইউনিসেফ-৫ম পাতায়
- উচ্চমূল্যের কারণে বাংলাদেশে মাংস খাওয়া কমেছে, এক বছরে গরু, ছাগল জবাই কমেছে ৬৬ লাখ-৫ম পাতায়
- ইউক্রেনের প্রতি 'দরদ' দেখিয়ে পদ খোয়ালেন স্পিকার কেভিন ম্যাকার্থি - ৬ষ্ঠ পাতায়
- ন্যান্সি পেলোসিকে যে কারণে ক্যাপিটল হিল থেকে উচ্ছেদের নির্দেশ অন্তর্বর্তী স্পিকারের-৭ম পাতায়
- 'ট্রাম্পের জারিজুরি শেষ', বললেন নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেতিশিয়া জেমস - ৭ম পাতায়
- পারমাণবিক শক্তি শান্তিরক্ষায় ব্যবহার করব -রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পারমাণবিক জ্বালানি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা -৮ম পাতায়

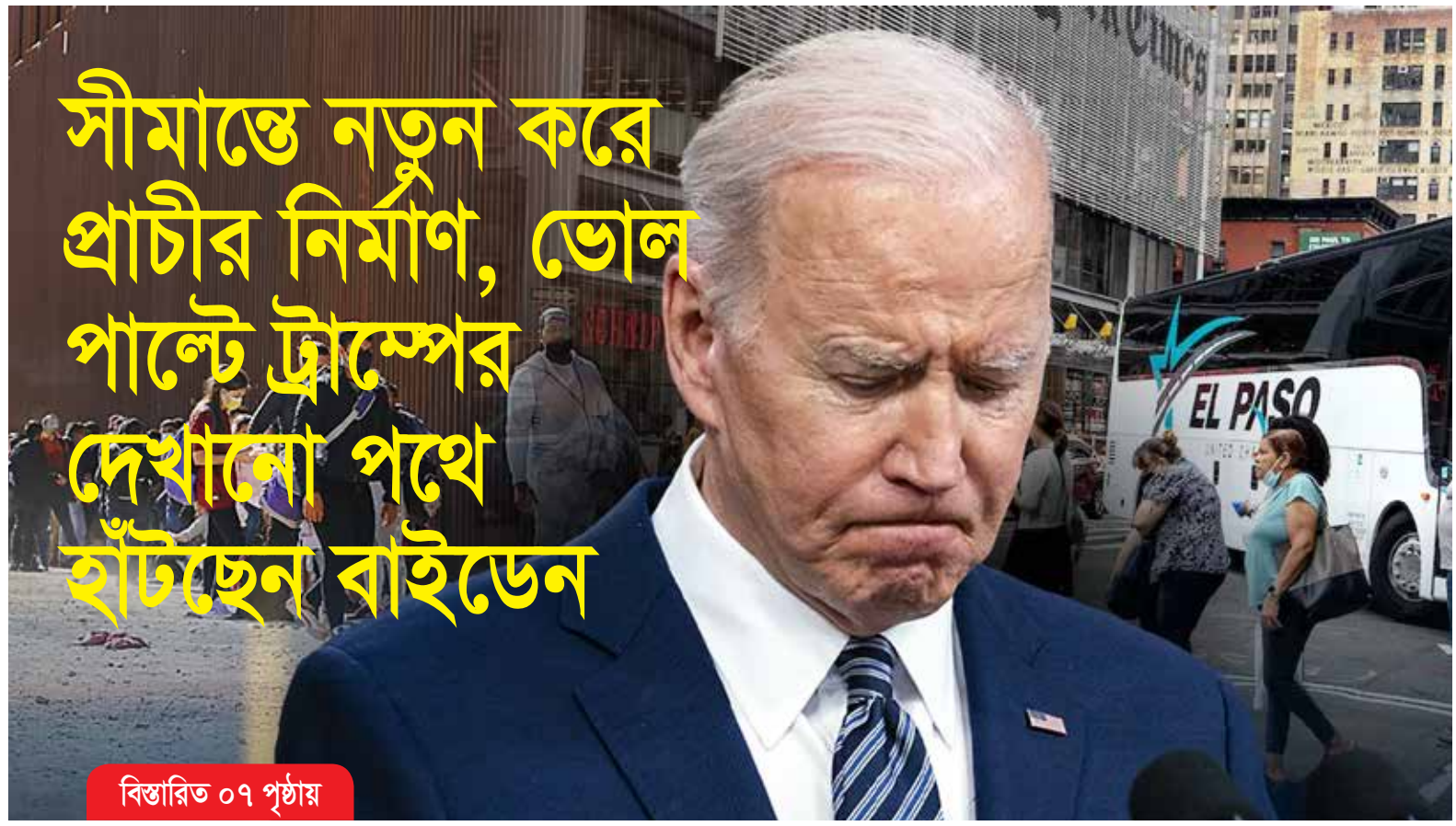

সীমান্তে নতুন করে প্রাচীর নির্মাণ, ভোল পাল্টে ট্রাম্পের দেখানো পথে হাঁটছেন বাইডেন

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

আমেরিকা ইস্যুতে শেখ হাসিনা ও ওবায়দুল কাদেরের বক্তব্য কিসের ইঙ্গিত?

বিস্তারিত ০৮ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

ফ্রি কল করুনঃ ৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

MYC MASTER ELECTRICIAN
FREE ESTIMATES FULLY LICENSED & INSURED
GREEN POWER ELECTRIC CORP
OUR SERVICES
SERVICE UPGRADE # GENERAL WIRING# RESIDENTIAL & COMMERCIAL # VIOLATION REMOVAL # TROUBLESHOOTING # PANEL UPGRADE
CONTACT : 718-445-2740 Email : greenpowerelectric1@yahoo.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
- TAX Liens Charge Offs - Inquiries - Collections
- Garnishment - Bankruptcy - Late Payments
call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

Mega Homes Realty
Call To Find Out More +1 917-535-4131
MLS REBNY
MOINUL ISLAM

অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ
$৭৭৫
25-78- 31ST., ASTORIA, NY 11102
Subway: N W 30 Avenue Station
Nazrul Islam President & CEO

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:

NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

SCHEV

NYS Education Department Licensed Proprietary School Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’

Moin Choudhury, Esq

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

দারিদ্র্য নিরসনে বাংলাদেশ ভালো করছে বলেছে বিশ্বব্যাংক

পরিচয় ডেস্ক: দারিদ্র্য নিরসনে বাংলাদেশ ভালো করেছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর আবদৌলায়ে সেক। তিনি বলেন, গত কয়েক বছরে প্রায় ১১ মিলিয়ন মানুষ দারিদ্র্য সীমার উপরে উঠে এসেছে। আরও ৫ মিলিয়ন মানুষ চরম দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসছে। তবে তিনি বাংলাদেশের আর্থিক খাত সংস্কারের তাগিদ দিয়েছেন। মুদ্রাবিনিময় হার, মুদ্রানীতি, সুদের হারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের পাশাপাশি মূল্যস্ফীতি কমানোর কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার কথাও বলেছেন।

বুধবার (৪ অক্টোবর) ঢাকারশেরেবাংলা নগরে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নানের সঙ্গে তার নিজ দফতরে বৈঠক শেষে বাংলাদেশে নিযুক্ত বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর আবদৌলায়ে সেক সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন।

এ সময় পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান জানিয়েছেন, সেপ্টেম্বরে যে মূল্যস্ফীতি কমেছে তাতে তিনি সন্তুষ্ট নন। চলতি বছরের শেষদিকে মূল্যস্ফীতি ৫-৬ শতাংশে নেমে এলে তিনি খুশি হবেন।

উল্লেখ্য, সেপ্টেম্বরে দেশের সার্বিক মূল্যস্ফীতি কমে ৯.৬৩ শতাংশ হয়েছে যা আগস্টে ছিল ৯ দশমিক ৯২ শতাংশ। এ সময় পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, 'সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া। অনেক ক্ষেত্রে সংস্কার হচ্ছে, কিন্তু আরও করতে হবে। এছাড়া সেপ্টেম্বর মাসে মূল্যস্ফীতি যে পরিমাণ কমেছে এতে আমি সন্তুষ্ট নই।'

বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর বলেছেন, 'চলতি অর্থবছর জিডিপি *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

জলবায়ু পরিবর্তনে ৬ বছরে স্থানচ্যুত ৪ কোটি ৩০ লাখ শিশু বলেছে ইউনিসেফ

পরিচয় ডেস্ক: বন্যা, খরা, ঝড় ও দাবানলের মতো জলবায়ু পরিবর্তনজনিত 'চরম আবহাওয়ার' কারণে গত ছয় বছরে বিশ্বব্যাপী ৪ কোটি ৩১ লাখ শিশু বাস্তুচ্যুত হয়েছে। এর অর্থ হলো, প্রতিদিন *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ থেকে আমেরিকার ভিসা প্রাপ্তদের সংখ্যায় হঠাৎ লাফ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ থেকে ইমিগ্র্যান্ট ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রের যাওয়া মানুষের সংখ্যা চলতি বছর হঠাৎ করেই লাফ দিয়েছে। কোভিড মহামারীর দুই বছর বাদ দিলে ২০১৩ সাল থেকে এক দশক এ সংখ্যা মোটামুটি একটি বৃত্তেই ঘুরপাক খাচ্ছিল। তবে চলতি ২০২২-২৩ সালের এরই মধ্যে ইমিগ্র্যান্ট -নন ইমিগ্র্যান্ট ভিসা মিলিয়ে ভিসা প্রাপ্তদের সংখ্যা ৫৯ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। এই ধারা এবং গতি অব্যাহত থাকলে বছর শেষে ইমিগ্র্যান্ট ভিসা প্রাপ্তদের সংখ্যা ৬০ হাজারের বেশি হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের ব্যুরো অব কনস্যুলার অ্যাফেয়ার্সের পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে এমন তথ্য।

ইমিগ্র্যান্ট ভিসার ক্ষেত্রে সংখ্যাটি কেবল ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস থেকে ইস্যু করা ভিসার; অন্যান্য কেন্দ্র থেকে ইস্যু করা ভিসা হিসাবের বাইরে রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে অর্থবছর হিসাব হয় অক্টোবর থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। তাদের ভিসার হিসাবও সেই সূচি ধরেই করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসার বিষয়টি তুমুল আলোচনা তৈরি করেছে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশটির ভিসানীতি ঘোষণাকে কেন্দ্র করে। জানানো হয়েছে। বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচনে যারাই বাধা হবে তারা এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের ভিসা দেবে না দেশটি। এরই মধ্যে এই নীতির প্রয়োগ শুরু হয়ে গেছে।

তবে কাকে ভিসা দেওয়া হচ্ছে না, সেটি যুক্তরাষ্ট্রের গোপন তথ্য। ভিসাপ্রত্যাশী ছাড়া অন্য কাউকে সেই তথ্য জানানো হয় না।

বাংলাদেশ থেকে কতটি ভিসা দেওয়া হয়েছে, এই তথ্য প্রকাশ করা হলেও কতটি আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, সেটি *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

১০ অক্টোবর উদ্বোধন, স্মার্ট বাংলাদেশের বড় উদাহরণ হবে পদ্মাসেতুর রেলপ্রকল্প

পরিচয় ডেস্ক:আপাতত: পদ্মাসেতুর রেল নেটওয়ার্কে তিনটি স্টেশনে এই সিবিআই সিস্টেম চালু আছে। তা এই রেল প্রকল্পের ১৭২ কিলোমিটার রেললাইনের ২০টি স্টেশনে এই অত্যাধুনিক সিস্টেম চালু হবে। গত বছর জুন মাসে উদ্বোধন করা হয়েছে পদ্মাসেতু। এবার সেই সেতু দিয়ে চলবে রেল। আগামী ১০ অক্টোবর পদ্মা সেতু রেল প্রকল্পের ঢাকা থেকে ও মাওয়া হয়ে ভাঙা অংশের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই রেল প্রকল্পে পদ্মা সেতুর দুপ্রান্তে চালু করা হচ্ছে কম্পিউটার বেসড ইন্টারলকিং (সিবিআই) সিগনালিং।

আপাতত পদ্মাসেতুর রেল নেটওয়ার্কে তিনটি স্টেশনে এই সিবিআই সিস্টেম চালু আছে। তা এই রেল প্রকল্পের *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

উচ্চমূল্যের কারণে বাংলাদেশে মাংস খাওয়া কমেছে

এক বছরে গরু-ছাগল জবাই কমেছে ৬৬ লাখ

শাহাদাত বিপ্লব : উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপে খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন এনেছে দেশের মানুষ। খরচ মেটাতে খাদ্যতালিকায় করতে হচ্ছে ব্যাপক কাটছাঁট। উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্তের তালিকায় প্রায়ই গরু, খাসি, মহিষসহ বিভিন্ন গবাদিপশুর মাংস থাকলেও এখন তা কমিয়ে আনা হয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সঙ্গে মাংসের দামও বেড়ে যাওয়ায় আমিষের চাহিদা মেটাতে মানুষ বিকল্প খাবারে ঝুঁকছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, কোরবানি বাদে এক বছরের ব্যবধানে এ বছর গরু-ছাগল জবাই উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে।

পশু খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা থাকায় কোরবানিতে দেশে পশু জবাই কমেনি। তবে অন্যান্য খাদ্যপণ্যের সঙ্গে জীবনধারণের সার্বিক খরচ বেড়ে যাওয়ায় মানুষ মাংস খাওয়া কমিয়ে দিয়েছে। দেশে গবাদিপশুর মধ্যে সবচেয়ে বেশি জবাই হয় গরু ও ছাগল। কিন্তু এক বছরের ব্যবধানে কেবল এ দুই পশু জবাই কমেছে প্রায় ৬৬ লাখ।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশে মোট গবাদিপশু জবাই হয় ৩ কোটি ২৯ লাখ ৬৬ হাজার ৮১৩টি। এর মধ্যে দেশী গরু ১ কোটি ১৭ লাখ ৯৪ হাজার ৫১০টি, সংকর জাতের গরু ৪৭ লাখ ৩৭ হাজার ১১৮টি, ছাগল ১ কোটি ৪৯ লাখ ৫৯ হাজার ৬৪৭টি, মহিষ ৩ লাখ ৯১ হাজার ৩৫১টি, ভেড়া ১০ লাখ ২৭ হাজার ৭১৭টি এবং অন্যান্য গবাদিপশু জবাই হয় ৫৬ হাজার ৪৭০টি। যদিও গত অর্থবছরে তার থেকে প্রায় ২০ শতাংশ কমে মোট ২ কোটি ৬৭ লাখ ১৫ হাজার ২৫৬টি গবাদিপশু জবাই *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

'কে কি বললেন'

'আমি কোনো অপরাধ করিনি। তাই আমি শঙ্কিত নই।'- সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস

'কে এলো কে এলো না, সেটা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাবো না। ব্যাপক সংখ্যক ভোটার এসে যদি ভোট দেয়, তাহলে আমরা সেটাকে অংশগ্রহণমূলক বলতে পারি। আমাদের দায়িত্ব নয় কাউকে নির্বাচনে নিয়ে আসা।- বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল

ভারতের সর্বোত্তম নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে স্থিতিশীল বাংলাদেশ-সিলেট-শিলচর উৎসবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন

নিষিদ্ধ পল্লীতে যেসব নারীরা রয়েছে, তাদেরও কিছুটা চরিত্র আছে। কিন্তু আপনারা যারা আওয়ামী লীগের নেতা, তাদের কোনো চরিত্র নেই। - কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

ইউক্রেনের প্রতি ‘দরদ’ দেখিয়ে পদ খোয়ালেন স্পিকার কেভিন ম্যাকার্থি

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে আরেকটি শাটডাউন এড়াতে শেষমুহূর্তে অর্থ বিল পাস করে কংগ্রেস। রিপাবলিকান নেতা ও প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার কেভিন ম্যাকার্থির প্রস্তাবিত বিলে বাইডেন সরকার শাটডাউন ঠেকালেও শেষ পর্যন্ত নিজের পদ রক্ষা করতে পারেননি তিনি। ইউক্রেন ইস্যুতে গোপনে চুক্তি করেছেন, এমন অভিযোগে নিজ দলের এক নেতার আনা অনাস্থা ভোটে হেরে স্পিকার পদ ছাড়তে হয়েছে ম্যাকার্থিকে। এরকম আটজন এমপি ম্যাকার্থির বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন। ডেমোক্র্যাটরা তার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। ফলে সামান্য ব্যবধানে তাকে হারতে হয়েছে।ম্ যাকার্থি ২১৬-২১০ ভোটে হেরেছেন।

ম্যাকার্থির বিরুদ্ধে এই একই অভিযোগ তুলেছেন রাশিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট ও রুশ শক্তিশালী নিরাপত্তা পরিষদের (এসসি) ডেপুটি চেয়ারম্যান দিমিত্রি মেদভেদেভ। তিনি বলেছেন, ইউক্রেনকে অর্থের জোগান দিতে ‘দরদ’ দেখাতে গিয়ে পদ হারিয়েছেন ম্যাকার্থি।

গত শনিবার (৩০ সেপ্টেম্বর) শেষমুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রে শাটডাউন এড়াতে তহবিল বিল পাসে ভূমিকা রেখে আলোচনায় ছিলেন ম্যাকার্থি। কিন্তু দুদিন না যেতেই গত সোমবার (০২ অক্টোবর) তার বিরুদ্ধে রিপাবলিকান আইনপ্রণেতা ম্যাট গ্যাটেজ অনাস্থা প্রস্তাব আনলে পরদিন ভোটে হেরে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ম্যাকার্থিই যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের ইতিহাসে প্রথম স্পিকার যিনি অনাস্থা ভোটে হেরে পদ হারালেন।

হারের পর ম্যাকার্থি বলেছেন,ঃ৫৫তম স্পিকার হিসাবে আমার যাত্রা শেষ হলো। স্পিকার হিসাবে প্রতিটি মিনিট আমি উপভোগ করেছি। তবে একটা কথা আমি আপনাদের জানাতে চাই। ঠিক কাজ করাটা সবসময় সহজ নয়। আমার কোনো অনুশোচনা নেই।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, দ্রুত যেন হাউস তার স্পিকার নির্বাচন করে নেয়। হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি লিখিতভাবে জানিয়েছেন,ঃদেশকে এখন জরুরি চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে। তাই দেরি করা সম্ভব নয়। হাউস যেন দ্রুত পরবর্তী স্পিকার নির্বাচন করে। ম্যাকার্থি জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি আর স্পিকার হওয়ার জন্য *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

আমেরিকানরা দুর্নীতি করে না, এই মিথ কতটা সত্যি?

যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সিনেটর বব মেনেনডেজ ও তাঁর স্ত্রী নাদিন দুর্নীতির অভিযোগ অভিযুক্ত হয়েছেন

বেলেন ফার্নান্দেজ: গত ২২ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সিনেটর বব মেনেনডেজ ও তাঁর স্ত্রী নাদিন দুর্নীতির অভিযোগ অভিযুক্ত হয়েছেন। মার্কিন সিনেটের বৈদেশিক সম্পর্কবিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান মেনেনডেজের বিরুদ্ধে এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো দুর্নীতির অভিযোগ আনা হলো।

যুক্তরাষ্ট্রের আটর্নি অফিসের সূত্রমতে, মেনেনডেজ ও তাঁর স্ত্রী নিউ জার্সির তিন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে সোনা, নগদ অর্থ, বিলাসবহুল গাড়ি ও অন্যান্য মূল্যবান সম্পদ ঘুষ নিয়েছেন। এসবের পরিমাণ কয়েক লাখ ডলার। নিউ জার্সির ডেমোক্রেটিক পার্টির সিনেটরের বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো, তিনি তাঁর পদের ক্ষমতা ব্যবহার করে তিন ব্যবসায়ী ও মিসরের সরকারকে সুবিধা পাইয়ে দিয়েছেন। অভিযুক্ত তিন ব্যবসায়ীর একজনের পৈতৃক বাড়ি মিসরে। *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

১০৪ বছর বয়সে শিকাগোর অটোয়ায় সাড়ে ১৩ হাজার ফুট ওপর থেকে লাফ দিলেন ডরোথি

পরিচয় ডেস্ক:ডরোথি হফনারের জন্ম ১৯১৮ সালে, যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে। সেই অর্থে শতবর্ষের ব্যবধানে তিনি স্প্যানিশ ফ্লু ও করোনাভাইরাসের মতো দুটি বৈশ্বিক মহামারি থেকে বেঁচে গেছেন। ২০১৮ সালে তিনি ১০০ বছরে পা রাখেন। সে বছরই ১০ হাজার ফুট ওপর থেকে স্কাই ডাইভ করে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেন। কিন্তু কে জানতড় বিশ্বকে দেখানোর মতো আরও চমক রয়ে গেছে এই দাদিমার।

এবার ১০৪ বছর বয়সে সাড়ে ১৩ হাজার ফুট ওপর থেকে মাটিতে লাফ দিলেন ডরোথি। গত ১ অক্টোবর শিকাগো থেকে ১৪০ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে অটোয়া নামে একটি এলাকায় এই অভিযান সম্পন্ন করেন তিনি। মাটিতে পা রেখেই বিস্মিত দর্শকদের উদ্দেশে ডরোথি বলেন, ‘বয়স একটি সংখ্যা ছাড়া কিছু নয়।’

দ্য গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, লাফ দিয়ে মাটিতে পা রাখার আগ পর্যন্ত প্রায় সাত মিনিট আকাশে ভেসেছিলেন ডরোথি। লাফ দেওয়ার আগে তিনি তাঁর ওয়াকার (হাঁটার জন্য ব্যবহৃত হয়) ছুড়ে ফেলে দেন। পরে সঙ্গীদের সহযোগিতায় একটি স্কাইভ্যানে চড়ে বসেন।

ডরোথির ইনস্ট্রাক্টর জানান, ১০০ বছর বয়সে তিনি যখন স্কাই ডাইভ করেছিলেন, সে সময় স্কাইভ্যান থেকে তাঁকে পেছন থেকে হালকা ধাক্কা দিতে হয়েছিল। কিন্তু ১০৪ বছর বয়সে তাঁর ধাক্কার প্রয়োজন *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

ধর্মঘটে যুক্তরাষ্ট্রের ৭৫ হাজার স্বাস্থ্য সুরক্ষাকর্মী

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ৭৫ হাজারের বেশি স্বাস্থ্য সুরক্ষাকর্মী গত বুধবার (০৪ অক্টোবর) থেকে কর্মবিরতি শুরু করেছেন। তাঁরা সবাই যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় অলাভজনক স্বাস্থ্য সুরক্ষা সংস্থা কাইজার পারমানেন্টের কর্মী। সাম্প্রতিক ইতিহাসে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য খাতে হওয়া বড় ধরনের ধর্মঘটগুলোর একটি এটি।

গত বুধবার (০৪ অক্টোবর) লস অ্যাঞ্জেলেসে ধর্মঘটে থাকা স্বাস্থ্যকর্মীরা বলেছেন, তাঁদের দিয়ে অনেক খাটুনি করানো হয়, কিন্তু পারিশ্রমিক দেওয়া হয় কম।

এক্স-রে টেকনিশিয়ান আমান্ডো ভেলাস্কো এএফপিকে বলেন, ‘মহামারি (করোনা মহামারি) শুরুর পর আমরা অনেক সদস্যকে হারিয়েছি এবং আমরা কখনো তাঁদের ফিরে পাব না।’

নার্স ক্যাথি লোজোয়া বলেন, দক্ষিণাঞ্চলীয় ক্যালিফোর্নিয়ায় খরচ বেড়ে যাওয়ায় জীবন অনেক কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে।

লোজোয়া আরও বলেন, ‘কাইজার পারমানেন্টে কর্তৃপক্ষ বলেছে, তাদের কোটি কোটি ডলার মুনাফা হয়েছে। সুতরাং কাইজারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট

পরিচয় ডেস্ক: প্রথমবারের মতো কৃষ্ণাঙ্গ কোনো ব্যক্তিকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ দিল যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি। তাঁর নাম ক্লোডিন গে। গত শুক্রবার (২৯ সেপ্টেম্বর) ক্লোডিন গেকে নিয়োগ দেয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি। এই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে নেতৃত্ব দেওয়া দ্বিতীয় নারী তিনি। ম্যাসাচুসেটসের গভর্নর ও হার্ভার্ড গ্র্যাজুয়েট মাউরা হ্যালি প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্লোডিনের নিয়োগের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ‘প্রেসিডেন্ট ক্লোডিন গে, প্রেসিডেন্ট হিসেবে আপনার দায়িত্বপ্রাপ্তি ঐতিহাসিক। আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও সমর্থন রইল।’

নারী প্রেসিডেন্ট ক্লোডিন তাঁর প্রথম ভাষণে বলেন, ‘আমি আজ আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, হার্ভার্ডের নেতৃত্ব দেওয়ার সম্ভাবনার প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল। আপনারা আমার প্রতি যে আস্থা রেখেছেন, তাতে উৎসাহিত হয়েছি। এ প্রতিষ্ঠানের প্রতি এবং উচ্চশিক্ষার প্রতি আপনাদের প্রতিশ্রুতিতে আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি।’ ক্লোডিন গে আরও বলেন, এ বিশ্ববিদ্যালয় সাহস দেখিয়েছে সব প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর, বিশ্বকে এ নিয়ে প্রশ্ন করার এবং বিশ্বকে আরও ভালো করে গড়ে তোলার।

১৬৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০তম প্রেসিডেন্ট হলেন ক্লোডিন। তিনি ১৯৯৮ সালে সরকার ও রাজনীতি বিষয়ে হার্ভার্ড থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ২০০৬ সালে শিক্ষকতা শুরু করেন প্রতিষ্ঠানটিতে। এর আগে কলা ও বিজ্ঞান অনুষদের ডিনের দায়িত্ব সামলেছেন ক্লোডিন।-সুত্র সিএনএন ও এনডিটিভি

সীমান্তে নতুন করে প্রাচীর নির্মাণ, ভোল পাল্টে ট্রাম্পের দেখানো পথে হাঁটছেন বাইডেন

পরিচয় ডেস্ক: অবৈধ অভিবাসী আটকাতে এবার সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের পথেই হাটলেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তে নতুন করে আরও প্রাচীর নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসন। গত বৃহস্পতিবার (৫ অক্টোবর) অনেকটা নীরবে এ কথা জানিয়েছে তারা।

সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ট ট্রাম্পের অন্যতম প্রধান নীতি ছিল মেক্সিকো সীমান্তে দেয়াল নির্মাণ। ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় আর নতুন করে সীমান্ত দেয়াল নির্মাণ না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েই ক্ষমতায় এসেছিলেন বাইডেন। এরপর ২০২১ সালের জানুয়ারিতে দায়িত্ব নেওয়ার দিন বাইডেন ঘোষণা দিয়েছিলেন, এ কাজের জন্য দেশের করদাতাদের আর কোনো অর্থ ব্যয় করা হবে না। ক্ষমতায় এসে সবার আগে তিনি এই দেয়াল নির্মাণ বন্ধ করেন। কিন্তু এবার তিনি সেই ট্রাম্পের পথেই হাটলেন। অভিবাসী সংকট সমাধানে ট্রাম্প যে সঠিক ছিলেন তাই যেনো মেনে নিলেন তিনি।

এক প্রজ্ঞাপনে যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি দপ্তরের প্রধান আলেজান্দ্রো মায়োরকাস বলেছেন, অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্র সীমান্তের আশপাশে প্রাচীর ও সড়ক নির্মাণ অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। নতুন এই প্রাচীর যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তের রিও গ্র্যান্ডে ভ্যালি এলাকায় নির্মাণ করা হবে।

এ বছর এ এলাকা দিয়ে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের হার অনেক বেড়ে গেছে। শুধু চলতি বছরই এই সীমান্ত দিয়ে প্রায় আড়াই লাখ বার অবৈধ প্রবেশের চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে।

২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অবৈধ অভিবাসন প্রেসিডেন্ট বাইডেনের জন্য বড় রাজনৈতিক মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিরোধী রিপাবলিকানরা বলছেন, বাইডেনের শিথিল সীমান্ত নীতির কারণেই এমন বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

মেক্সিকো সীমান্তে প্রাচীর নির্মাণের বিষয়টি ছিল বাইডেনের পূর্বসূরি ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি বহুল আলোচিত নীতি।

২০২০ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারাভিযানকালে ট্রাম্পের এই নীতির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন ডেমোক্রেটিক প্রার্থী বাইডেন। সে সময় বাইডেন অঙ্গীকার করেছিলেন যে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে মেক্সিকো সীমান্তে আর কোনো প্রাচীর নির্মাণ করবেন না।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হয়ে ২০২১ সালের জানুয়ারিতে দায়িত্ব নেন বাইডেন। দায়িত্ব নিয়েই এক ঘোষণাপত্রে তিনি বলেছিলেন, মেক্সিকো সীমান্তে প্রাচীর নির্মাণে আর কোনো অর্থ বরাদ্দ করা হবে না। এখন সেই বাইডেনই মেক্সিকো সীমান্তে নতুন করে প্রাচীর নির্মাণ করতে যাচ্ছেন।

মেক্সিকো সীমান্তে নতুন করে প্রাচীর নির্মাণের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রেজিস্ট্রারে একটি নোটিশ প্রকাশিত হয়েছে। নোটিশে যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি-বিষয়ক মন্ত্রী আলেজান্দ্রো মায়োরকাস বলেছেন, অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সীমান্তে প্রাচীর নির্মাণের জরুরি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তের রিও গ্র্যান্ডে ভ্যালি এলাকায় প্রাচীরের নতুন অংশটি নির্মিত হবে বলে জানিয়েছেন মায়োরকাস।

সীমান্ত এলাকাটি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে অনুপ্রবেশের ঘটনা বেশি ঘটছে। সরকারি তথ্য অনুসারে, এই সীমান্ত এলাকাটি দিয়ে চলতি অর্থবছরে ২ লাখ ৪৫ হাজারের বেশি ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছেন।

অবৈধ অভিবাসন বাইডেনের জন্য বড় ধরনের একটি রাজনৈতিক মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে। বিরোধী রিপাবলিকানরা তাঁকে শিথিল সীমান্তনীতির জন্য দোষারোপ করে আসছেন।

মেক্সিকো সীমান্তে দেয়াল নির্মাণ নিয়ে বাইডেন প্রশাসনের এমন সিদ্ধান্তের পর এক হাত নিয়েছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, অবশেষে বাইডেন প্রশাসনের এমন পদক্ষেপ প্রমাণ করল *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

ন্যান্সি পেলোসিকে যে কারণে ক্যাপিটল হিল থেকে উচ্ছেদের নির্দেশ অন্তর্বর্তী স্পিকারের

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত স্পিকার প্যাট্রিক ম্যাক হেনরি ডেমোক্রেট দলীয় সাবেক স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি ও তার দীর্ঘদিনের ডেপুটি স্টেনি হোয়ারকে দেশটির কংগ্রেস ভবন ক্যাপিটল হিলের অফিস ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের দু'জনকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, বুধবারই (০৪ অক্টোবর) তাদের ব্যবহার করা অফিসের দরজায় নতুন তালা লাগিয়ে দেয়া হবে।

খবরে জানানো হয়, মঙ্গলবার (০৩ অক্টোবর) হাউজ স্পিকার কেভিন ম্যাকার্থিকে অপসারণের পর অন্তর্বর্তী স্পিকার হিসেবে ম্যাক হেনরি মনোনীত হবার পর এই উচ্ছেদের নির্দেশ প্রদান করা হয়। ওয়াশিংটনের বাইরে থাকা ন্যান্সি পেলোসি এ সিদ্ধান্তের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তার অফিস ম্যাকার্থিতে দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন রিপাবলিকান দলীয় কংগ্রেসম্যান গ্যারেট গ্রেভস। তার মতে এই অফিস পূর্ববর্তী বা সদ্য বিদায়ী স্পিকারের পাওয়ার কথা। সাধারণত ক্যাপিটল হিলে কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ পদে নেই এমন কোনো সদস্যের অফিস থাকে না। কিন্তু পেলোসি ও হোয়ারের অফিস ছিল সাবেক স্পিকার ও সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে। ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করে ন্যান্সি পেলোসি বলেছেন, তিনি যখন স্পিকার ছিলেন তখন তার পূর্ববর্তী রিপাবলিকান দলীয় স্পিকারকে অফিস বরাদ্দ দিয়েছিলেন। তবে দুই ডেমোক্রেট নেতাই হাউজ অফিস ভবনে তাদের দৈনন্দিন কাজের জন্য অফিস পাবেন।

ম্যাকার্থিকে স্পিকারের পদ থেকে অপসারণের দু'ঘন্টার মধ্যেই পেলোসিকে ইমেইল করে জানানো হয় যে, তার অফিস কক্ষ অন্তর্বর্তী স্পিকার অন্য কাউকে বরাদ্দ দিয়েছেন।

তবে এটা এখনো পরিষ্কার নয় যে, ঠিক কে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

আবার মুখোমুখি বৈঠকে বসবেন বাইডেন ও চীনের প্রেসিডেন্ট সি

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের মুখোমুখি বৈঠকের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে হোয়াইট হাউস। ওয়াশিংটন পোস্ট গত বৃহস্পতিবার (০৫ অক্টোবর) হোয়াইট হাউসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার বরাত দিয়ে এ তথ্য জানায়।

ওই কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'বৈঠকটি হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই নিশ্চিত। আমরা পরিকল্পনার প্রক্রিয়া শুরু করেছি।' তবে এ বিষয়ে ওয়াশিংটনের চীনা দূতাবাস তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য করেনি। হোয়াইট হাউসও কোনো মন্তব্য করেনি। গত বছরের নভেম্বরে ইন্দোনেশিয়ায় জি-২০ সম্মেলনের ফাঁকে এই দুই নেতার মধ্যে সর্বশেষ বৈঠক হয়েছিল।

গত কয়েক মাসের মধ্যে দুই দেশের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বৈঠকের ধারাবাহিকতাতেই এ বৈঠক হতে যাচ্ছে। গত জুনে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন, জুলাইয়ে অর্থমন্ত্রী জ্যানেট ইয়েলেন ও আগস্টে বাণিজ্যমন্ত্রী জিনা রাইমন্ডো চীন সফর করেন।

অতি সম্প্রতি নিউইয়র্কে ব্লিঙ্কেন চীনের ভাইস প্রেসিডেন্ট হ্যান ঝেংয়ের সঙ্গে এবং যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাকে সুলিভান মাল্টায় চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।রয়টার্স

'ট্রাম্পের জারিজুরি শেষ', বললেন নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেতিশিয়া জেমস

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'জারিজুরি শেষ' বলে মন্তব্য করেছেন নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেতিশিয়া জেমস। গত বুধবার (০৪ অক্টোবর) অ্যাটর্নি জেনারেল আরও বলেন, ট্রাম্পের আক্রমণাত্মক কথাবার্তায় তিনি 'দমে যাবেন না'।

সাবেকপ্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ২৫০ মিলিয়ন বা ২৫ কোটি ডলার জালিয়াতির মামলা চলছে। এ মামলায় তিনি গতকাল নিউইয়র্কের আদালতে হাজির হন। তবে তিনি অ্যাটর্নি জেনারেলকে নিয়ে আক্রমণাত্মক মন্তব্য করেন। এর প্রতিক্রিয়ায় অ্যাটর্নি জেনারেল লেতিশিয়া জেমস ওই সব কথা বলেন।

ঐদিন আদালতের কার্যক্রম শেষে চলে যান ৭৭ বছর বয়সী ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে এর আগে তিনি অ্যাটর্নি জেনারেল জেমসের বিরুদ্ধে সরব হন। এ সময় অভিযোগ করে তিনি বলেন, এটা 'কারচুপির' বিচার। 'ডেমোক্র্যাটদের পরিচালিত' বিচারক তাঁর বিচার করছেন। এর মাধ্যমে তাঁকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে প্রচারণা থেকে দূরে রাখা হচ্ছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প আরও বলেন, 'আমি বরং নিউ হ্যাম্পশায়ার, সাউথ *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

আমেরিকা ইস্যুতে শেখ হাসিনা ও ওবায়দুল কাদেরের বক্তব্য কিসের ইঙ্গিত?

বিবিসি বাংলার প্রশ্ন

পরিচয় ডেস্ক: সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের দেওয়া বক্তব্য নিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন আলোচনার সূত্রপাত করেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লন্ডনে আমেরিকাকে ইঙ্গিত করে কড়া সমালোচনা করে বলেছেন, বেশি স্যাংশন দিলে আমরাও স্যাংশন দিতে পারি। এর একদিন পরে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছিলেন, কেউ নিষেধাজ্ঞা দেবে না, তলে তলে আপস হয়ে গেছে। আমেরিকা ইস্যুতে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য আলাদা ধরনের। এটি নিয়েই মূলত কৌতূহল।

গত মঙ্গলবার (০৩ অক্টোবর) এক সমাবেশে ওবায়দুল কাদের তার বক্তব্যে ভারতের প্রসঙ্গও টেনে এনে বলেছেন, দিল্লি আছে। আমেরিকার দিল্লিকে দরকার। আমরা আছি, দিল্লীও আছে। দিল্লি আছে, আমরা আছি। শত্রুতা কারো সঙ্গে নেই। সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব। শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর কন্যা, এমন ভারসাম্য সবার সঙ্গে করে ফেলেছেন, আর কোনো চিন্তা নেই,।

শেখ হাসিনা এবং ওবায়দুল কাদেরের বক্তব্যের তাৎপর্য কী? কিংবা এসব বক্তব্য কি বার্তা দিচ্ছে? এ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে বিবিসি বাংলা।

বিষয়টি নিয়ে আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা কোনো মন্তব্য করতে চাননি। তারা মনে করেন, সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেয়া ঠিক হবে না।

তবে দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাসিম বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, দলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্যের মধ্যে কোন ভিন্নতা নেই।

নাসিম বলনে, 'রাজনৈতিক নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের পরিস্থিতি অনুযায়ী নির্দেশনামূলক বক্তব্য দিয়েছে'।

তিনি আরও বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী যথার্থই বলেছেন ভিসা নীতি- সেটা কার্যকর হোক আর না হোক, তা নিয়ে আমাদের উদ্বেগের কিছু নেই। আর সাধারণ সম্পাদক যে বক্তব্য নিয়েছেন সেটিও অনর্থক নয়। এর মর্মার্থ দলের ভেতরে বাইরে যারা বোঝার তারা বুঝেছেন।'

দলের নেতাদের নিজের দলের নেতাকর্মীদের যেমন বার্তা দেওয়ার বিষয় থাকে, তেমনি যারা অপপ্রচার করে তাদের জবাব দেয়ারও বিষয় থাকে। প্রধানমন্ত্রী ও সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্যে তারই প্রতিফলন ঘটেছে বলে তিনি মনে করেন।

দলটির তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক সেলিম মাহমুদ বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং অন্য আরেকটি দেশের নিজস্ব ভিসা নীতি নিয়ে বাংলাদেশের কারও চিন্তার কিছু নেই। সেটিই বোঝানোর চেষ্টা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তিনি বলেন, 'সাধারণ সম্পাদক বোঝাতে চেয়েছেন যে ভারত ও বাংলাদেশের বন্ধুত্ব এবং জাতীয় স্বার্থ একই সূত্রে গাঁথা। এখানে বাংলাদেশকে আলাদা করে ক্ষুদ্র বা বিচ্ছিন্ন ভাবার সুযোগ নেই।'

নেতা-কর্মীদের চাঙ্গা করতে এ বক্তব্য-

আমেরিকা ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তব্য দিয়ে আসছেন ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে।তখন বাংলাদেশের এলিট ফোর্স র‍্যাব ও তার কিছু কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আমেরিকা। এরপর থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বর্তমান সরকারের এই টানাপোড়ন শুরু হয়।

এরপর যুক্ত হয় আগামী নির্বাচন নিয়ে ঢাকার নিযুক্ত আমেরিকার রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের নানা তৎপরতা, যা নিয়ে প্রকাশ্যেই বিভিন্ন সময় অসন্তোষ *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

মাহফুজ আনামের লেখা 'তলে তলে আপস হয়ে গেছে, চিন্তার কিছু নেই'

মাহফুজ আনাম: আমাদের অবচেতন মন ইদি আমিনের সেই বিখ্যাত বাণীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তার দেশের গণমাধ্যমের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'বাকস্বাধীনতা অবশ্যই আছে, তবে বলার পর স্বাধীনতার নিশ্চয়তা আমি দিতে পারব না।'

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সরকারপ্রধানড় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীড়াণমাধ্যমে সবচেয়ে বেশি কাভারেজ পান এবং তাদের বিরুদ্ধে সমালোচনাও হয় সবচেয়ে বেশি। তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কাভারেজের বিষয়টা সত্য হলেও সরকারপ্রধানের সমালোচনার অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। আমাদের গণমাধ্যমের স্বাধীনতার পরিস্থিতি এমনই।

যে বিষয়টি আরও কষ্টদায়ক তা হলো, দেশে এমন কোনো আইন নেই যেখানে বলা আছে যে, গণমাধ্যম প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করতে পারবে না। তারপরও আমরা নিজেরাই নিজেদের স্বআরোপিত নিয়ন্ত্রণের শৃঙ্খলে আটকে রেখেছি। এর কারণ হয়তো, আমাদের অবচেতন মন ইদি আমিনের সেই বিখ্যাত বাণীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তার দেশের গণমাধ্যমের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন,ওবাকস্বাধীনতা অবশ্যই আছে, তবে বলার পর স্বাধীনতার নিশ্চয়তা আমি দিতে পারব নাঽ

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করার পর দ্রুততম সময়ে এবং নির্দয়ভাবে কয়েকজনকে কারাবন্দি করায় একটি ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। আইসিটি, ডিজিটাল নিরাপত্তা, সাইবার নিরাপত্তার মতো আইন থাকা; মানহানিসহ অন্যান্য আইনের অপব্যবহার; ক্ষমতার শীর্ষ পর্যায় থেকে স্বাধীন সংবাদমাধ্যমকে শত্রু হিসেবে উপস্থাপন এবং তাদের অনুগত কিছু গণমাধ্যমের প্রচারণাড় সামগ্রিকভাবে আমাদের অনেক শিক্ষা দিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে বিএনপি *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

আপনার কথায় পরিষ্কার যে, আপনি খালেদা জিয়ার মৃত্যু চান

- প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল

পরিচয় ডেস্ক: আগামী নির্বাচন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। গত ০৬ অক্টোবর শুক্রবার বিকেলে গণঅধিকার পরিষদের এক সমাবেশে প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্যের প্রসঙ্গ তুলে তিনি এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

মির্জা ফখরুল বলেন,ওআবার তারা (সরকার) বলতে শুরু করেছে এবং জোরেশোরে চিৎকার করে বলছে যে, আমরা সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন করব, সেইভাবে নির্বাচন হবে এবং সেটা সুষ্ঠু অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে। কিছুক্ষণ আগে আওয়ামী লীগের সভাপতি গণভবনে সংবাদ সম্মেলন করে একই কথা বলেছেনঽ

ওএগুলো হলো সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা দিয়ে মানুষকে *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন নীতির অন্যতম নীতি নির্ধারক জেক সুলিভান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুক্তরাষ্ট্র সফর চলাকালে গত ২৭ সেপ্টেম্বর মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেক সুলিভানের সঙ্গে তার আলোচনা হয়। পরে মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, তাদের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের পাশাপাশি আসন্ন জাতীয় নির্বাচন নিয়েও কথা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নিজেও যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য সফর নিয়ে গতকাল আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ওই আলোচনার কথা উল্লেখ করেছেন। ওই আলোচনার পরদিন ২৮ সেপ্টেম্বর জেক সুলিভান ও ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের মধ্যে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যার বিষয়বস্তু ছিল ভারত-যুক্তরাষ্ট্র

দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ও কানাডার সঙ্গে নয়াদিল্লির কূটনৈতিক সংকট।

বাইডেন প্রশাসনে নিরাপত্তা উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের প্রভাব মোকাবেলায় যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক তৎপরতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছেন জেক সুলিভান। আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সৈন্য ও বেসামরিক নাগরিক প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া দেখভালকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তালেবানদের হাতে কাবুলের পতন-পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের এ-সংক্রান্ত নিরাপত্তা আলোচনাগুলোও তার তত্ত্বাবধানেই হয়েছে। *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

আমাকে নিরপেক্ষ নির্বাচন শেখাতে হবে না - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বেশি কথা বললে সব বন্ধ করে দিয়ে বসে থাকব

পরিচয় ডেস্ক: আমেরিকাতে বলে এসেছি আমাকে অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচন শেখাতে হবে না। তারা বাস্তব অবস্থাটা বোঝে কিনা আমি জানি না, কিন্তু তাদের একই কথা, মানে ভাঙা রেকর্ড বাজিয়েই যাচ্ছে। ক্যান্টনমেন্টে বন্দি করে রাখা গণতন্ত্রকে আওয়ামী লীগই জনগণের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশন শেষে দেশে ফিরে শুক্রবার (৬ অক্টোবর) গণভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাকে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন শেখাতে হবে না। কারণ বাংলাদেশের মানুষের ভোটের অধিকার আদায়ের আন্দোলন সংগ্রাম আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই আমরা করেছি। আর সেই নির্বাচন হয়েছে বলেই জনগণ আমাদের বারবার ভোট দিয়েছে, আর একটানা আমরা ক্ষমতায় আছি বলেই, অর্থনৈতিক উন্নতিটা হয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশের কিছু লোক নির্বাচন নিয়ে 'একটু বেশি কথা' বলে, সে কারণে বিদেশিরাও বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে কথা বলার সুযোগ পায়। দুর্ভাগ্য হলো সেটাই, যারা অবৈধভাবে ক্ষমতায় এসে, জনগণের ভোট চুরি করে ক্ষমতায় থেকে দেশ পরিচালনা করেছে, সেই সময় নির্বাচনের সুষ্ঠতা নিয়ে তাদের (বিদেশিদের) উদ্বেগ দেখিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, '৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে হত্যার পর ক্যান্টনমেন্টে বন্দি করে রাখা হয়েছিল, সেই জনগণের ক্ষমতা জনগণের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া, এটা তো আওয়ামী লীগই করেছে। আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগ জোট, তারা এক হয়ে আন্দোলন করে, এজন্য আমাদের বহু রক্ত দিতে হয়েছে। আমি সে কথাটা বলেছি তাদের (যুক্তরাষ্ট্রে)।

শেখ হাসিনা বলেন, দেশটা যখন অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে সবার এত মাতামাতি কেন, সন্দেহ হয় রে, এটাই বলতে হয়। আসল কথা নির্বাচনটা বানচাল করে দেওয়া।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, জিয়া, এরশাদ, খালেদা সবাই তো ভোট চোর। এদেশের মানুষ জানে, নৌকায় ভোট দিয়ে উন্নতি হয়েছে। মানুষ স্বাবলম্বী হয়েছে। দারিদ্র্যবিমোচন হয়েছে। দারিদ্র্যসীমা ৫ শতাংশে কমিয়ে এনেছি। কেউ ঘরবাড়ি ছাড়া থাকবে না। সন্দেহ হয় সেজন্যই।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রসঙ্গ কেউ তোলেননি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে তার সাম্প্রতিক সফরকালে কেউ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রসঙ্গ তোলেননি। তিনি বলেন, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে কেউই কোনো কথা বলেনি। এ ধরনের কোনো কথা হয়নি এবং কেউ এ ধরনের কথা আমাকে জিজ্ঞাসাও করেনি।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এক অভিজ্ঞতা ২০০৭-০৮ সালে হয়ে গেছে না আমাদের। তারপরেও আবার কেউ তা চাইতে পারে। আর সিস্টেমটাতো বিএনপিই নষ্ট করে ফেলেছে। কাজেই এরকম কোনো কথা হয়নি।

রাস্তায় কে ঘেউ ঘেউ করে বেড়ালো, সেটাকে বিদেশে বিরোধী দল হিসেবে ধরে না

সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেনরাস্তায় কে ঘেউ ঘেউ করে বেড়ালো, সেটাকে কিন্তু বিদেশে কখনো বিরোধী দল হিসেবে ধরে না। এটা সকলের মনে রাখা উচিৎ। যারা বলে বেড়াচ্ছে, তারা বলতে থাকুক, কোনো অসুবিধা নাই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরো বলেন,ওবিএনপি বলেছে আমি খালি হাতে এসেছি, আমি কোনো উত্তর দিতে চাই না। আমি শুধু দেশবাসীকে বলতে চাই, বিএনপির নেতারা মাইক লাগিয়ে কী হারে মিথ্যা কথা বলে, সেটাই আপনারা জেনে নেন। মিথ্যা বলা যে তাদের অভ্যাস, আর সবকিছুকে যে খাটো করে দেখার চেষ্টা, এটা সম্পর্কে যেন দেশবাসী সচেতন থাকে। তারা যা বলে, সবই মিথ্যা কথা বলে। *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

পারমাণবিক শক্তি শান্তিরক্ষায় ব্যবহার করব

-রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পারমাণবিক জ্বালানি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিচয় ডেস্ক:পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ পদক্ষেপ বাস্তবায়নের প্রতি অঙ্গীকার ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'পরমাণু শক্তি আমরা শান্তিরক্ষায় ব্যবহার করব। আমরা বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক অস্ত্রের সাধারণ ও সম্পূর্ণ নির্মূল এবং পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ চুক্তি বাস্তবায়নের প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি। আমরা ''বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন'' প্রণয়ন করেছি এবং একটি স্বাধীন পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করেছি। এ কর্তৃপক্ষ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রতিটি স্তরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।'

পাবনার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পারমাণবিক জ্বালানি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে গতকাল তিনি এসব কথা বলেন। গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে ক্রেমলিন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। রাশিয়াকে পরীক্ষিত বন্ধু উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, 'আমাদের এই পরীক্ষিত বন্ধুদেশকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।'

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভেতরে গত ০৫ অক্টোবর জ্বালানি হস্তান্তর অনুষ্ঠানের অয়োজন করা হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমানের কাছে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিটের জন্য আনা ইউরেনিয়াম হস্তান্তর করেন রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পারমাণবিক সংস্থা রোসাটমের মহাপরিচালক আলেক্সি লিখাচেভ। রাশিয়া থেকে আসা এ ইউরেনিয়াম গত ২৯ সেপ্টেম্বর রূপপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পৌঁছায়। আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার (আইএইএ) মহাপরিচালক রাফায়েল মারিয়ানো গ্রসিও ভিয়েনা থেকে গতকালকের ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

শেখ হাসিনা বলেন, 'আজ বাংলাদেশের জনগণের জন্য অত্যন্ত গর্বের দিন, আনন্দের দিন। আওয়ামী লীগ সরকারের নিরলস প্রচেষ্টায় পারমাণবিক জ্বালানি গ্রহণের মধ্য দিয়ে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আজ সফল পরিণতি লাভ করছে।'

তিনি বলেন, 'আজ থেকে বাংলাদেশ পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী দেশের কাতারে শামিল হলো এবং বিশ্বের ঐতিহ্যবাহী নিউক্লিয়ার ক্লাবের কার্যকর সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হলো।'

অচিরেই রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ যোগ হবে জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, 'আমরা ২০২৩ সালের মধ্যে প্রথম ইউনিট থেকে এবং ২০২৪ সালের মধ্যে দ্বিতীয় ইউনিট থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলাম। সে লক্ষ্যেই এগিয়ে যাচ্ছি। অচিরেই প্রথম ইউনিট থেকে ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে।'

রাশিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বন্ধুপ্রতিম রাশান ফেডারেশনের সরকার এবং জনগণের প্রতি, যারা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে ও যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে অসামান্য সহযোগিতা করেছিলেন এবং আমাদের এ স্বপ্নের প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।'

বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ এবং গতকালের অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ায় রুশ ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান প্রধানমন্ত্রী।

২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে মস্কোতে পুতিনের সঙ্গে বৈঠক, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য চুক্তি *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

ভারতের সঙ্গে ভিসামুক্ত সম্পর্ক চায় বাংলাদেশ

- সিলেটে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন

পরিচয় ডেস্ক:তিস্তার পানিবণ্টন বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারত নীতিগতভাবে এক জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'কোনো একটি কারণে এটি আটকে আছে, সময়ের সাথে ঠিক হয়ে যাবে।' আগামীতে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশ ভিসামুক্ত সম্পর্ক চায় উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, 'দ্রুত ভিসা প্রক্রিয়া সমাধানের পাশাপাশি ভিসামুক্ত ভারতবাংলাদেশ সম্পর্ক প্রত্যাশা করছে দুই দেশ।' সিলেটে চারদিনব্যাপী বাংলাদেশভারত ফ্রেন্ডশিপ সংলাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে বৃহস্পতিবার (৫ অক্টোবর) সন্ধ্যায় মন্ত্রী সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন।

তিস্তার পানিবণ্টন বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারত নীতিগতভাবে এক জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'কোনো একটি কারণে এটি আটকে আছে, সময়ের সাথে ঠিক হয়ে যাবে।'

এ সময় তিনি বলেন, বাংলাদেশভারতের সম্পর্কের ঐতিহাসিক পদাঙ্ক অনুসরণ করে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক, সামাজিক, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ অর্জনে কাজ করছে।

গত বৃহস্পতিবার (০৫ অক্টোবর) সন্ধ্যায় সিলেট মহানগরের গ্র্যান্ড সিলেট হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টে 'বাংলাদেশভারত ফ্রেন্ডশিপ সংলাপ'র উদ্বোধন করেন জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বন্ধুত্বপুর্ণ সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে এবং উভয় দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ব্যবসা উন্নয়নের স্বার্থে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও এ সংলাপ শুরু হয়।

সংলাপে বাংলাদেশের পক্ষে ছয়জন মন্ত্রী, ২০ জন সংসদ সদস্যসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দ অংশ নিয়েছেন। সংলাপ উপলক্ষে ভারত থেকে ১৪০ জনের প্রতিনিধি দল সিলেটে এসেছেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক মন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক, ভারতের সাবেক মন্ত্রী এম জে আকবর ও ভারতের হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা দুদেশের ঐতিহাসিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। আগামী ৭ অক্টোবর শেষ হবে দুই প্রতিবেশী দেশের এ সংলাপ।

ধীর গতির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছর শেষ করেছিল বাংলাদেশ । চলতি অর্থবছরেও একই প্রবণতা অব্যাহত আছে

ভালো নেই বাংলাদেশের অর্থনীতি

পরিচয় ডেস্ক: ধীর গতির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছর শেষ করেছিল বাংলাদেশ। চলতি অর্থবছরেও একই প্রবণতা অব্যাহত আছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্তত তিনটি প্রধান সূচক- রপ্তানি, প্রবাসী আয় ও আমদানির তথ্যে সেই দৃশ্যে ফুটে উঠেছে।

চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার প্রধান উৎস রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি কমে ৯ দশমিক ৫ শতাংশ হয়েছে। গত অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে যা ছিল ১৩ দশমিক ৩ শতাংশ।

বৈদেশিক মুদ্রার আরেকটি উৎস রেমিট্যান্স কমেছে ১৩ শতাংশ, যদিও গত অর্থবছরে রেকর্ড ১১ লাখ ৩৭ হাজার শ্রমিক বিদেশে পাড়ি জমান।

অন্যদিকে আমদানির মাধ্যমে অন্য দেশ থেকে শিল্প কাঁচামাল, মধ্যবর্তী পণ্য ও প্রধান যন্ত্রপাতি আনা হয়, এই খাতও সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে।

চলতি বছরের জুলাই-আগস্টে ঋণপত্র খোলার হার আগের বছরের চেয়ে ১৮ শতাংশ এবং নিষ্পত্তি ২২ শতাংশ কমেছে। ডলারের ঘাটতি ও রিজার্ভ ধরে রাখতে মরিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতির কারণে ২০২২-২৩ অর্থবছরে এটি ১৫ শতাংশ কমেছিল। এটি শিল্প উৎপাদন ও উদ্যোক্তাদের নতুন বিনিয়োগের গতিকে ধীর করে দিয়েছে, যা অনাকাঙ্ক্ষিত।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, শিল্প উৎপাদনের সাধারণ সূচকে (মাঝারি ও বৃহৎ উৎপাদন) দেখা গেছে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের মে মাস পর্যন্ত উৎপাদন আগের বছরের তুলনায় ৮ দশমিক ৯৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, ২০২১-২২ অর্থবছরে কারখানার উৎপাদন বেড়েছিল ১১ দশমিক ১৯ শতাংশ।

সামগ্রিকভাবে, স্বল্পমেয়াদে বর্তমান অর্থনৈতিক দুর্দশা থেকে পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা অনেকটা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। কারণ উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে অস্থিরতা ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মতো সংকটের খুব শিগগির সমাধানের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

এ ছাড়া, আগামী বছরের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক উত্তেজনা এই অনিশ্চয়তাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী পরিচালক মোস্তফা কে মুজেরি বলেন, 'রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মাত্রা বেশ বেশি। এই *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

ডলার সংকটে বড় হচ্ছে বাংলাদেশের আর্থিক হিসাবের ঘাটতি

পরিচয় ডেস্ক: ডলার সংকটের কারণে চাপে পড়েছে বাংলাদেশের অর্থনীতি। বৈদেশিক মুদ্রায় আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। এতে করে আর্থিক হিসাবে বড় হচ্ছে ঘাটতি। এই ঘাটতির কারণে রিজার্ভ ধারাবাহিকভাবে কমছে।

বুধবার (৪ অক্টোবর) বাংলাদেশ ব্যাংক চলতি অর্থবছরের জুলাই-আগস্টের বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের (ব্যালেন্স অব পেমেন্ট) পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। মূলত আমদানিতে বিভিন্ন নীতিগত শর্ত দেওয়ার কারণে দেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি কিছুটা কমছে। চলতি হিসাবের পরিস্থিতিও উন্নতি হয়েছে। তবে বড় ঘাটতি দেখা দিয়েছে আর্থিক হিসাবে। এর মূল কারণ, যে হারে দেশে বিদেশি ঋণ আসছে তার চেয়ে বেশি আগের নেওয়া ঋণ পরিশোধ করতে হচ্ছে। এতে করে বহির্বিশ্বের সঙ্গে দেশের সামগ্রিক লেনদেনেও ঘাটতি দেখা দিয়েছে।

দেশের আর্থিক হিসাব গণনা করা হয় বৈদেশিক আর্থিক সম্পদ ও দায় থেকে। এখানে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ, পোর্টফলিও বিনিয়োগ, অন্যান্য বিনিয়োগ ও রিজার্ভ সম্পদ। বিনিয়োগের ধারা (সম্পদ ও দায়), বিনিয়োগের দলিল (ইকুইটি, বন্ড, নোটস এবং ঋণ) এই হিসাবের আওতায় আসে।

ব্যাল্যান্স অব পেমেন্টের তথ্য বলছে, চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-আগস্টে ৮৮৫ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে। এ সময় আমদানি হয়েছে ৯৮৬ কোটি ডলারের পণ্য। এতে করে অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে ১০১ কোটি ২০ লাখ (১ দশমিক ১ বিলিয়ন) ডলারের বাণিজ্য ঘাটতিতে পড়েছে বাংলাদেশ। বর্তমান বিনিময় হার হিসাবে দেশীয় মুদ্রায় (প্রতি এক ডলার ১১০ টাকা ৫০ পয়সা ধরে) এর পরিমাণ ১১ হাজার ১৮২ কোটি টাকা।

ডলার সংকট কাটাতে নানা উপায়ে আমদানি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। গত বছরের জুলাই থেকে বিভিন্ন পণ্য আমদানির শুল্ক বাড়িয়েছে সরকার। একইসঙ্গে তুলনামূলক কম প্রয়োজন বা বিলাসী পণ্যের এলসি খোলার সময় ৭৫ থেকে শতভাগ পর্যন্ত নগদ মার্জিনের শর্ত দেওয়া আছে। এ মার্জিনের টাকা দিয়ে কোনো ব্যাংক থেকে ঋণও নেওয়া যাবে না। এছাড়া বড় এলসি খোলার ২৪ ঘণ্টা আগে তথ্য নিয়ে তার সঠিকতা যাচাই করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর মধ্যে ডলার সংস্থান করা ছাড়া ব্যাংকগুলোকে এলসি খুলতে মানা করা হয়েছে। এর প্রভাবে গত অর্থবছরে আমদানি ২১ দশমিক ৬৭ শতাংশ কমেছে। অন্যদিকে, রপ্তানি বেড়েছে ৯ দশমিক ০৪ শতাংশ।

এক হাজার ৭১৫ কোটি ৫০ লাখ (১৭ দশমিক ১৫ বিলিয়ন) ডলারের বাণিজ্য ঘাটতি নিয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছর শেষ হয়। এর ধারাবাহিকতায় ঘাটতি নিয়েই শুরু হয়েছে চলতি অর্থবছর।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, জুলাই-আগস্ট মাসে বৈদেশিক বাণিজ্যের আর্থিক হিসাবে ২০১ কোটি ৯০ লাখ ডলার ঘাটতি হয়েছে, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৮ গুণের চেয়ে বেশি। গত অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে ঘাটতি ছিল ২৪ কোটি ৭০ লাখ ডলার।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের খাত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে আর্থিক হিসাব ভালো রাখাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই সূচকের ওপরই দেশের ঋণমান নির্ভর করে। আর্থিক হিসাবে ঘাটতি থাকলে বিদেশি বিনিয়োগকারীরাও বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হন না। ঋণ দেওয়ার সময় বিভিন্ন শর্তজুড়ে দেয়। বাংলাদেশ ব্যাংকও বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত।

ঘাটতির কারণ হিসাবে কর্মকর্তারা জানান, আমদানি কমলেও আশানুরূপ রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয় আসছে না। বিশ্ববাজারে জ্বালানিসহ সব ধরনের পণ্যের মূল্য ঊর্ধ্বমুখী রয়েছে। এছাড়া বিদেশি বিনিয়োগ কমে যাওয়া ও আগের দেনা পরিশোধ বেড়ে যাওয়া এ ঘাটতির সৃষ্টি হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে পরিশোধ ঝুঁকি এড়াতে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ বা রিজার্ভ থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রচুর পরিমাণ ডলার বিক্রি করছে। ফলে রিজার্ভও ধারাবাহিক কমছে।

এ অবস্থা সৃষ্টির কারণ কী

গত এক বছরে ডলারের বিপরীতে টাকার মান কমেছে ১৬ শতাংশের বেশি। দুই বছরে তা প্রায় ৩০ শতাংশ। এক বছর আগে ১ ডলার কিনতে খরচ হয়েছে ৯৫-১০০ টাকা, ২ বছর আগে ছিল ৮৪-৮৬ টাকা। আন্তঃব্যাংক লেনদেনে ডলারের দাম ১১০ টাকা ৫০ পয়সা, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে এখন প্রতি ডলার বিক্রি হচ্ছে ১১২ টাকা ৫০ পয়সা *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশে লাগামহীন ভাবে কমছে টাকার মান

পরিচয় ডেস্ক: সংকটের কারণে গত পাঁচ বছরে ডলারের বিপরীতে লাগামহীনভাবে কমেছে টাকার মান। এ সময় অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে বেড়েছে ডলারের দাম। ২০১৯ সালে ১ ডলার কিনতে খরচ হতো ৮৪ টাকা। আর এখন এক ডলারের দাম উঠেছে ১১০ টাকা ৫০ পয়সা। এ হিসাবে ৫ বছরে টাকার মান কমেছে ২৪ শতাংশ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি মাসে প্রতি ডলারের দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১০ টাকা ৫০ পয়সায়। ২০২২ সালে ডলারের দাম প্রথমবারের মতো ৯৫ টাকা ছুঁয়ে ফেলে। ২০২১ সালেও ১ ডলারের দাম ছিলো সর্বোচ্চ ৮৫ *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে ডলারের দাম নিয়ে আইএমএফের ক্ষোভ

পরিচয় ডেস্ক: চরম সংকটের মধ্যেই দেশে হ-য-ব-র-ল অবস্থায় ডলার বাজার। এরই মধ্যে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে মার্কিন মুদ্রাটির দর। সুযোগ বুঝে ইচ্ছেমতো দাম বাগিয়ে নিচ্ছে অনেক ব্যাংক। এ নিয়ে কয়েকটি ব্যাংককে জরিমানাও করা হয়েছে। তবুও নিয়ন্ত্রণে আসছে না বাজার। এমন পারিস্থিতির মধ্যেই ঢাকা সফর করছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ)

বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

Raagam music
প্রযোজিত
প্রযোজনা জামাল হোসেন
USA DISTRIBUTIONS
BIOSKOPE FILMS LLC
মহাসমারোহে শুভমুক্তি
চয়নিকা চৌধুরী'র
প্রহেলিকা
In
৬ অক্টোবর
JAMAICA MULTIPLEX
NEW YORK
RELEASING FRI OCT 6TH - THU 12TH
JAMAICA MULTIPLEX
CINEMAS SHOWTIMES:
FRI 10/6/2023 : 1:05 PM 4:10 PM 7:15 PM 10:20PM
SAT 10/7/2023 : 1:05 PM 4:10 PM 7:15 PM 10:20PM
SUN 10/8/2023 : 1:05 PM 4:10 PM 7:15 PM
MON 10/9/2023 : 1:05 PM 4:10 PM 7:15 PM
TUES 10/10/2023: 1:05 PM 4:10 PM 7:15 PM
WED 10/11/2023: 1:05 PM 4:10 PM 7:15 PM
THU 10/12/2023: 1:05 PM 4:10 PM 7:15 PM
অগ্রিম টিকেট পাওয়া যাচ্ছে
থিয়েটার ওয়েবসাইট এবং থিয়েটার বক্স অফিসে
https://www.showcasecinemas.com/film-info/prohelika-bengali

‘ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক আরও খারাপ হতে পারে’

পরিচয় ডেস্ক: চীনকে মোকাবেলার ইস্যুতে কিছু ক্ষেত্রে ভাল সমঝোতা থাকলেও সামিগ্রকভাবে উষ্ণতা কমে এসেছে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের মধ্যে। কানাডার সাথে ভারতের বিরোধ ওই সম্পর্কে আরও পানি ঢেলেছে। এ ঘটনার প্রভাবে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক আরও অবনতির দিকে যেতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। ভারতে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত এরিক গারসেটি তার সহকর্মীদের কাছে এমন আশংকা প্রকাশ করেছেন। বিষয়টি নিয়ে পলিটিকো একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

তবে ভারতে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস এ রিপোর্টের প্রতিবাদ করেছে। দূতাবাস দাবি করেছে, বিষয়টি সত্য নয়। বরং রাষ্ট্রদূত এরিক গারসেটি ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন।

উল্লেখ, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী রাশিয়া (সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নসহ) ও ভারতের মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে সুসম্পর্ক রয়েছে। এ কারণে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কখনোই তেমন ঘনিষ্টতা ছিল না। কিন্তু বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি হিসেবে চীনের উঠে আসার সম্ভাবনার মুখে আগের হিসাব কিছুটা পাল্টে যায়। ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র-উভয় দেশ বর্তমানে চীনকে তাদের প্রধান শত্রু মনে করছে। এই প্রেক্ষিতে চীনকে মোকাবেলায় যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে গঠিত সামরিক জোট কোয়াডে যোগ দেয় ভারত।

কোয়াডে যোগদানের মধ্য দিয়ে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক আরও নিবিড় হওয়ার যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে তার অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায়। এই ইস্যুতে ভারতের নিরপেক্ষ অবস্থান নেওয়া (মূলত যুক্তরাষ্ট্রের পাশে

না থাকা) এবং পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করে রাশিয়া থেকে ভারতের তেল আমদানি অব্যাহত রাখার বিষয়টিকে ভালভাবে নেয়নি জো বাইডেন প্রশাসন।

এদিকে গত মাসে ভারতে অনুষ্ঠিত জি টুয়েন্টি সম্মেলনে অংশ নেওয়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে সংবাদ সম্মেলন করতে না দেওয়ার ঘটনায় বেশ রুষ্ট হন জো বাইডেন। পরে ভিয়েতনাম সফরে গিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে ওই ক্ষোভ উগড়ে দেন তিনি। বাইডেন বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেন, তিনি নরেন্দ্র মোদীকে গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি ইস্যুতে তাগিদ দিয়েছেন।

দেশ দুটির মধ্যে সম্পর্কের নড়বড়ে অবস্থার মধ্যে হঠাৎ উদয় হয়েছে ভারত-কানাডার কূটনৈতিক সম্পর্কের অবনতি।

গত মাসে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো সংসদে দাঁড়িয়ে অভিযোগ করেন, দেশটিতে অভিবাসী হওয়া শিখ ধর্মাবলম্বী হরদীপ সিং নিজ্জার হত্যায় ভারতীয় সরকারি এজেন্টদের হাত রয়েছে। ভারত এই অভিযোগকে অযৌক্তিক এবং উদ্দেশ প্রণোদিত আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করে।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয় দেশের মধ্যে কূটনীতিকদের বহিস্কার-পাল্টা বহিস্কারের ঘটনা ঘটে।

ভারত-কানাডা বিরোধে যুক্তরাষ্ট্র সুস্পষ্ট কোনো পক্ষ না নিলেও তারা নিজ্জার হত্যায় ভারতীয় সরকারি এজেন্টদের ‘সম্ভাব্য’ জড়িত থাকার অভিযোগকে ‘গুরুতর’ বলে অভিহিত করে। পাশাপাশি পুরো বিষয়টির তদন্তের আহ্বান জানায়। তদন্তে কানাডাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করারও পরামর্শ দেওয়া হয়।

সম্পর্কের এমন টানাপোড়েনের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের আশংকার খবরটি প্রকাশিত হলে তা সাড়া ফেলে দেয়।

এর মধ্যে মার্কিন দূতাবাস প্রতিবেদনটি প্রত্যাখ্যান করে বলেছে, ‘রাষ্ট্রদূত গারসেটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের জনগণ এবং সরকারের মধ্যে অংশীদারিত্বকে আরও গভীর করার জন্য প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রম করছেন তার ব্যক্তিগত ব্যস্ততা এবং জনসাধারণের সময়সূচীই বলে দেয় যে রাষ্ট্রদূত গারসেটি ভারতে মার্কিন মিশন দিল্লির সঙ্গে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ, কৌশলগত এবং ফলপ্রসূ অংশীদারিত্বকে এগিয়ে নিতে প্রতিদিন কাজ করছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘রাষ্ট্রদূত গারসেটি ভারতীয় জনগণ এবং ভারত সরকারের সঙ্গে আমাদের শক্তিশালী অংশীদারিত্বের একজন চ্যাম্পিয়ন। ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ, কৌশলগত এবং ফলপ্রসূ অংশীদারিত্ব।’ - খবর হিন্দুস্থান টাইমসের

‘জরুরি অবস্থার চেয়েও বেশি ভয়ানক’

ভারতে সাংবাদিকদের বাড়িতে অভিযান প্রসঙ্গে অরুন্ধতী

পরিচয় ডেস্ক: চীনা অর্থায়নের পরিচালনার অভিযোগে সন্ত্রাস দমন আইনে ভারতের সংবাদ পোর্টাল নিউজক্লিক-এর সম্পাদকসহ দুই জনকে গ্রেপ্তার করেছে দিল্লি পুলিশ। এছাড়াও গত মঙ্গলবার (০৩ অক্টোবর) সকাল থেকেই ওই পোর্টালের প্রায় ৫০ জন সাংবাদিক ও নিয়মিত লেখকদের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। সাংবাদিকদের ওপর এমন আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই প্রতিবাদ জানিয়েছে দেশটির বহু সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ। তারই ধারাবাহিকতায় গত বুধবার (০৪ অক্টোবর)অনেকেই দিল্লির প্রেসক্লাবে জড়ো হয়ে বিক্ষোভও করেছেন। এ সম্পর্কে অরুন্ধতী রায় গণমাধ্যম দ্য ওয়্যারকে বলেন, “ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি জরুরি অবস্থার চেয়েও বেশি ভয়ানক।চ

অরুন্ধতী রায় মনে করেন, জরুরি অবস্থা শুধু নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আরোপ করা হয়। কিন্তু বিজেপি ও নরেন্দ্র মোদি মূলত ভারত রিপাবলিকের ওপ্রকৃতিু পরিবর্তনের চেষ্টা করছে। দলটি যদি ফের ক্ষমতায় যায়, তবে তারা সংবিধান ও জনগণের কণ্ঠস্বরকে দমিয়ে রাখবে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। সবাইকে সতর্ক করে অরুন্ধতী রায় বলেন, “বিজেপি যদি ২০২৪ নির্বাচনে জয়লাভ করে, তবে ভারত আর গণতান্ত্রিক দেশ থাকবে না।চ

বিখ্যাত এ লেখিকা মনে করেন, ভারতের মূলধারার মিডিয়া এখন আর মিডিয়ার মতো নেই। নিউজক্লিকপ্রতিষ্ঠাতা প্রবীর পুরকায়স্থ ও ওয়েব পোর্টালটির এইচআর হেড অমিত চক্রবর্তীকে গ্রেফতারের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “ডিজিটাল স্পেসে থাকা সাংবাদিকেরা সাংবাদিকতায় একটি নতুন ধারা শুরু করেছেন যা সরকারকে বেশ অস্বস্তিতে ফেলেছে।চ

অরুন্ধতী রায় বলেন, “সাংবাদিকতা ও সন্ত্রাসের মধ্যে কোনো সীমারেখা থাকবে না এটা কীভাবে সম্ভব? কোনো রকম ব্যাখ্যা ছাড়াই পুলিশ সাংবাদিকদের ডিভাইস কীভাবে জব্দ করতে পারে? কোনো এফআইআর দেওয়া হয়নি এবং অভিযোগও উল্লেখ করা হয়নি। কারণ তাদের ওপর কঠোর ইউএপিএ আইন আরোপ করা হয়েছে।চ

অরুন্ধতী রায় মনে করেন, সংবাদপত্রের ওপর এ ধরনের আচরণের অর্থ হচ্ছেও শুধু সরকারের পক্ষে যে সংবাদ, সেটাই জনগণের কাছে পৌঁছানো উচিতু এমন বার্তা দেওয়া। একইসাথে নিউজক্লিক-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের বাড়িতে অভিযানই প্রমাণ করে যে, মোদি সরকার বেশ ভয়ে আছে।

অরুন্ধতী রায় আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, “এখন থেকে *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

সেনাপ্রধানের সঙ্গে জেলেনস্কির বিরোধ, ইউক্রেন যুদ্ধ কোন দিকে গড়াচ্ছে?

টিফেন ব্রায়েন : ভলোদিমির জেলেনস্কি যত দিন পর্যন্ত ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট থাকবেন, তত দিন পর্যন্ত রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তিতে পৌঁছানোর চেষ্টা করা মানে সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। জেলেনস্কিকে তাঁর দেশে যাঁরা সমর্থন দেন, তাঁদের কারণেই তিনি অনড় অবস্থান নিয়েছেন। তাঁরা কট্টর জাতীয়তাবাদী এবং রাশিয়াকে কোনো ধরনের ছাড় দিতে রাজি নন। একেবারে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়াই করে যেতে চান তাঁরা।

রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যদি কোনো ধরনের আপস-রফা অসম্ভব হয়, তাহলে এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ অবসানের আর কি *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

মালদ্বীপ থেকে ভারতীয় সেনা সরাতে চান নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মুইজ্জু

পরিচয় ডেস্ক: মালদ্বীপের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ্জু বলেছেন, তার দেশে কোনো বিদেশি সেনাদল থাকতে পারবে না। মালদ্বীপে অবস্থান করা ভারতীয় সেনাদের সরিয়ে দিতেই মুইজ্জু এমন কথা বলেছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

গত শনিবার (৩০ সেপ্টেম্বর) মালদ্বীপে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটে বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম মোহাম্মদ সোলিহকে পরাজিত করেন মুইজ্জু। আগামী ১৭ নভেম্বর মালদ্বীপের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেবেন মুইজ্জু। এর আগ পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রেসিডেন্ট হিসেবে সোলিহ দায়িত্বে থাকবেন। মুইজ্জু চীনপন্থি নেতা হিসেবে সুপরিচিত। এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি ‘ভারত হটাও’ স্লোগানে প্রচারণা চালিয়েছেন। মুইজ্জু নির্বাচিত হলে মালদ্বীপে ভারতীয় সেনা না রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এবার তিনি সে কথা রাখারই ইঙ্গিত দিলেন। গত সোমবার ((০২ অক্টোবর) রাতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয় উদযাপন করতে সমবেত সমর্থকদের উদ্দেশে মুইজ্জু বলেন, ‘জনগণ আমাদের বলেছে, তারা এখানে বিদেশি সেনা চায় না। আমরা মালদ্বীপ থেকে বিদেশি সেনাদের ফেরত পাঠাব।’

যদিও বিদেশি সেনা তাড়ানোর কথা বললেও মুইজ্জু কোনো দেশের নাম উচ্চারণ করেননি।

‘ইন্ডিয়া ফার্স্ট’ নীতিতে বিশ্বাসী বর্তমান প্রেসিডেন্ট সোলিহর আমলে মালদ্বীপ ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছে। ভারতের প্রভাবকে মালদ্বীপের সার্বভৌমত্বে এক ধরনের হুমকি হিসেবেই দেখে আসছে মুইজ্জুর দল পিপলস ন্যাশনাল কংগ্রেস। মালদ্বীপে ভারত স্থায়ীভাবে সামরিক উপস্থিতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে বলেও মুইজ্জু অভিযোগ করেছেন। এবার মুইজ্জুর জয়ে মালদ্বীপ চীনের প্রভাববলয়ের মধ্যে ঢুকে পড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ভারত মহাসাগরে মালদ্বীপের অবস্থান কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচলের রুটের কাছাকাছি দেশটিতে প্রভাব বাড়াতে ভারত ও চীনের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা রয়েছে।- রয়টার্স

H&M Production
Presents
TITLE SPONSOR
Shah GROUP
SHAH J. CHOUDHURY
DAIMOND SPONSOR
FAHAD SOLAIMAN
CEO
Fauma
MIZA NUR I NAZAH I TARIN JAHAN
ZEENAT HAKIM I AZIZUL HAKIM I RICHI I OLIKE
LAILA HASAN I KAMAL
একটি
ভালোবাসার সন্ধ্যা
সংগীত পরিবেশন করবেন
প্রতিক হাসান ও প্রিনিয়া হাসান
DRAMA & CULTURAL NIGHT
দুই দুগুনে চার
Script & Direction: Zeenat Hakim
DATE: MONDAY, OCTOBER 9TH, 2023
TIME: 7PM-11PM
TICKET $10
VENUE: QUEENS PALACE
37-11 57TH ST, WOODSIDE, NY 11377
উপস্থাপনায়
LIGHT AND SOUND BY SOUND GEAR
MUSIC BY SARGAM BAND
Giash Ahmed
Immigrant Elder Home Care LLC
Ph: 917-744-7308
SHAH NAWAZ MBA
Ph: 718-775-7852
PLATINUM SPONSORS
NURUL AZIM
516-451-3748
SYLHET MOTORS
RAHMAN MALIK
President at
SRM CONSULTING CORP
Premium Supermarket
SPONSORS
MAMA'S RESTAURANT
TEL: 347 448 6002
BORO BAZAR
37-03 73RD STREET
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
PH: (718) 440-9220
Blue Green Insurance Brokerage
NOOR
GRAPHIC DESIGN INC
DESIGN I COPY I PRINT
বাংলা ট্রাভেলস
MASWALA
মাছওয়ালা
টিকেট প্রাপ্তি স্থানঃ
জ্যাকসন হাইটসঃ খামার বাড়ী গ্রোসারী, প্রিমিয়াম সুইটস্
Amin Mack (347-393-8504)
ব্রঙ্কসঃ খলিল বিরিয়ানি।
MORE INFO: 347-393-8504
সহযোগিতায়:
কামরুজ্জামান বকুল
শাকিল মিয়া
মোল্লা সানি
জাহাঙ্গীর আলম জয়
ইঞ্জিঃ আব্দুস সোবহান

নির্বাচনকালীন গণমাধ্যম : আশঙ্কা ও ভিসানীতি

হারুন উর রশীদ স্বপন

নির্বাচনের সময় গণমাধ্যমের ভূমিকা দূর অতীতে কদাচিৎ প্রত্যাশিত মানের হলেও নিকট অতীত কার্যত হতাশা জাগানিয়া। বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করেন, আসন্ন নির্বাচনে পরিবর্তন আনতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসানীতি। তবে বিরুদ্ধমতও রয়েছে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের হিসেব অনুযায়ী, সরকারি বিজ্ঞাপন পায় এরকম জাতীয় এবং আঞ্চলিক দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা এখন ৫৭৬টি। সারা দেশে এমন সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক এবং ত্রৈমাসিক পত্রিকা আছে ১২৯টি। টেলিভিশন চ্যানেল সম্প্রচারে আছে ৩৯টি। আর তথ্য মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত অনলাইন নিউজ পোর্টাল মোট ১৮২টি।

১৭ কোটি মানুষের এই দেশে বাজার বিবেচনায় গণমাধ্যমের এই আকারকে অনেকেই প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মনে করেন। তারপরও নির্বাচনের আগে আরো কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে পারে বলে জানা গেছে। বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের আবেদনও প্রক্রিয়াধীন আছে। নির্বাচনের আগে তারা অনুমোদন পাবে কিনা তা অবশ্য নিশ্চিত নয়। এছাড়া অনেক অনলাইন নিউজ পোর্টাল আছে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায়।

কিন্তু গণমাধ্যম অনেক বিস্তার লাভ করলেও তারা গণতন্ত্র, ভোটাধিকার, সুষ্ঠু নির্বাচন, বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতায় কতটা ভূমিকা রাখছে?

মোটা দাগে স্বৈরশাসক এরশাদবিরোধী আন্দোলনে বাংলাদেশের গণমাধ্যমের ভূমিকা প্রশংসনীয়। তখন অবশ্য গণমাধ্যম এত বিস্তৃত ছিল না। অনলাইন তখনো আসেনি। আর টেলিভিশন বলতে একমাত্র বাংলাদেশ টেলিভিশন(বিটিভি)। সরকারের পক্ষে একপেশে প্রচারের কারণে তখন অবশ্য বিটিভিকে সাহেব-বিবি-গোলামের বাক্স বলা হতো। এখনো তার 'চরিত্রে বিশেষ কোনো পরিবর্তন আসেনি। ওয়ান ইলেভেনের সময় সংবাদমাধ্যম যেমন বিরাজনীতিকরণের ভূমিকায় সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবকধায়ক সরকারের হয়ে কাজ করেছে, আবার গণতন্ত্র ও নির্বাচনের জন্য ভূমিকা রাখা গনমাধ্যমও ছিল অনেক। এরপর থেকে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের বড় ধরনের বাঁক পরিবর্তনের কথা বলেন বিশ্লেষকরা।

জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এবং দৈনিক ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত বলেন, "এরশাদের পতনের আগে বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলো চারদিন বন্ধ ছিল। এটা এরশাদের পতনকে ত্বরান্বিত করে। জিয়াউর রহমানের সময় সাংবাদিক সম্পাদকরা গ্রেপ্তার হলেও তারা সত্য প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এখন গণমাধ্যমের প্যাটার্ন পরিবর্তন হয়ে গেছে।" তার কথা, "রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করছে আগামী নির্বাচনে সংবাদমাধ্যম গণতন্ত্র, সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যাপারে কতটা ভূমিকা রাখতে পারবে।"

বিশ্লেষকরা বলছেন ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের নির্বাচনের সময় গণমাধ্যমের ভূমিকা সুষ্ঠু ও অংশহণমূলক নির্বাচনের পক্ষে দৃশ্যত তেমন কার্যকর ছিল না। টেলিভিশন চ্যানেলগুলো অনেকটা বিটিভির মতো সরকারের প্রচারযন্ত্রে পরিণত হয়েছে। স্বাধীন সাংবাদিকতা সার্বিকভাবে চাপের মুখে আছে। জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি শওকত মাহমুদ মনে করেন,চ গত এক যুগ ধরে গণমাধ্যম চাপে আছে। সরকারে দিক থেকে বাধা আছে, আবার মালিক পক্ষের দিক ধেকেও বাধা আছে। মালিকরা তো পার্টিজান হয়ে গেছে। এখন সামনের ফ্রি-ফেয়ার নির্বাচনের জন্য মিডিয়ার যে ভূমিকা রাখা দরকার, তারা তা পারবে কিনা তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। ড. ইউনূসের বিপক্ষে যখন ৫০ জন সম্পাদক বিবৃতি দেয়, তখন বুঝতে হবে পরিস্থিতি কেমন।"

তার কথা, "মুক্ত সাংবাদিকতায় বাধা এরশাদের বা তার আগেও ছিল। কিন্তু তখন গণমাধ্যমের মুক্ত সাংবাদিকতার চেষ্টা ছিল। এখন চেষ্টাও নেই। এর সঙ্গে নানা আইন তো আছেই। সম্পাদকরা এখন রাজনীতিবিদ হয়ে গেছেন।" তবে মার্কিন

ভিসা নীতির কারণে কিছুটা ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে বলে তিনি মনে করেন। বাংলাদেশে গণমাধ্যম সংখ্যায় এবং আকারে বড় হলেও তাদের প্রো-পিপল ভূমিকা কমে গেছে বলে মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক খান। বেসরকারি টেলিভিশনগুলো সরকারি প্রচারযন্ত্রে পরিণত হয়েছে। আর দুই-একটি ব্যতিক্রম বাদে পত্রিকাগুলোও একই ভূমিকা রাখছে বলে তিনি মনে করেন। তার কথা, "সাংবাদিকরাও এখন আর ভালো প্রতিবেদন না করে কেউ কেউ যোগাযোগের মাধ্যমে অর্থ আয়কেই প্রাধান্য দিচ্ছেন। বেতনের সঙ্গে মিলিয়ে তাদের বিলাসী জীবন দেখলেই বোঝা যায় সাংবাদিকতা কোন দিকে গেছে।"

তিনি বলেন, "জিয়া থেকে এরশাদের সময় সাংবাদিকরা চেষ্টা করেছেন বাস্তব পরিস্থিতি তুলে ধরতে। কিন্তু এখন আর সেরকম হয় না। গত দুইটি নির্বাচন নিয়ে গণমাধ্যমের ভূমিকা সবল নয়। সামনের নির্বাচনেও এর পরিবর্তন হবে বলে আমার মনে হয় না।"

"মার্কিন ভিসা নীতিও গণমাধ্যমকে বদলাতে পারবে না। কারণ, যারা গণমাধ্যমকে এই অবস্থায় নিয়ে এসেছেন, তারা অ্যামেরিকায় যাবেন না। তাদের সেই প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না," বলেন এই অধ্যাপক।

বিশ্লেষকরা মনে করেন, ১৯৯৪ সালে বিএনপির শাসনামলে মাগুরার উপ-নির্বাচন, এরপর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য আওয়ামী লীগের আন্দোলন। ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়রির নির্বাচন এবং ২০০৬ রাষ্ট্রপতি সালে ইয়াজ উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। এই বিষয়গুলো নিয়ে বেসরকারি গণমাধ্যম সঠিক ভূমিকাই রেখেছিল। কিন্তু ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের নির্বাচন নিয়ে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা সেরকম নয়।

অধ্যাপক মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক খান মনে করেন, "কর্পোরেট মিডিয়ার এখন নানা স্বার্থ। আর সেটা সরকারের সঙ্গে যুক্ত। ফলে গণমাধ্যম এখন আর আগের ভূমিকায় নেই। সামনেও এর পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না।"

বাংলাদেশের সাংবাদিকরা এখন রাজনৈতিকভাবেও বিভক্ত। তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থক, নেতা। শ্যামল দত্ত বলেন, "রাজনৈতিক আদর্শ গণমাধ্যমের থাকতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও আছে। সেখানেও গণমাধ্যম এখন কর্পোরেটদের দখলে। কিন্তু তারপরও সংবাদ পরিবেশনে নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হয়।"

শওকত মাহমুদ বলেন, "রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকা এক জিনিস আর বস্তুনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ খবর পরিবেশন আরেক জিনিস। এটা আমরা আগে ফলো করেছি। রাজনীতির জায়াগায় রাজনীতি এবং সাংবাদিকতার জায়গায় সাংবাদিকতা রেখেছি। কিন্তু এখন একাকার হয়ে গেছে।"

বাংলাদেশে একসময় দলীয় সংবাদপত্র ছিল। বাংলার বাণী ও দিনকাল তার বড় উদাহরণ। কিন্তু এখন সেই অর্থে সরাসরি দলীয় মালিকানায় সংবাদমাধ্যম নেই। তারপরও কেন এই অবস্থা? আর্টিক্যাল নাইনটিনের দক্ষিণ এশিয়ার সাবেক প্রধান ফারুক ফয়সাল বলেন, "এখন ভিতর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। নিজেদের লোকদের সংবাদমাধ্যম, পত্রিকা, টেলিভিশনের লাইসেন্স দেয়া হয়। প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার জন্য আলাদা ব্যবসাও দেয়া হয়। দলের মালিকানায় সংবাদমাধ্যম থাকার চেয়ে সংবাদমাধ্যম নিয়ন্ত্রণে এই পদ্ধতি কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে এই সময়ে।"

এর বাইরেও আছে সরকারি বিজ্ঞাপনের ভাগ বাটোয়ারার বিষয়। আছে নানা কৌশলে চাপ। ফারুক ফয়সাল বলেন,চএরসঙ্গে এখন সম্পাদকরা সুবিধা নেয়ার চিন্তায় থাকেন। জিয়া এরশাদের আমলে এরকম সুবিধাদী অনেক কম ছিল। ফলে সাংবাদিকদের মধ্যে চেষ্টা ছিল স্বাধীন সাংবাকিতার। এখন সেটাও নেই।"

"আমি সামনে ভালো কিছু দেখছি না। নির্বাচন নিয়ে আমার সংশয় আছে। মার্কিন ভিসানীতিতে সাংবাদিকদের কেউ কেউ ভয় পেতে পারেন। কিন্তু সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য গণমাধ্যম তেমন কাজ করবে বলে মনে হয় না।"-হারুন উর রশীদ স্বপন, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে, ঢাকা

তরুণেরা কি সব দেশ ছেড়ে চলে যাবেন

নিশাত সুলতানা

খুব বেশি দিন আগের কথা নয়, মাত্র বছর দশেক আগে আমি আমার বর্তমান আবাসনে স্থায়ী হই। সেই সময় হাউজিংয়ে বসবাসকারী শিশু-কিশোরের সংখ্যা নেহাত কম ছিল না। ওদের নিয়ে অনায়াসে একটি ক্রিকেট কিংবা ফুটবল দল গঠন করা যেত। বাড়ির পাশে থাকা একচিলতে জমিতে প্রতিদিন দুপুর থেকে শুরু হতো ওদের কোলাহল। ওরা ক্রিকেট খেলত, ফুটবল খেলত, সাইকেল চালাত।

বিকেল গড়িয়ে ওদের খেলা চলত সন্ধ্যা পর্যন্ত। শীতের রাতে সেখানেই অনেক রাত পর্যন্ত ব্যাডমিন্টন খেলা চলত। আজ ১০ বছরের মাথায় সব কেমন বদলে গেছে। সেদিনের সেই খুদে খেলোয়াড় প্রায় সবাই বড় হয়ে গেছে। একে একে তাঁদের অনেকেই উচ্চশিক্ষার্থে পাড়ি জমিয়েছেন ইউরোপ-আমেরিকার নানা দেশে। তাঁরা আর কখনো দেশে ফিরে আসবেন বলে মনে হয় না। যাঁরা বাকি আছেন, তাঁরাও অনেকটাই অপেক্ষা করছেন বিমানের ফ্লাইট ধরার।

কয়েক বছর পর এই হাউজিংয়ে তরুণ বয়সী একজন সদস্যও খুঁজে পাওয়া যাবে না হয়তো। এরপর ফিরে তাকালাম আমার নিজের বর্ধিত পরিবারের সন্তানগুলোর দিকে। সেখানেও তারা প্রায় অনুপস্থিত। বন্ধুবান্ধব আর পরিচিত অনেকেই দেশের বাইরে স্থায়ী হয়েছেন। যাঁরা অবশিষ্ট আছেন, তাঁরা নিজেদের নিয়ে স্বপ্ন না দেখলেও সন্তানদের দেশের বাইরে পাঠানোর জোরদার বন্দোবস্ত করছেন। ভাবছিলাম, বার্ধক্যে আমাদের অবলম্বন হবে কারা? কাদের হাতে আমরা রেখে যাব আমাদের অসমাপ্ত স্বপ্নগুলো? ওদিকে বাসায় সাহায্যকারী তরুণ বয়সী মেয়েটির স্বামী সম্প্রতি মালয়েশিয়ায় চলে গেছেন ভাগ্যান্বেষণে। সৌদি আরবে গিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে স্থায়ীভাবে থাকার স্বপ্ন দেখছেন তরুণ ড্রাইভারটিও।

দেশের বাইরে স্থায়ী হওয়ার স্বপ্নটি একসময় উচ্চবিত্ত আর উচ্চমধ্যবিত্তের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত ছিল। তবে এখন স্বপ্নটি আর শুধু এই শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; বরং তা মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মধে। নিজেরা না হলেও সন্তানদের বাইরে স্থায়ী করতে সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করছেন তাঁরা। তরুণদের মধ্যে কেউবা তাঁদের মেধা, যোগ্যতা আর অর্থনৈতিক সক্ষমতা অনুযায়ী বিশ্বের নামীদামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পা বাড়াচ্ছেন। আর কেউবা দরিদ্র মা-বাবার শেষ সম্বলটুকু বিক্রি করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নৌকায় ভূমধ্যসাগর পার হচ্ছেন, বিস্তীর্ণ মরুভূমি কিংবা জঙ্গল পাড়ি দিয়ে দেশের বাইরে যাচ্ছেন শুধু রুটিরুজির নিশ্চয়তাটুকু পেতে। আমার প্রায়ই মনে হয়, বাংলাদেশ তারুণ্যশূন্যতার দিকে এগোচ্ছে। তরুণেরা যে

যেভাবে পারছেন দেশ ত্যাগ করছেন। মনে পড়ে, বছরখানেক আগে কোনো এক জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় কথা হচ্ছিল এক তরুণ বিতার্কিকের সঙ্গে। তুখোড় ওই বিতার্কিকের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে। তরুণ জানান, 'হয় বিসিএস কর্মকর্তা হব, নয়তো দেশ ছাড়ব।' 'দেশের বাইরে স্থায়ী হতে চান কেন?' এই প্রশ্নের উত্তরে তরুণ স্পষ্টভাবে জানান, বিসিএস চাকরি ছাড়া এই দেশে সে তাঁর জন্য অন্য কোনো ভবিষ্যৎ দেখতে পান না।

২০১৮ সালে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম তরুণদের নিয়ে এক জরিপ প্রকাশ করে। সেখানে দেখা যায়, ভালো জীবনযাপন ও পেশার উন্নতির জন্য বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার ৮২ শতাংশ তরুণ নিজের দেশ ছেড়ে চলে যেতে চান। এসব তরুণ মনে করেন না যে নিজের দেশে তাঁদের ভবিষ্যৎ আছে। জরিপের ফলাফলটি ছিল প্রথম আলোর উদ্যোগে ওআরজি-কোয়েস্ট ২০১৯ সালের মার্চ মাসে সারা বাংলাদেশে তরুণদের ওপর যে জরিপ পরিচালনা করে, তার সঙ্গে যথেষ্ট সংগতিপূর্ণ। প্রথম আলোর ওই জরিপেও দেখা গেছে যে বাংলাদেশের ৮২ শতাংশ তরুণ উদ্বিগ্ন তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। ভবিষ্যৎ কর্মজীবন নিয়ে তাঁরা নানা ধরনের অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। দুটি জরিপ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল পরিষ্কারভাবেই জানান দেয় যে আমাদের তরুণেরা ভালো নেই এ দেশে।

প্রশ্ন হলো, উন্নয়নের 'রোল মডেল' খেতাব পাওয়া একটি দেশের তরুণ প্রজন্ম কেন বৈধ-অবৈধ যেনতেন উপায়ে দেশ ত্যাগ করছে? সে কি কেবলই উন্নত জীবনের মোহে, নাকি দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি তাঁদের বাধ্য করছে এ রকম সিদ্ধান্ত নিতে! ভয়াবহ সব অভিজ্ঞতা জানার পরও কেন বাংলাদেশি তরুণেরা এভাবে জীবনকে হাতের মুঠোয় নিয়ে বিদেশের পথে পা বাড়াচ্ছেন? এই হিসাবগুলো মেলানো আজ খুব জরুরি।

বাস্তবতা হচ্ছে, আমরা তরুণদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে ব্যর্থ হচ্ছি। আবার যতটুকু দক্ষতা আছে, সে অনুযায়ী তাঁদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে পারিনি আমরা। লাখ লাখ উচ্চশিক্ষিত বেকার যুবক কাজের আশায় পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বিসিএস চাকরি আর হাতে গোনা দুএকটি পেশা ছাড়া আমরা সামগ্রিকভাবে শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছি। এ ছাড়া চোখের সামনে লুটপাট, দুর্নীতি, সুবিধাবাদী আদর্শের অনুসারী রাজনীতির চর্চা, সামাজিক অবক্ষয়, ট্রাফিকে আটকা স্থবির নগরজীবন, নারী নির্যাতনসহ নানা অরাজকতা, আইনের শাসনের অভাব এই বাস্তবতাগুলো তরুণ মনকে বিষিয়ে দিচ্ছে।

বিদেশে স্থায়ী হওয়ার স্বপ্নে বিভোর এই তরুণদের আটকানো না গেলে অচিরেই নেতৃত্বশূন্যতায় পড়বে দেশ। নেতৃত্বদানকারী মেধাবী তরুণ আর শ্রমজীবী তরুণদুএই দুই ধরনের তারুণ্যের শূন্যতা দেশকে এক নিদারুণ পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে। আমরা তরুণদের উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখাতে আর তাদের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছি। তাই দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য ও তারুণ্যের শূন্যতাই হয়তো হতে যাচ্ছে আমাদের আগামী। শুধু সন্তানদের দেশের বাইরে ভালো রেখে আমাদের সব দিক রক্ষা হবে তো? আমরা পারব তো ভালো থাকতে?

নিশাত সুলতানা লেখক ও উন্নয়নকর্মী।

ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

SHOW TIME MUSIC
Presents
ন্যান্সি
লাইভ
ইন কনসার্ট
NANCY
LIVE
in Concert
Ticket
General Admission $30
$50, VIP $100
For More Infor:
646-546-6023
Sunday, October 8
The Mary Louis Academy
176-21 Wexford Ter, Queens, NY 11432.
টিকেট প্রাপ্তি স্থান:
ব্রুকলিন: মোবাইল সিটি
জ্যাকসন হাইটস: খামার বাড়ী গ্রোসারী, টেন্ডি শাড়ি ইউএসএ
ব্রঙ্কস: খলিল বিরিয়ানী হাউজ
জ্যামাইকা: বোম্বে ভিডিও এন্ড ট্রাভেলস,স্মার্ট ক্যাফে

গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশের মানুষ কী ভাবছে?

মোবাশ্বের হাসান

বাংলাদেশের দোরগোড়ায় জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও রাজপথের বিরোধীদল উভয়েই মনে করে নির্বাচনে তাদের পূর্ণ জনসমর্থন রয়েছে। সুষ্ঠু নির্বাচন হলে তারাই দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পাবে। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের অভাবে এখন এটা বোঝা কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে, জনগণ আসলে কোন দলকে সমর্থন করছে। বাকস্বাধীনতা, ভিন্নমত এবং সমালোচনার ওপর সরকারের নানা পদক্ষেপে জনগণের কী ভাবনা- তা বোঝা বেশ কঠিন। বাংলাদেশে সর্বশেষ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে ২০০৮ সালে যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছিল।

২০১৪ ও ২০১৮ সালে আওয়ামী লীগের আমলে অনুষ্ঠিত দুই নির্বাচন নানা বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। তখন সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক ভোট কারচুপির অভিযোগ ওঠে। কিন্তু এখন বাংলাদেশিরা দেশের গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও নির্বাচন নিয়ে কী ভাবছে? ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিক ইনস্টিটিউট (আইআরআই) এবং ওপেন সোসাইটি ব্যারোমিটার (ওএসবি) এর সাম্প্রতিক জরিপ এ প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে কিছুটা সাহায্য করবে। আইআরআইর সমীক্ষায় জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৫ হাজার। তাদের বয়স ১৮ বছর বা তার বেশি। বাংলাদেশের ৬৪ জেলা এবং ৮ বিভাগ থেকে মানুষরা এ সমীক্ষায় অংশ নিয়েছে। ১ মার্চ থেকে ৬ এপ্রিলের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় এ সমীক্ষা। প্রতিষ্ঠানটি বিভাগীয় পর্যায়ে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি) -এর আয়োজনও করে। অন্যদিকে আরেক গবেষণ প্রতিষ্ঠান ওএসবি বাংলাদেশসহ ৩০টি দেশের প্রত্যেকটিতে এক হাজার পরিণত বয়সের মানুষের মতামত নিয়েছে। যদিও আইআরআই মতামতবিষয়ক জরিপে দেখা গেছে, জরিপে অংশ নেওয়া মানুষের ৫০ শতাংশ বিশ্বাস করে- গণতন্ত্রের অবস্থা হয় ভালো অথবা খুব ভালো অবস্থায় রয়েছে। তবে এর ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন পর্যায়ের জরিপ ভিন্ন চিত্র প্রকাশ করে। আইআরআইয়ের গবেষকদের অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছে, বাংলাদেশে গণতন্ত্র 'নড়বড়ে' অবস্থায় আছে। তারা বিশ্বাস করেন, বাংলাদেশের প্রধান গণতান্ত্রিক ঘাটতির মধ্যে রয়েছে বাক ও সমাবেশের স্বাধীনতা। এ ছাড়া আরও রয়েছে- ভোট কারচুপি, বিরোধী মত দমন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অপব্যবহার। দলীয় গণতন্ত্রের অভাবের মতো ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হারানোও আলোচনায় উঠে এসেছে। এক নারী আইআরআইকে জানিয়েছেন, 'যদি আমি রাজনৈতিক বিষয়ে কিছু বলি, তাহলে এর জন্য আমাকে প্রাণনাশের ভয়ে থাকতে হবে।' ওবিএসের জরিপে অংশ নেওয়া দেশগুলোর জনগণের চেয়ে বাংলাদেশিরা খানিকটা ভিন্নমতাদর্শী। কারণ, বাংলাদেশিদের মধ্যে রাজনৈতিক অধিকারের পক্ষে রয়েছেন ৩৬ শতাংশ মানুষ এবং অন্যদিকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের পক্ষে রয়েছে ২৮ শতাংশ মানুষ। নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে রয়েছে ব্যক্তির নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারকে সম্মান দেখানো এবং অন্যান্য সবার সঙ্গে নির্দিষ্ট ব্যক্তির অধিকারকেও সম্মান করা।

যদিও বাংলাদেশের কিছু বিশ্লেষক মানবাধিকারের বিষয়টিকে এড়িয়ে যান। তারা, কূটকৌশলকে বাংলাদেশি মানুষের জীবনের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন। বাংলাদেশের মানুষের আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ভূরাজনীতি থেকে শুরু করে মানবাধিকারের প্রতি চরম আগ্রহ রয়েছে যা নীতিনির্ধারকদের আমলে নেওয়া উচিত।

ওএসবির জরিপ অনুযায়ী ৮২ শতাংশ মানুষ এটা জানিয়েছে মানবাধিকার তাদের বিশ্বাস ও আস্থাকে প্রতিফলিত করে। ৭৯ শতাংশ মানুষ মানবাধিকারের লঙ্ঘন নিয়ে সরকারের দায়বদ্ধতা চায়। সম্ভবত সে কারণেই র‍্যাব কর্মকর্তাদের ওপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা বাংলাদেশের অধিকারকর্মী, সাংবাদিক এবং বিরোধীদের কাছ থেকে জোরাল সমর্থন পেয়েছে।

নির্বাচন নিয়ে আইআরআইর জরিপে অংশ নেওয়া বাংলাদেশিদের ৯২ শতাংশ ব্যালট বাক্সের রাজনীতিতে বিপুল আগ্রহের কথা জানিয়েছেন। তারা এটিও জানিয়েছেন, তারা আগামী নির্বাচনে ভোট দিতে চান। যদিও তাদের অনেকেরই ভোট নিয়ে কারচুপির বিষয়ে বিশেষ উদ্বেগ রয়েছে। এদিকে বর্তমান সরকারের সমালোচকরা এ সমস্যাগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার অভিযোগও তুলেছেন। জরিপকৃতদের ৮৭ শতাংশ বলেছেন, আওয়ামী লীগের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে মতামত নেওয়া উচিত। এ ছাড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের অন্তর্ভুক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন তারা।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন বা নির্দলীয় নির্বাচন প্রশাসনের প্রতি জনগণের সমর্থনের বিষয়টি আইআরআইর জরিপে উঠে এসেছে। খুব কম লোকই মনে করেন, এ বিষয়গুলো ছাড়া ২০২৪ সালের নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হবে। তবে এখন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকার এ ধরনের দাবি প্রত্যাখ্যান করে আসছে এবং এ বিষয়ে অটল রয়েছে।

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক অস্থিরতার পেছনে ভূমিকা রাখতে পারে কোনটি? আইআরআই এবং ওএসবি উভয়ের জরিপ অনুযায়ী উত্তর হলো, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং জীবনযাত্রার নিম্নমান। ৫১ শতাংশ অংশগ্রহণকারী ঊর্ধ্বমূল্যের কথা বলেছেন। ওএসবির জরিপে ৫২ শতাংশ অংশগ্রহণকারী জানিয়েছেন, 'গত বছর থেকে তাদের পরিবারের জন্য খাবার জোগাড় করা কষ্টসাধ্য' হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, চলতি বছরের শুরুর দিকে দৈনিক প্রথম আলোর সাংবাদিক শামসুজ্জামান শামসকে জীবনযাত্রার সংকট নিয়ে এক দিনমজুরের মন্তব্য প্রকাশের অভিযোগে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে কারাগারে পাঠানো হয়। ওই দিনমজুর বলেছিলেন, 'ভাত না দিতে পারলে স্বাধীনতা দিয়ে কী লাভ'। আওয়ামী লীগ সরকার শামসের বিরুদ্ধে 'ভুল তথ্য প্রচারের মাধ্যমে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন এবং বাংলাদেশের অর্জন নিয়ে প্রশ্ন তোলার' অভিযোগ করে।

রাজনৈতিক দল, আওয়ামী লীগ সরকার, বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী এবং নীতিনির্ধারকদের এই দুটি জরিপের ফলাফলের প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত। এ জরিপগুলোতে ত্রুটি থাকতে পারে, তবে মানুষের মনে কী চলছে তা জানার জন্য এগুলো দরকারি। মোবাশ্বের হাসান : সিডনিভিত্তিক স্কলার এবং দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক ভূ-রাজনীতির বিশ্লেষক।

দ্য ডিপ্লোম্যাটের সৌজন্যে

হঠাৎ কেন ৩৫ হাজার কোটি টাকা খরচ করছে বাংলাদেশ?

জিয়া হাসান

উড়োজাহাজ নয় যেন উড়ন্ত সাদা হাতি:

ফরাসি প্রেসিডেন্টের সফরের সময় উড়োজাহাজ ক্রয় চুক্তিতে সাক্ষর করেছে বাংলাদেশ। হাসিনা-ম্যাখোঁ যে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন তা বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজন ছিল না, এমনকি এর ব্যয়ভার বহন করার সক্ষমতা এ মুহূর্তে বাংলাদেশের নেই। বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, আগামী নির্বাচনের আগে ফ্রান্সকে খুশি করতেই এই উড়োজাহাজ ক্রয় চুক্তি স্বাক্ষর করেছে সরকার।

গত ১০-১১ সেপ্টেম্বর ইমানুয়েল ম্যাখোঁর বাংলাদেশ সফরকে খুব গুরুত্বের সঙ্গে প্রচার করা হয়েছে। তার হাসি, হ্যান্ডশেক এবং সাংস্কৃতিক অবগাহনকে ফুটিয়ে তোলার জন্য সেগুলোকে সতর্কতার সঙ্গে কোরিওগ্রাফি করা হয়েছিল। আর এসব কিছুর পিছনে ছিল একটি গভীর অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক এজেন্ডা। সেই এজেন্ডায় প্রকৃতপক্ষে কারা উপকৃত হবেন, তা যাচাই করার দাবি রাখে।

দুই দিনের বাংলাদেশ সফরের সময় ম্যাখোঁ একজন সম্মানিত পরিদর্শনকারী ব্যক্তিত্বের ভূমিকা পালন করেন। তিনি দাঁড়িয়ে লোকসংগীত শুনেছেন, পুরান ঢাকার রাস্তায় রিকশায় চড়েছেন এবং নানা ব্যঞ্জনের বাংলা খাবারের স্বাদ নিয়েছেন। এতকিছুর পরেও ম্যাখোঁ তার মোহনীয় ঐতিহাসিক সফরকে সম্পূর্ণরূপে ছদ্মবেশে ঢাকতে পারেননি। তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিমান সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের কাছে ৩৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যে ১০টি এয়ারবাস উড়োজাহাজ বিক্রির চুক্তি করেছেন। এই উড়োজাহাজ ক্রয় বাংলাদেশের জন্য সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় এবং বাংলাদেশকে বছরের পর বছর এর ভার বহন করতে হবে।

চীনের প্রভাববলয়ে থাকা অঞ্চলগুলোতে 'তৃতীয় পথ' খুঁজছে পশ্চিমা অনেক দেশ। আর এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ম্যাখোঁ তার সফর সাজিয়েছেন। বাংলাদেশে তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতায় আঁকড়ে থাকার জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দুর্বলতাকে পুঁজি করা। অনেকেই বিশ্বাস করেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় থাকা নিশ্চিত করতে নির্বাচনে কারচুপির আশ্রয় নিতে পারে। আর এই পরিস্থিতিকে পুঁজি করে, ম্যাখোঁ বাংলাদেশে নির্বাচনের আগে ফরাসি বিমানশিল্পের পক্ষে একটি লাভজনক চুক্তি স্বাক্ষর করাতে সক্ষম হন।

বাংলাদেশ-ফ্রান্স এমন একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন যার বোঝা বহন করার সক্ষমতা বাংলাদেশের নেই। বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন নানামুখী সংকট মোকাবিলা করছে। রিজার্ভ সংকট, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, খেলাপি ঋণের বৃদ্ধি, সরকারের বিপুল ঋণ ইত্যাদি সমস্যার মধ্যে আলোচ্য চুক্তি বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিকর। এ চুক্তিটি এমন এক সময়ে স্বাক্ষরিত হলো যখন বাংলাদেশের আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে কঠোর অবস্থানে যুক্তরাষ্ট্র।

একটি স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন করতে এবং নির্বাচনে জোরপূর্বক প্রভাব বিস্তার ঠেকাতে বাংলাদেশের জন্য স্বতন্ত্র ভিসানীতি ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের এই অবস্থানের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ফ্রান্সের সঙ্গে উড়োজাহাজ ক্রয় চুক্তি করেছে বাংলাদেশ সরকার। এটি ইউরোপের সমর্থন আদায়ে সরকারের প্রাথমিক উদ্দেশ্য বলে মনে হচ্ছে।

মাত্র পাঁচ ঘণ্টা । যদিও ওয়াইড-বডি বোয়িং উড়োজাহাজগুলো দৈনিক ১৩-১৬ ঘণ্টা কাজ করতে পারে, তবে ২০১৩ সালের জুনে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের এই ধরনের বিমান গড়ে প্রতিদিন ১০-১৩ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল।

মূলত পাইলটের ঘাটতি এবং সময়সূচি সংক্রান্ত সমস্যার কারণেই এই অপচয় হয়েছে। গত এক দশকে বাংলাদেশ বিমান তার বহরকে দ্বিগুণ করেছে। বর্তমানে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের কাছে রয়েছে ২১টি বিমান। ২০০০ সালে যেখানে ২৮টি আন্তর্জাতিক রুটে বিমান বাংলাদেশের ফ্লাইট যাতায়াত করত সেখানে বর্তমানে তা নেমে দাঁড়িয়েছে ২১টিতে। লাভজনকতাও হারিয়েছে তারা। আর এই সংকট তৈরি হয়েছে অপারেশনাল ঘাটতির কারণে। এই সংকটের মধ্যেও বিমান বাংলাদেশের নতুন বিমান কেনার সিদ্ধান্তের অন্তর্নিহিত ব্যবসায়িক যুক্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিশেষজ্ঞরা। দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক মুদ্রা সংকটের কারণে রাজস্ব ফেরত দিতে না পারায় সম্প্রতি বাংলাদেশে রুট স্থগিত করেছে অনেক আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন্স। এতে বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্সের বিমানের ব্যবহার বেড়েছে। তবুও বাংলাদেশ বিমান একটি লোকসানি প্রতিষ্ঠান হিসেবে রয়ে গেছে।

২০২১ এবং ২০২২ সালে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স প্রায় ৪১ মিলিয়ন ডলার এবং ৫৪ মিলিয়ন ডলার মুনাফা অর্জনের দাবি করেছে। অথচ ২০২২ সালের নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ সিভিল এভিয়েশন অথরিটি এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন পদ্মা অয়েলের কাছে বিমানের প্রায় ১ বিলিয়ন ডলারের বিল বকেয়া রয়েছে, যার কোনো হিসাব সেখানে ছিল না। এই অপরিশোধিত বিলগুলো হিসাব করলে বিমান বাংলাদেশ লাভের পরিবর্তে ব্যাপক লোকসানে রয়েছে।

তৃতীয়ত, বিশেষজ্ঞরা প্রশ্ন তুলেছেন এয়ারবাস কেনার সিদ্ধান্ত নিয়ে। কারণ বাংলাদেশের বহরে থাকা বেশিরভাগ বিমানই বোয়িং কোম্পানির। নতুন আরেকটি কোম্পানির বিমান চালানোর মতো যথেষ্ট প্রশিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ পাইলট বাংলাদেশের নেই। প্রশিক্ষিত রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীর অভাব রয়েছে। পাইলট এবং কেবিন ক্রুদের জন্য নতুন টাইপ-রেটিং সার্টিফিকেশন প্রয়োজন হবে, যা অনেক ব্যয়বহুল। সবচেয়ে হাস্যকর বিষয় হলো, এয়ারবাস থেকে দুটি ডেডিকেটেড কার্গো বিমান কেনার সিদ্ধান্ত। এয়ার অপারেটর সার্টিফিকেট (এওসি) অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২২ সালে বিমান বাংলাদেশের ৪,৯৮,০০০ টন কার্গো পরিবহনের ক্ষমতা ছিল। যেখানে পরিবহন করা হয়েছে মাত্র ২৮,০০০ টন পণ্য, যা মোট ক্ষমতার মাত্র ৬ শতাংশ। ডেডিকেটেড পণ্যবাহী উড়োজাহাজ কেন অপচয় সে বিষয়ে বাংলাদেশের ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি স্টারে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে বিশেষজ্ঞরা তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন।

প্রথমত, বাংলাদেশে এয়ার কার্গোর চাহিদা অনেকটা মৌসুমী। বছরে মাত্র ৫-৬ মাস এয়ার কার্গোর চাহিদা থাকে। সুতরাং, অফ-সিজনে উড়োজাহাজগুলো অলস বসে থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, ৫-৬ মাস বাংলাদেশ বা এশিয়া থেকে ইউরোপ/উত্তর আমেরিকা অভিমুখে পণ্য যাবে, কিন্তু আসার সময় তাদের ফিরতে হবে খালি। সুতরাং এটা কোনোভাবেই লাভজনক হবে না। ২০২৩ সালের প্রথম ৯ মাসে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশি মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটেছে, ডলার সংকটে জ্বালানি, সার এবং মৌলিক পণ্য আমদানি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ অবস্থায়ও অপ্রয়োজনীয় বিমান ক্রয় দেশের জন্য ক্ষতিকর একটি সিদ্ধান্ত। সুতরাং ১০টি এয়ারবাস কেনার সিদ্ধান্ত কোনো প্রকার বাণিজ্যিক প্রয়োজনের পরিবর্তে রাজনৈতিক সুবিধার দ্বারাই অনুপ্রাণিত *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462 Tel: 718-409-3940, 646-427-4867

রাধাপদ রায় সময়ের দুঃসহ স্মারক

দেবব্রত চক্রবর্তী বিষ্ণু

‘সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই’ চণ্ডীদাসের এই চিরন্তন বাক্যটির পাশাপাশি লোকজাগরণের কিংবদন্তি লালন সাঁই বলেছেন, ‘অনন্তরূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই/শুনি মানবের উত্তম কিছুই নাই/দেব-দেবতাগণ করে আরাধন/জন্ম নিতে মানবে।’ পুনর্জন্মে অবিশ্বাসী লালন সাঁই আরও আকুতি জানিয়েছেন, ‘কত ভাগ্যের ফলে না জানি/মন রে পেয়েছ এই মানবতরণী/বেয়ে যাও ত্বরায় সুধারায়/যেন ভারা না ডোবে।’ লালন ইহজাগতিকতার হাতছানিতে সাড়া না দিয়ে পারেননি। লালনেরই সৃষ্টি, ‘এমন মানব জনম আর কি হবে/মন যা করো ত্বরায় করো এই ভবে।’ সেই লালনকে তো সমাজের দহন কম স্পর্শ করেনি। দহনে দগ্ধ হচ্ছেন আজও অনেক মুক্তমনা। রাধাপদ রায় তাদেরই একজন। বলবানদের বর্বরতার শিকার রাধাপদ রায় সময়ের দুঃসহ স্মারক।

কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলার ভিতরবন্দ ইউনিয়নের গোদ্দারের পাড় গ্রামের বাসিন্দা স্বভাব কিংবা চারণকবি বলে খ্যাত অশীতিপর রাধাপদ রায় মানুষ নামধারী পশুদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার মর্মস্পর্শী খবর সংবাদ ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে সচেতন অনেকেরই এখন আর অজানা নয়। ৪ অক্টোবর প্রতিদিনের বাংলাদেশ-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চিকিৎসকরা বলেছেন তার অবস্থা ভালো নয়। রাধাপদের শরীরে সৃষ্ট ক্ষত এতটাই বিস্তৃত ও গভীর যে তার উন্নত চিকিৎসা প্রয়োজন। কিন্তু তার আর্থিক সঙ্গতি নেই উন্নত চিকিৎসার। যখন এ লেখাটি লিখছি, তখন রাধাপদের ওপর হামলার দায়ে পুলিশ কর্তৃক মামলার প্রধান আসামীকে গ্রেফতারের খবর মিলে। হামলাকারীদের পরিচয় সংবাদমাধ্যমে আরও দুই দিন আগেই উঠে এসেছিল।

নাগেশ্বরী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রতিদিনের বাংলাদেশকে জানান, ‘এ ঘটনায় তিনজনকে আটক করা হয়েছিল, তবে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।’ প্রশ্ন হচ্ছে, এমন একটি গুরুতর ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে কাউকে আটক করে শুধু জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত? তা ছাড়া আক্রান্তের পরিবারের সদস্য ও সমাজসচেতনদের বক্তব্য আর নাগেশ্বরী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বক্তব্য এবং সংবাদমাধ্যমে উঠে আসা সর্বশেষ তথ্যের মধ্যে যে অসামঞ্জস্যতা রয়েছে এর ব্যাখ্যা ওই পুলিশ কর্মকর্তা কী দেবেন জানি না। স্থানীয় সূত্রের বরাত দিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, হামলাকারী রফিকুল ইসলাম ও কদুর আলী গংরা ভিতরবন্দ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শফিউল আলম শফির মদদপুষ্ট। তা তো হবেই। আমাদের অভিজ্ঞতায় এটুকু স্পষ্ট, সমাজবিরোধী অপশক্তির হোতারা ক্ষমতাবানদের ছত্রছায়াতেই থাকে এবং তাদের ওপর বলবানদের আশীর্বাদও অবিরত বর্ষিত হয়। আমাদের অভিজ্ঞতায় তো এও আছে, এই বলবানদের আশীর্বাদেই নানা ক্ষেত্রে দুষ্কর্মকারীরা পার পেয়ে যায় এবং আশংকার বাইরে রাখার অবকাশ থাকে না যে, রাধাপদের ওপর হামলাকারীরাও হয়তো পার পেয়ে যাবে।

হয়তো অনেকেরই স্মরণে আছে, কয়েক মাস আগে নরসিংদীর বেলাবোয় ‘পুলকিত আশ্রম’ নামে লালনের আখড়ায় সমবেত বাউল শিল্পী ও সাধুসঙ্গের ওপর কীভাবে দুর্বৃত্তরা হামলে পড়েছিল। ইতঃপূর্বে বগুড়ায় কিশোর বাউলের চুল কেটে ন্যাড়া করার ঘটনাটিও হয়তো অনেকেই বিস্মৃত হননি। রাজবাড়ীতে একসঙ্গে ২৮ বাউলের চুল-দাড়ি-গোঁফ কেটে দেওয়ার ঘটনাও দূর অতীতের নয়। রাধাপদ রায় গান গেয়ে বেড়ান এবং সমাজের অন্ধকার দূর করায় তৃণমূল পর্যায়ে একজন নিবেদিত কর্মী। অশীতিপর রাধাপদ, বাউল শিল্পী কিংবা আমাদের সংস্কৃতিকর্মীরা একটি বিশেষ

মহলের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছেন। সংস্কৃতি ছোবলাক্রান্ত হচ্ছে। এর প্রেক্ষাপট সচেতন মানুষমাত্রেরই জানা। অন্ধকারের কীটরা বরাবরই আলোকে ভয় পায়। তারা আলো নিভিয়ে দিতে চায়।

আমাদের অভিজ্ঞতায় মর্মস্পর্শী নজির হয়ে আছে উগ্রবাদী-প্রতিক্রিয়াশীলরা কীভাবে মুক্তমনা এবং সময়ের সাহসী যোদ্ধা অভিজিৎ রায়, ফয়সল আরেফিন দীপনসহ আরও অনেককেই পৈশাচিক ছোবল বসিয়ে জীবন কেড়ে নিয়েছে। ঘটনা কিংবা প্রেক্ষাপট ভিন্ন হতে পারে কিন্তু অপশক্তির মূল লক্ষ্য একটিই এবং তা হলো– প্রগতিশীলদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। আমাদের সংবিধান দেশের সব নাগরিকের অবাধে নিজস্ব ধর্মপালনের অধিকার যেমন দিয়েছে, তেমনি প্রত্যেকের নিজের মতো করে জীবনযাপনের অধিকারের স্বীকৃতিও দিয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, অন্ধকারের কীটরা এ সবই একদিকে পদদলিত করে চলেছে, অন্যদিকে সংবিধানের ধারাগুলো প্রতিপালনের দায়দায়িত্ব যাদের, তারা তাদের দায়িত্ব পালনে এবং নাগরিক অধিকার সুরক্ষায় ৫২ বছরের রক্তস্নাত বাংলাদেশে অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থতার নজির সৃষ্টি করেছেন। রাধাপদ রায়ের ঘটনাটি এ থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চার নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করার পাশাপাশি সংবিধানপ্রদত্ত নাগরিক অধিকার সুরক্ষার নিশ্চয়তা চাই। সরকার কিংবা প্রশাসনের দায়িত্বশীলদের এক্ষেত্রে ব্যর্থতার ব্যাখ্যাও চাই সুস্পষ্টভাবে। অপরাধীদের চারণভূমি হয়ে উঠবে সমাজ আর দায়িত্বশীলদের কিছুই করার থাকবে না, তা তো হতে পারে না। বহু মত ও পথের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে যে টেকসই সমাজ, সেই সমাজ গঠনের অন্তরায় অপশক্তির সমূলে উৎপাটন করার দায়ের বিষয়টিও যেন দায়িত্বশীলরা ভুলে না যান। তবে এও সত্য, নাগরিকদের অধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে শুধু প্রশাসনিক তৎপরতাই যথেষ্ট নয়; একই সঙ্গে প্রয়োজন রাজনৈতিক ও সামাজিক সব শক্তির যূথবদ্ধ সক্রিয়তা। এই সক্রিয়তা শুধু জাতীয় সংহতি কিংবা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার প্রয়োজনেই নয়, নাগরিক অধিকারের অন্যতম মুখ্য বিষয় হিসেবেও সর্বাগ্রে আমলে রেখে দায়িত্বশীলদের ন্যায়সঙ্গত ভূমিকা পালন করতে হবে। একজন নাগরিক তার অধিকারের সুরক্ষাবলয়ের বাইরে কোনোভাবেই থাকতে পারেন না এবং তিনি তার সাংস্কৃতিক কিংবা ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে আক্রান্ত হবেন তাও কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। সংখ্যালঘু কিংবা সংখ্যাগুরু প্রশ্ন এক্ষেত্রে অবান্তর, বরং প্রশ্ন হলো রাষ্ট্রের সব নাগরিকের সমান অধিকারের।

শিল্পীদের শিল্পচর্চা কিংবা সংস্কৃতিকর্মীদের কর্মকাণ্ড বা মত প্রকাশের অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অবশ্যই রাষ্ট্রকে অঙ্গীকার অনুযায়ী ভূমিকা পালন করতে হবে। রাধাপদ রায়ের অধিকার ক্ষুণ্নের এবং তার ওপর নির্যাতনের ন্যায়বিচার চাই। পুলিশ প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট কোনো পক্ষেরই এসব ব্যাপারে অজুহাত দাঁড় করানোর অবকাশ নেই। বলবান কিংবা দুর্বৃত্তদের শক্তির জোরে কিংবা নখরাঘাতে সমাজে ক্ষত সৃষ্টি হতেই থাকবে আর দায়িত্বশীলরা খোঁড়া যুক্তি দাঁড় করিয়ে পার পেয়ে যাবেন, তা তো কোনোভাবেই হতে পারে না। রাধাপদ রায়ের তরঙ্গমুখর নদী হওয়ার বাসনা যদি সমাজের কীটদের চোখে অপরাধ হয়ে থাকে, তা হলে সেই কীটদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে সুবিচারের মাধ্যমে জানিয়ে দিতে হবে মনুষ্য বসবাসের উপযোগী সমাজ গঠনে তারা অন্তরায় এবং এজন্য তারা পরিত্যাজ্য। তাদের কোনো ছাড় নয়। অশীতিপর রাধাপদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পথ মসৃণ করতে চিকিৎসাসহ সব ব্যবস্থা রাষ্ট্রেরই করা উচিত। কীটদের বিচরণক্ষেত্র বন্ধ করতেই হবে। দেবব্রত চক্রবর্তী বিষ্ণু সাংবাদিক, কবি।

দৈনিক প্রতিদিনের বাংলাদেশ এর সৌজন্যে

বাকস্বাধীনতার অপব্যবহার

মহসীন হাবিব

শিখ ধর্মের গুরু গ্রন্থ সাহিবের পরতে পরতে শান্তির কথা বলা আছে। বলা আছে, ‘একমাত্র ঈশ্বরের কৃপায়ই পরিত্রাণ এনে দিতে পারে। তাই আমাদের সমস্ত অহংবোধ ত্যাগ করা উচিত এবং তারই কৃপা প্রার্থনা করা উচিত।’ পাঞ্জাবের অমৃৎসরের স্বর্ণমন্দির গুরুদুয়ারা যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই গুরু অর্জুন বলেছিলেন, ‘কারও সঙ্গে শত্রুতার সম্পর্ক তৈরি করো না, কারণ ঈশ্বর সকলের সঙ্গে রয়েছেন।’ কে শোনে কার কথা! অন্য কয়েকটি বড় ধর্মের হিতোপদেশের অপব্যবহারের মতোই শিখ ধর্মের বাণীগুলোও যেন মানুষের কানে না পৌঁছে বরং জলে গিয়ে পড়ছে। মনে পড়ে জার্নাল সিং ভিন্দ্রানেওয়ালের কথা। তিনি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা থেকে সন্ত্রাসীতে পরিণত হয়েছিলেন। কারণ তার ধর্মবিশ্বাসটি ছিল অতি রক্ষণশীল মতাদর্শ দ্বারা তাড়িত। ১৯৭৮ সালে শিখদের একটি আধ্যাত্মিক সেক্ট শান্ত নিরানকারী মিশন একটি ধর্মীয় সমাবেশ করতে গেলে রক্ষণশীল বা গোড়া আকান্দ কিরতানি এবং দামদামি তাকসাল নামের দল দুটি দল বাধা দেয়। জার্নাল সিং ভিন্দ্রানেওয়াল ছিলেন দামদামি তাকসাল নেতা। প্রায় এক লাখ শান্তিপ্রিয় নিরানকারী সমাবেশে যোগদান করলে স্বর্ণমন্দির থেকে ধর্মীয় বয়ান দিয়ে এ সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন তিনি। ফলে সহিংসতা শুরু হয় এবং সেই সহিংসতায় দুপক্ষের ১৬ জন প্রাণ হারায়। এ ভিন্দ্রানেওয়ালের সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর ভারতীয় ন্যাশনাল কংগ্রেসের রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল। আকালি দলকে দুর্বল করতে ইন্দিরা সরকার দামদামি দলকে প্রশ্রয় দিত। কিন্তু ভিন্দ্রানেওয়াল দিনে দিনে অধিক রক্ষণশীল ও বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং সশস্ত্র হয়ে ওঠেন। কিন্তু তিনি সরাসরি খালিস্তান মুভমেন্টের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। ১৯৮৪ সালে শিখ মন্দিরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অপারেশন ব্লু স্টার পরিচালনা, ভিন্দ্রানেওয়ালের মৃত্যু এবং কয়েক মাস পরেই শিখ দেহরক্ষীর হাতে ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু খালিস্তান আন্দোলনকে অধিক শক্তিশালী করে তোলে।

এ খালিস্তান মুভমেন্ট পূর্ব থেকেই শক্ত জায়গা করে নিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক, কানাডার অটোয়া এবং যুক্তরাজ্যের লন্ডনে। দেবিন্দর সিং পারমার, জগজিৎ সিং চৌহানের মতো খালিস্তান আন্দোলনের নেতারা লন্ডনে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন ৫০-৬০-এর দশকে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের প্রতি প্রতিশোধ হিসেবে পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও কয়েকটি অঞ্চল নিয়ে খালিস্তান স্বাধীন করার স্বপ্নে মেতে ওঠে পাকিস্তানের জুলফিকার আলি ভুট্টো এবং আইএসআই। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর জগজিৎ সিং চৌহান জুলফিকার আলি ভুট্টোর আমন্ত্রণে পাকিস্তান সফরে যান। সেখানে জুলফিকার আলি ভুট্টোর প্ররোচনায় তিনি খালিস্তান রাষ্ট্র গঠনের ঘোষণা দেন। ভুট্টো তাকে প্রতিশ্রুতি দেন খালিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হলে পাকিস্তানের পাঞ্জাবের নানকান সাহিব হবে খালিস্তানের রাজধানী! ওদিকে ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসেই নিউইয়র্কের প্রবাসী পাঞ্জাবিদের আমন্ত্রণে চোহান নিউইয়র্ক সফরে যান। নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় স্বাধীন খালিস্তান টাইমসের ঘোষণা দিয়ে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় এবং লাখ লাখ ডলার সেখান থেকে চাঁদা ওঠে। আর শুরু থেকেই কানাডায় খালিস্তানিরা তাদের স্বর্গরাজ্য বানিয়ে ফেলে।

ভারতের সংহতি ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে সেই সময় পশ্চিমাদের এ ধরনের প্রশ্রয়ের একটি কারণ ছিল সম্ভবত কমিউনিস্ট রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক। এখন আবার ভারতের সঙ্গে যে টালবাহানা শুরু হয়েছে, তাও কি নব্য ‘পুতিনীয় কমিউনিজম’ এর সঙ্গে সুসম্পর্কের কারণেই? আমাদের তো তাই মনে হয়। তা না হলে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা আর ব্রিটেনের মনোভাব একইরকম হবে কেন? ২৯ সেপ্টেম্বর শুক্রবার যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামী ‘গুরুদুয়ারা কমিটি ফর দ্য কমিউনিটি’র আমন্ত্রণে আলোচনা করতে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোর গুরুদুয়ারায় যান হাইকমিশনের একটি কালো গাড়িতে চড়ে। তার সঙ্গে ছিলেন যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত কনসাল জেনারেল। গুরুদুয়ারার বাইরেই কয়েকজন ব্যক্তি এসে তাকে সেখানে নামতে বাধা দেয়। ফলে কোনোরকম ঝামেলায় না জড়ানোর জন্য দোরাইস্বামী ভদ্রলোকের মতো গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে আসেন। আমরা দোরাইস্বামীকে চিনি। অত্যন্ত মার্জিত ইতিহাসের ছাত্র দোরাইস্বামী ২০২০ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনার হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সব সম্প্রদায়, সব রাজনৈতিক মতবাদ ও সংগঠনের সঙ্গে সমানভাবে, আন্তরিকতার সঙ্গে মিশতে অভ্যস্ত একজন মানুষ। নায়কোচিত চেহারার এ হাইকমিশনার স্বভাবেও নায়কের মতোই। আমার কয়েক দফা দেখা হয়েছে তার সঙ্গে। আমি তাকে অন্তত দুই দফা মজা করে বলেছি, ‘মাননীয় হাইকমিশনার, আমিও কিন্তু ইতিহাসের ছাত্র, তবে আপনি ভালো ছাত্র আর আমি খারাপ।’ তিনি ভীষণ মজা পেয়েছেন, আমার সঙ্গে হাস্যোজ্জ্বল ছবি তুলেছেন। তিনি ঢাকায় থাকতে যে সংগঠনই তাকে ডাকত, তিনি স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দিতেন।

এটি এখন পরিষ্কার যে, কানাডায় নিজ্জার হত্যাকাণ্ড নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, সেই সুতোতেই বাঁধা রয়েছে গ্লাসগোর ঘটনাটি। একজন হাইকমিশনার একটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি। যুক্তরাজ্যের ইন্দো-প্যাসিফিকবিষয়ক স্টেট মিনিস্টার এ ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, ‘একজন বিদেশি কূটনীতিকের নিরাপত্তা আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।’ প্রশ্ন হলো, ব্রিটিশ গোয়েন্দারা কি জানত না যে এমন ঘটনা ঘটতে পারে? অবশ্যই জানত বলেই আমরা ধারণা করি। স্কটল্যান্ডের পুলিশ এটাকে ‘ডিস্টারবেন্স’ বলে আখ্যায়িত করে বলেছে, ‘আমরা একটি ফোন পেয়েছি। এ ঘটনায় কারও আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি। আমরা তদন্ত করে দেখছি।’ শুনছেন কথা! এ ঘটনার যে একটি বড় ইমপ্যাক্ট রয়েছে, সেটা একবারের জন্যও ভাবেনি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ! এ নিয়ে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর তার প্রতিক্রিয়ায় একটি দারুণ কথা বলেছেন, যা আমাদের সবার জন্যই প্রযোজ্য। তিনি বলেছেন, ‘বাকস্বাধীনতার নামে যদি উসকানি, সহিংসতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তাহলে বাকস্বাধীনতার অপব্যবহার করা হয়।’ ভারতের কংগ্রেস দলের নেতা, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক শশি থারুর বলেছেন, ‘খুবই দুঃখজনক। যারা রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়ে ওইসব দেশের নাগরিক হচ্ছেন, তারা ওই দেশের রাজনীতিতে মনোযোগ না দিয়ে পেছনে ফেলে আসা দেশের রাজনীতি নিয়ে মেতে আছেন।’ (বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের রাজনীতির এখানেই পার্থক্য। শশি থারুর বিজেপি বিরোধী নেতা। কিন্তু জাতির প্রশ্নে তার অবস্থান পরিষ্কার। আর বাংলাদেশে একদল সরকারবিরোধীর এমন মনোভাব যে, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে বোমা ফেললেই তারা খুশি!)

যেসব উন্নত দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়া হয়, তার মূল উদ্দেশ্য হলো, যেসব দেশে মানবাধিকার প্রশ্নবিদ্ধ সেসব দেশের কেউ যেন রাজনৈতিক হয়রানি, জীবনের ঝুঁকি এড়াতে পারে। ভালো কথা। কিন্তু ওই আশ্রয়গ্রহণকারীরা যদি ‘মানবাধিকার সংরক্ষিত’ দেশে বসে প্রকাশ্যে নিজ দেশে হত্যা, সহিংসতা উসকে দেয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেই? আইনের আওতায় আনা হবে না! আমি পত্রিকান্তরে আগেও এ কথা বলেছি। আবার ফিরে আসি নিজ শরীরের ক্ষতের দিকে। বঙ্গবন্ধুর সপরিবারে হত্যাকারীদের বিষয়ে তথাকথিত মানবাধিকার সংরক্ষিত দেশগুলোর ভূমিকা লক্ষ করলেই পরিষ্কার হবে অনেক কিছু। সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যারা জড়িত ছিলেন তারা কেউ কিন্তু অস্বীকার করেনি বিদেশের কোনো আদালতে যে, আমি এ খুনের সঙ্গে ছিলাম না। তাদের বাংলাদেশে অপরাধ সংঘটনের কারণে কোনো আদালতে দাঁড়াতে হয়নি। খাইয়ে পড়িয়ে আশ্রয় এবং প্রশ্রয় দিয়ে রাখা হয়েছে। ওই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের অন্যতম হোতা রাশেদ চৌধুরী এতকাল ধরে যুক্তরাষ্ট্রে। ২০২২ সালেও তাকে ফিরিয়ে দিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. আবদুল মোমেন যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অব স্টেট অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের সঙ্গে আলোচনা করেছেন, অনুরোধ করেছেন। তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় কমিটির মার্কিন সিনেটরদের সঙ্গেও আলোচনা করেছেন। কিছুই হয়নি এবং এ নিয়ে কিছু হবেও না সেটা পরিষ্কার। যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে কিন্তু মৃত্যুদণ্ডের আইন আছে। আরেক হত্যাকারী নূর চৌধুরী কানাডায় আশ্রয় নিয়ে আছে ১৯৯৬ সাল থেকে। খোদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করেছেন, অনুরোধ করেছেন। অগ্রগতি একটাই হয়েছে যে, কানাডার ফেডারেল আদালত নূর চৌধুরীর অভিবাসনসংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের রায় দিয়েছে! চার বছর হয়ে গেছে, আর কোনো অগ্রগতি নেই। হবেও না বোঝা যায়। লন্ডনের কথা আর কত বলব? শুধু রক্তমাখা হাত নিয়ে বসে নেই, বাংলাদেশে বারবার রক্ত ঝরানোর উসকানিও আসছে সেখান থেকে প্রকাশ্যে। এমনকি বাংলাদেশের একজন সাবেক বিচারপতি লন্ডনে বেড়াতে গেলে তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিতও করা হয়েছে বিশেষ ব্যক্তির নির্দেশে। কিন্তু লন্ডন যেন জেগেও ঘুমিয়ে আছে। যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ দূতাবাসে হামলার ছবি, ভিডিও *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

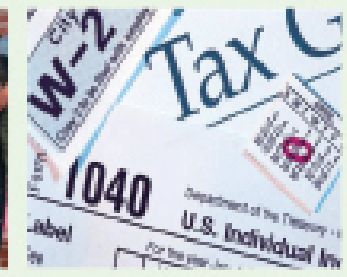

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

PREMIUM SUPERMARKET
حلال
HALAL
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (OCTOBER 06 - 12, 2023) | Promo Code : PSP40
$5 off $99 Purchase
$10 off $200 Purchase
$20 off $300 Purchase
DISCOUNT WILL BE AVAILABLE ON TUESDAY, WEDNESDAY & THURSDAY
(multiple sales cannot be combined)
SALE $8.99 /LB SIZE 10/12 HILSHA CK BRAND
SALE 2/$29.99 SIZE 3 KG ROHU CK BRAND
SALE 89¢ /LB (Minimum Purchase Of 10 LB) NO CUT NO CLEAN CHICKEN QUATER LEG
SALE $3.99 /LB CUT OFF FROZEN WHOLE GOAT
SALE $2.99 /LB SHAHJALAL BRAND PANGASH WHOLE
SALE $3.49 /LB GOLDEN POMPANO FROZEN
SALE $19.99 /EA 20 LB NOYA PARBOILED BASMATI RICE
SALE $10.99 /EA 20 LB BISMILLAH PARBOILED RICE
SALE 2/$9.00 500 GM BATA BLOCK CK BRAND
SALE 2/$7.00 500 GM CK BRAND LASSO IQF
SALE 3/$5.00 400 G SHAHAJALAL ALOO PURI / DAL PURI
SALE $13.99 /EA 1 GALLON OLIO VILLA POMACE OIL
SALE $7.99 /EA 1 LB BAG HAOR BRAND TAPOSHI IQF WITH EGG
SALE 3/$5.00 200 GM SHAHAJALAL TRAY KESKI
SALE $37.99 /EA 2.5 GAL MAZOLA CORN OIL
SALE 2/$7.00 1 LITR RAJDHANI MUSTARD OIL
SALE $3.49 /LB SIZE 5/7 TILAPIA FILET
SALE $10.99 /EA BLUE SEA SHELL ON EZ-PEEL 31/40-2 LB BAG RAW SHRIMP
SALE 3/$5.00 ONE DOZEN MEDIUM BROWN EGG
SALE $3.99 /EA (WITH 75 $ PURCHSE) CREAM O LAND MILK GAL
PREMIUM SUPERMARKET
CONTACT
WhatsApp Number
168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208 347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 347-658-0134
FREE PARKING IN BELLEROSE STORE
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

Premium Supermarket

SHOP & WIN
$250 RAFFLE DRAW

FOOD CERTIFIED حلال 100% HALAL

3RD WEEK LUCKY WINNERS SEP 15TH TO 21ST 2023

BELLEROSE
SARKAR
NIZAM UDDIN
SM ANWAR AHMED
TEL: 347-657-8911

BRONX
LUKY
MISDSHOHE
DIDIER OZZENFETF
TEL : 347-658-0134

JACKSON HEIGHTS
ZARIVA
YASEER ARAFAT
WOTTEN CHQUCA
TEL: 347-658-4362

JAMAICA
SEOZA ZASKUMAR
RAMAJIT DEY
TASNIM AHSAN
TEL: 347-626-8798

OZONE PARK
MD. S. AHAMED
AC BARAKA TRVS
JULLUD PM
TEL: 347-658-0972

SHOP TODAY.... YOU CAN WIN $250 STORE VOUCHERS WEEKLY

HELP WANTED

MANAGER - SUPERMARKETS (BRONX)
(3-4 years' work experience required.)
MANAGER – RESTUARANTS (BRONX)
(3-4 years' work experience required.)
OPERATIONS MANAGER – RESTUARNT (All Locations)
(5 years' work experience required.)

Very Attractive Salary and Incentives
waiting for the right candidate

email your resume to
HR@PremiumGroupNYC.com
or Call 718-679-9983 for details.

আবশ্যক

ম্যানেজার - সুপারমার্কেটস (ব্রঙ্কস)
(৩-৪ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন)
ম্যানেজার - রেস্তোরাঁ (ব্রঙ্কস)
(৩-৪ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন)
অপারেশন ম্যানেজার - রেস্তোরাঁ (সকল অবস্থানসমূহে)
(৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন)

অনেক আকর্ষণীয় বেতন এবং প্রণোদনা
সঠিক প্রার্থীর জন্য অপেক্ষা করছে।

আপনার জীবন বৃত্তান্ত ইমেল করুন
HR@PremiumGroupNYC.com
অথবা বিস্তারিত জানার জন্য ৭১৮-৬৭৯-৯৯৮৩ নম্বরে কল করুন।

আড্ডা টেবিল তিনমাত্রার তোরণ

সৈয়দ কামরুল

সেদিনের আড্ডা ভেন্যু ছিল হিলসাইড এভেন্যু। আড্ডার ডায়াস বা মঞ্চ ছিল মান্নান রেস্তরাঁর বিবর্ণ টেবিল। আড্ডা টেবিলে ঝরেছিল কিছু সাহিত্যকথা, থেকে থেকে উঠেছিল দমকা বাতাসের মতো রাজনীতির তক্কোগপ্পো, যাকে বলে কফি কাপে কথার ঝড়। কুশীলব ছিলাম আমরা চারজনা ড় সাংবাদিক তাসের মাহমুদ, কবি কাজী জহিরুল ইসলাম, ছড়াকার শাহ আলম দুলাল এবং আমি।

আড্ডার টেবিল একটা গেটওয়ে'র মতো মানে, একটা তোরণের মতো। সেই তোরণের ভিতর দিয়ে পাসিং শাওয়ারের মতো হুটহাট দু'একজন উড়ে আসে, কিছুক্ষণ থেকে উঠে যায়। ট্রেন স্টেশনের প্লাটফর্মে যেমন ভিন্ন ভিন্ন গন্তব্যের যাত্রীরা ওঠানামা করে তেমনই চঞ্চল আড্ডার প্লাটফর্ম। তবে আড্ডার এই আপাতঃ চঞ্চলতার ভিত্তিমূলে রহিয়াছে মঠের স্থিতধী।

আড্ডার তোরণ ত্রিমাত্রিক ড় বর্তমানের টেবিলে বসে আমরা একবার ফিরে যাই ফেলে আসা সময়ের সুখ ইউফোরিয়া আর আশাহত মিলাঙ্কোলিয়ায়। তাকাই হতাশাচোখ অনাগত দিনের দিকে। জীবনবৈরী যুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসের কথা ভেবে বিচলিত হই।

আদিগন্ত হিপোক্রেসি! একদিকে, একটি মৃত্যুর জন্য একটি দেশ, অনেক গুলো মহাদেশ বিচলিত হয়ে ওঠে। তারাই আবার একই সময়ে হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে যুদ্ধের নামে রোজ হত্যা করতে থাকে।

যুদ্ধের মৃত্যু হয় না কখনো সে বুঝি অমর!

যুদ্ধের ক্রুর, নিষ্ঠুর হত্যাকান্ড, অকারণ মৃত্যুর গহন যাতনাযাপন মানুষকে বিপন্ন করে, প্রতিবাদী করে।

ইউরোপ, আমেরিকা থেকে একদল কবি, লেখক, অভিনেতা, সাংবাদিক ও চিত্রকর যুদ্ধের অর্থহীন বিপুল মৃত্যুর প্রতিবাদে চলে গিয়েছিল প্যারীতে। ইতিহাসে তাদের নাম, 'লস্ট জেনারেশন'। সেই লস্ট জেনারেশনের লেখকরা প্যারীর পথে পথে ঘুরেছিল জীবনর খোঁজে। তাদের কথা ভাবতেই জেগে উঠি তীব্রতরুণ এক বোহেমিয়ান। পালাতে চাই রক্তপিপাসু যুদ্ধবাজ আর হিপোক্রেটিক মানুষের সন্নিধান ছেড়ে অলৌকিক কোনো অভয়ারণ্যে। বিপুলা এ আলয়, লোকালয় ছেড়ে জীবনটাকে রাখতে চাই স্রোতের মধ্যে এক টুকরো সবুজ জমিনে নতুন মানব। এমন মানব জনম আর কি হবে! না, হবে না, লালন সাই। এভাবেই কেটে যাবে জীবন এই dzstopia নরকে।

আড্ডা মানে 'টু অ্যান্ড ফ্রো' ড় অতীতে ও ভবিষ্যতে যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা ড় শুধু ভাঙা ভাষা। আড্ডার প্রোটাগনিস্ট সে তো 'সময়'। সময়ের যাওয়া আসা। ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচ্যুড উপন্যাস পড়তে গিয়ে সময়কে একটা তোরণের মতো মনে হয়েছে। সময়কে এই উপন্যাসের প্রোটাগনিস্ট মনে হয়েছে। শুধুই পুরুষ বা নারী সব সময় একটা উপন্যাসের প্রোটাগনিস্ট হবে এমন কোনো কথা নেই। নদী, সমুদ্র, ঝড় হতে পারে না প্রোটাগনিস্ট?

এদিন পাসিং শাওয়ারের মতো আড্ডায় এসেছিল 'কিউ জামান'।কথায় কথায় তিনি বললেন, আমেরিকায় আসাটা তার জন্য ভুল ছিল। কথাটার মধ্যে স্বেচ্ছা-নির্বাসিত কবি শহীদ কাদরীর মনস্তাপ ঝরানো একটা কথার মিল আছে। স্বরচিত খোয়াড়ে আটক জীবন সায়াহ্ন দিনে কাদরী বলেছিলেন, দেশ ছেড়ে আসা একটা হঠকারি সিদ্ধান্ত। হুইল চেয়ারে বসে আটলান্টিকের ঢেউয়ের ডগায় কবি ছুঁড়ে দিয়েছিলেন নীলখামে তার শেষ কবিতা, চুম্বন গুলো পৌছে দাও। ডায়াসপরা কবির মতো একজন এক্সপ্যাট্রিয়ট কবির দোদুল্যমানতা একই দোলায় দোলে। পরদেশে মাধুকরী দিনের যাতনা বাদন বাজে অন্তরালে। এটা স্টেটলেছ কবির ডিলেমা।

কে হায় ছেড়ে যেতে চায় জন্মের ভূভাগ, চিরপ্রিয় মানুষের মুখ, স্মৃতির শহর। ওপড়ানো গাছের শেকড় চায় অঙ্কুরোদগমের মাটি, ফিরে পেতে চায় চিরচেনা মৃত্তিকার নির্যাস। যে জীবন উন্মুল শেকড়ের মতো সে হাঁটে এক্সট্রা টেরেস্ট্রিয়াল মানুষের মতো। সেই পা স্থিত হয় না কোথাও; তবুও যায় না ফিরে উৎসভুমির কাছে। ডায়াসপরা মানুষের এটা একটা শাশ্বতিক দিক। ডায়াসপরা আড্ডায় এটা পৌনঃপুন্য।

'আড্ডা' শব্দের ইংরিজি শব্দ হতে পারে কী 'হ্যাঙ্গাউট'? না, মোটেই না; আড্ডার কোনো প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ হলে সেটা হবে আড্ডা। বড়জোর বলা চলে আড্ডাপালা। তবে, আড্ডায় যে কেউ মানানসই হয় না, হতে পারে না। আড্ডার প্রথম শর্ত হচ্ছে, আড্ডার কুশীলবকে আসনসহন হতে হবে মানে, আড্ডার চেয়ারে বা ঘাসের কার্পেটে ঘন্টার পর ঘন্টা স্বতঃস্ফূর্ত বসে থাকার শারীরিক সাচ্ছন্দ্য থাকতে হবে।

পথের কস্ট সইতে না পারলে যেমন সাধের প্রব্রজ্যা, ভ্রমণের মজাটা ভেস্তে যায়। কাঠের চেয়ারে হোক আর সোফা বা ঘাসের গালিচায় হোক, স্বাচ্ছন্দ্যে অনেক্ষণ বসে থাকতে না পারলে, গা গতরে সইতে না পারলে, আড্ডা গাড্ডায় পর্যবসিত হয়ে যায়। অপরিকল্পিত মাংসের স্তুপ শরীর আড্ডায় স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে না। ইনসমনিয়ায় আক্রান্ত মানুষ যেমন ঘুমের জন্য টার্ন অ্যান্ড টুইস্ট করে রাত পার করে। ওবিইজ মানুষে তেমনি আড্ডার টেবিলে টার্ন অ্যান্ড টুইস্ট করতে থাকে। তারা দীর্ঘ আড্ডার মজাটা নিতে পারে না। তারা আড্ডার উষ্ণতা টের পায় না, আড্ডায় আগুন জ্বালাতেও পারে না। আড্ডা যে আড্ডাথন সেটা মোটা মানুষেরা বোঝে না। তারা আড্ডা টেবিলে বসতে না বসতেই উঠে যায় বোঝাই বিরানি খেতে রেস্তরাঁর টেবিলে। মোটা শব্দটা না বলে plump (প্লাম্প) বললে ভালো হতো।

সাহিত্যে এপিকিউরিয়ান চরিত্রের দেখা যায় উপন্যাসে এমনকি মার্কেজ এর উপন্যাসেও আছে। খাবারের জন্য আকুল (বঢ়রপঁৎব) সব চরিত্র আছে তার অনেক উপন্যাসে। অস্বাস্থ্যকর খাবারে আসক্ত চরিত্র নির্মাণ করার একটা ঝোঁক ছিল মার্কেজের। উরসুলার মিল্ক ক্যান্ডির কথা আমরা জানি। অরেলিয়ানো সাগুন্দো তো খেতে খেতে প্রায় অক্কা পেয়ে গিয়েছিল ফুড কম্পিটিশনে।

নোটা বেনেঃ বঢ়রপঁৎবধহ শব্দটি গ্রীকে দর্শনশাস্ত্রে এবং আমেরিকায় খাবারপেটুক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

সাহিত্যে, বিশেষ করে কবিতা জানরায় শব্দের নেগেটিভ কনোটেশান আড়াল করা বা সঠিক জাত্যর্থের শব্দ ব্যবহার করা কবিদের জন্য সবচে জরুরি কাজ। কিছুদিন আগে একজন উঠতি কবির কবিতা পড়তে দিয়েছিলেন। কবিতাটি পড়তে গিয়ে থেমে যাই। তিনি একটি শব্দ লিখেছেন, প্রেমালু। তন্দ্রালু শব্দটির ব্যবহার সাচ্ছন্দ্য কিন্তু প্রেমালু?

প্রেম প্লাস (+) আলু। লে হালুয়া! সৈয়দ হকের মতো বলতে হয়, প্রেম শব্দটি যদি কাঁঠাল হতো আর বিয়ে শব্দটা হতো বাইসাইকেল — তাহলে কেমন লাগতো শুনতে!

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ওস্তাদ, মায়েস্ত্রদের ক্লাসিক গান শেখার আগে এক আসনে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার চর্চা করতে হতো। সেটা সরগাম রেওয়াজের চাইতে কম কিছু না। স্বচ্ছন্দ বসতেই যদি না পারেন, মগ্নমন গান গাইবেন কী করে! বারবার টার্ন অ্যান্ড টুইস্ট করতে থাকলে আড্ডাটা দেবেন কীভাবে। আড্ডা তো গাড্ডায় গির যায়েগা। বলা হয়, ড়নবংরঃু রং ফবারষ ড় ওবিসিটি জীবনের সবখানে নিরানন্দ।

তাসের মাহমুদ এই পর্যায়ে ছড়া ও গানের ভুল ছন্দ সম্পর্কে একটা ভিজ্যুয়াল অবজার্ভেশন এর ছবি অভিনয় করে বর্ণনা করল। তার মতে ছড়ায় কোথাও মাত্রা কম হলে ছড়াকার ছড়াটি পড়বার সময় নিজের শরীরটাকে মাইম ভঙ্গীর মতো বাঁকিয়ে ককিয়ে উপরের দিকে টেনে তুলে লম্বা স্বরে উচ্চারণ করে। যেমন গানের লিরিকে মাত্রা কম হলে সুরকারের কেরামতিতে গায়ক দ্রুতলয়ে টেনে নিয়ে যায় আর মাত্রা বাড়তি হলে বাড়তি মাত্রাটাকে ঝট করে গিলে ফ্যালে। বর্ণনাটা হাসির হলেও ব্যাপারটা বোঝা ও বোঝানোর জন্য বেশ কার্যকর। প্লেটো কমেডিকে লোয়ার ক্লাস সাহিত্য বলেছেন। কবিতার prosodz, poetics জানা পন্ডিতেরা লিরিসিস্টদের পুরো কবি বলতে নারাজ। তারা লিরিসিস্টদের হাফকবি স্বীকার করে বলেছেন গীতিকবি।

ছড়াকার কি তেমনি মাপে অর্ধকবি?

সাম্প্রতিক সময়ে অনেক ছড়াকার তাড়াহুড়া করে কবিতা লিখতে শুরু করে দিয়েছে। দু'একজন সফলও হয়েছেন। এমনকি বাংলা অ্যাকাডেমি সাহিত্য পুরস্কারও বাগিয়ে নিয়েছেন।

ফিরে যাই মটুদের প্রসঙ্গে। খুব মোটা মানুষ আড্ডায়, আড্ডাথনে বিরক্তিকর হলেও ভালো গায়ক হতে পারে যেমন, নুসরাত ফতেহ আলী খান। তার ওজন ছিল ১৪০ কেজি বা ৩০০ পাউন্ড প্লাস। অন্যদিকে, সিরাজের ফৈজির ওজন ছিল মাত্র কুড়ি সের।

তবে কি জিরো-ফিগার এর শ্রেয়তা চিরকালের?

আমার সেটা মনে হয় না।

রেনেসাঁর নারীদের ছবি যেমন মোনালিসা এবং প্রি-রাফায়েলাইট জন উইলিয়াম ওয়াটারহাউজ এর দ্য সোল অব দ্য রোজ ছবির নারী দেহবল্লরী জোয়ারের মতো ভরাট। আজও তাদের রূপ নরমরদ চোখে সুন্দর।

অতো দূরে যেতে হবে কেনো! হেফনার এর প্লেবয় ম্যাগ প্রথম সংখ্যা ১৯৫৩ সালে বিক্রি হয়েছিল ৫০,০০০ কপি। প্রচ্ছদে ছিল ম্যারিলিন মনরোর ছবি। মনরো জিরো-ফিগার ছিল না; ছিল মিড-ফিগার। অপরিকল্পিত মাংসের স্তুপ নারী শরীর নিয়ে পুরুষ কবি কোনো 'Ode to Fat' লিখেছেন কিনা জানি না। তবে একাধিক পুরস্কারপ্রাপ্ত ফিলি'র কবি ইলান ব্যস এর একটা কবিতা তুলে দিলাম যা তিনি লিখেছেন অপরিকল্পিত মাংসের স্তুপ নারী শরীর বন্দনা।

Ode to Fat

Tonight, as you undress, I watch your wondrous
flesh thatÕs swelled again, the way a river swells
when the ice relents. Sweet relief
just to regard the sheaves of your hips,
your boundless breasts and marshy belly.
I adore the acreage
of your thighs and praise the promising
planets of your ass.
O, you were lean that terrifzing year
you were unraveling, as though you were returning
to the slender scrap of a girl I fell in love with.
But your skin was vacant, a ripped sack,
sugar spilling out and your bones insistent.
O praise the lo–alty of the bodz
that labors to rebuild its palatial realm.
Bless butter. Bless brie.
Sanctifz schmaltz. And cream and cashews.
Stoke the furnace
of the stomach and load the vessels. Darling,
drench yourself in opulent oil,
the lamp of your bodz glowing. May you always
flourish enormous and sumptuous,
be marbled with fat, a great vault that
I can enter, the cathedral where I pray.

কবি ইলান ব্যস যতোই স্থূল নারী শরীরের ওড ভার্স লেখেন না কেনো, কবিতাটিকে তিনি কিন্তু নির্মাণ করেছেন চর্বিহীন নিপুন কাব্যশরীর। সব শরীর সুঠাম, ঋজু হলেই যে তা আড্ডার জন্য ব্যাপক অভিনিবেশযোগ্য হবে এমন কোনো অনিবার্যতা নেই। তবে কাব্যশরীরে অপরিকল্পিত মাংসের উত্থানের মতো চর্বির স্তুপ জমলে অবশ্যই কবিতা হয়ে পড়বে ব্যাধিমন্দির। নিউ ইয়র্ক অক্টোবর ২০২৩

বাংলা একাডেমিতে কবি আসাদ চৌধুরীর সঙ্গে দুই অতিতরুণ ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটন ও সৈয়দ বেলাল আহমেদ। সময়কাল ১৯৮১

রেকর্ডিং-এর আগে বিটিবির অনুষ্ঠানের সেট-এ কবি আসাদ চৌধুরীর সঙ্গে ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটন। সময়কাল ১৯৯৭

অটোয়ায় লুৎফর রহমান রিটনের বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন কবি আসাদ চৌধুরী। আলোকচিত্রঃ শার্লি রহমান

অনন্তযাত্রায় কবি আসাদ চৌধুরী : ঘরে ফেরা সোজা নয়

লুৎফর রহমান রিটন

গেলো কয়েকটি সপ্তাহে প্রতিদিন কথা হতো নাদিম ইকবালের সঙ্গে। আসাদ চৌধুরীর একমাত্র কন্যা শাঁওলীর বর এই নাদিম। নাদিমের কাছে জানা হতো আসাদ চৌধুরীর শারীরিক অবস্থার সর্বশেষ আপডেট। আমাদের কারোই জানতে বাকি ছিলো না যে মৃত্যুর সঙ্গে তুমুল লড়ছিলেন তিনি। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়াতে হয়েছে তাঁকে বারবার। হাসপাতালে চিকিৎসকরা আশা ছেড়ে দিয়ে যে কোনো মুহূর্তে চরম খবরটি শোনার প্রতীক্ষায় থাকার কথা বললেও পর পর তিনবার তিনি মৃত্যুদূতকে পরাস্ত করে ফিরে এসেছেন বাড়ি। এরকম লড়াকু আসাদ চৌধুরী, কবি আসাদ চৌধুরী অবশেষে পরাজিত হলেন জীবনের অমোঘ সত্যের কাছে। মৃত্যু সেই অলঙ্ঘনীয় অনিবার্য সত্যের নাম। আজ ০৫ অক্টোবর রাত তিনটায় তিনি জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটুকু নিতে পেরেছিলেন। তারপর পাড়ি জমিয়েছেন অনন্তের পথে। বার্ধক্যজনিত নানান জটিলতা বাসা বেঁধেছিলো শরীরে। ফুসফুসে পানি জমছিলো বারবার। ভয়ংকর শ্বাসকষ্টের কারণে নিঃশ্বাস নিতেন তিনি হাঁ করে, মুখ দিয়ে। হাঁপাতে হাঁপাতে। সেই দৃশ্য সহ্য করা কঠিন ছিলো আমার কাছেও।

তারপর জানা গেলো ব্লাড ক্যান্সারের কথা। গেলো মাসে অটোয়ার পাশের শহর অশোয়ায় পুত্র আসিফ চৌধুরীর বাড়িতে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। হাসপাতালের মতো একটা বেডে, যেটাকে ফোল্ড করা যায় প্রয়োজনে, তিনি শুয়েছিলেন জবুথবু। এমনিতে আমাকে দেখলে খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো তাঁর চোখ-মুখ। সেদিন সেই খুশির মাত্রাটা ছিলো সামান্যই। শুধু তাকিয়ে ছিলেন ফ্যাল ফ্যাল করে। কোনো কথাই বলছিলেন না। একটা দুটো প্রশ্ন আমি করেছিলাম তাঁকে। তিনি তাঁর জবাবে কিছুই বলছিলেন না। কিন্তু তাঁর চোখ কথা বলছিলো। মাথাটা সামান্য কাৎ করে চোখের ভাষায় তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে--আমি ভালো নেই রিটন...। পাশেই বসে ছিলেন আসাদ চৌধুরীর স্ত্রী শাহানা চৌধুরী। তিনি বললেন, তিনটা চারটা প্রশ্ন করলে হয়তো একটা প্রশ্নের জবাব দেয় তাও এক শব্দে। বাক্য কমপ্লিট করতে পারে না।

আহারে! বাংলাদেশের মানুষ তাঁকে সেরা একজন কথক বলেই জানে। চমৎকার কণ্ঠস্বরে দুর্দান্ত শব্দ চয়নে তাঁর অসাধারণ বক্তৃতা যাঁরা জীবনে একবার শুনেছেন, কেউ ভুলতে পারবেন না সেই স্মৃতি। বাংলাদেশ টেলিভিশন যখন শাদাকালো ছিলো, রঙিন যুগ আসার আগে থেকেই বিটিভির উপস্থাপক হিশেবে নন্দিত ছিলেন তিনি। ছিলেন বিপুল মানুষের ভালোবাসাধন্য। বিশেষ করে শিল্প-সাহিত্য ভিত্তিক অনুষ্ঠান 'প্রচ্ছদ' ছিলো সত্তুর-আশির দশকের অন্যতম প্রেস্টিজিয়াস অনুষ্ঠান বিটিভির। সেই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারাটা বিরাট একটা সম্মানের ব্যাপার ছিলো তখন। সেই অনুষ্ঠানে অতি তরুণ এই আমি রিটনকে তিনি ডেকেছিলেন। আমি পড়েছিলাম 'ঢাকা আমার ঢাকা' নামের দীর্ঘ একটা ছড়া। খুবই রিদেমিক এবং প্রতিটি ছত্রে ঢাকার টুকরো টুকরো দৃশ্য তাতে চিত্রিত করেছিলাম। ঢাকা আমার ঢাকা ছড়াটা আসাদ ভাই শুনেছিলেন বাংলা একাডেমির একুশের ভোরের কবিতা পাঠের আসরে। রেকর্ডিং-এর দিন তিনি স্টুডিওতে একজন তবলা শিল্পীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছিলেন আমার ছড়ার সঙ্গে তবলার অপরূপ বোলের সংযোজন করবেন বলে। ফলাফল দুর্দান্ত। রাতে প্রচ্ছদ প্রচার হবার পরদিন ঢাকা শহরের যেদিকেই গেছি লোকজন আমাকে ঘাড় ঘুরিয়ে দ্বিতীয়বার অবলোকন করেছে। কেউ কেউ বিস্ময় প্রকাশ করেছে--আপনি সেই ঢাকা আমার ঢাকা কবিতার লেখক না? আপনাকে দেখলাম তো! রাতারাতি আমার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিলো সারাদেশে। মনে রাখতে হবে তখন বাংলাদেশে সবেধন নীলমণি একটাই টেলিভিশন চ্যানেল ছিলো--বিটিভি। উঠতি বয়েসে অতিতরুণ ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটনকে রাতারাতি বিখ্যাত বানিয়ে দিয়েছিলেন কবি আসাদ চৌধুরী। আসাদ চৌধুরীর প্রথম কবিতার বই 'তবক দেওয়া পান' ছিলো ব্যাপক পাঠকপ্রিয়। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে যে কোনো সাহিত্য অনুষ্ঠানে আসাদ চৌধুরী ছিলেন আরধ্য ব্যক্তিত্ব। বাংলাদেশে তিনিই ছিলেন একমাত্র কবি যিনি সারা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনামা সাহিত্য সংগঠনের অনুষ্ঠানেও অতিথি হতেন। বাংলাদেশের হেন অঞ্চল নেই যেখানে আসাদ চৌধুরী অতিথি হননি। প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে অবহেলিত সাহিত্যকর্মীদের উদ্দীপ্ত করে আসতেন তাঁর অসামান্য বক্তৃতায়। সেই হিশেবে আসাদ চৌধুরী ছিলেন আমাদের জনসম্পৃক্ত কবিদের অগ্রগণ্য একজন। প্রথম সারির তো বটেই, জনসম্পৃক্ততায় শীর্ষেও। কয়েক বছর আগে স্ত্রীকে সঙ্গে করে তিনি চলে এসেছিলেন কানাডায়, পুত্র আর কন্যার সঙ্গে বাকি জীবনটা কাটাবেন বলে।

বাংলাদেশের মাটি ছেড়ে কানাডার আসার পর তাঁর জীবনটা হয়ে উঠেছিলো একেবারেই অন্যরকম। সমুদ্রের মাছকে ছোট্ট একটা পুকুরে এনে ফেললে যেমনটা হবে, ঠিক তেমনটি। শারীরিক ভাবে তিনি হয়তো বেঁচেছিলেন, কিন্তু মনটা তাঁর পড়ে থাকতো বাংলাদেশে। বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যমণি হয়ে থাকা আসাদ চৌধুরীর শেষ জীবনটা ছিলো এক ধরণের নিঃসঙ্গতায় মোড়ানো। খালি চোখে সেই নিঃসঙ্গতাকে প্রত্যক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু তাঁর বুকের ভেতরের বিরামহীন হাহাকার আর গোপন অশ্রুপাতের বিষয়টি আমি জানতাম। অটোয়ায় আমাদের বাড়িতে আমার কাছে এলেই কেবল দেখতাম অতীতের উজ্জ্বল উচ্ছল আনন্দপ্রিয় সেই আসাদ চৌধুরী বেরিয়ে আসছেন ক্রমশঃ খোলস ছেড়ে। আমাদের বাড়িতে আসাদ চৌধুরীর আসা মানে বাড়ি জুড়ে ঈদের আনন্দ। আমার স্ত্রী শার্লির রান্না করা খানাখাদ্যির সঙ্গে বিরামহীন হাস্য আর হৈহুল্লোড়ে কেমন করে যে কেটে যেতো ঘন্টার পর ঘন্টা! সময় কোন দিক দিয়ে যাচ্ছে আমরা টেরই পেতাম না। আড্ডা হয়তো শুরু হলো দুপুর বারোটায়। রাত সাড়ে এগারোটায় আমাদের সম্বিত ফেরে--আরে! অনেক রাত হয়ে গেলো তো! কতো শতো স্মৃতি যে আমার আসাদ ভাইয়ের সঙ্গে! সারাদিন বললেও শেষ হবে না।

আমার ছড়ার জার্নিটা শুরু হবার কাল থেকেই, সেই সত্তুরের দশক থেকেই তিনি আমাকে ছড়াকার হিশেবে আলাদা মর্যাদা দিতেন। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই--বাংলাদেশের বিখ্যাত ও সিনিয়র কবি লেখক সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রতিশ্রুতিশীল ছড়াকার হিশেবে আমাকে প্রথম গুরুত্ব দিয়েছেন একজন আসাদ চৌধুরীই। ১৯৮২ সালে আমার প্রথম ছড়ার বই 'ধুত্তুরি' প্রকাশিত হবার পর থেকে আসাদ চৌধুরী আমাকে একজন প্রতিষ্ঠিত ছড়াকারের মর্যাদায় কাউন্ট করতেন। প্রথম বই ধুত্তুরি প্রকাশের পর থেকে আসাদ চৌধুরী আমাকে আর তরুণ প্রতিশ্রুতিশীল লেখক ভাবেন নি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমার প্রসঙ্গে তিনি এমনভাবে কথা বলতেন যে আমি তাঁদেরই সমগোত্রীয়! সেই সম্মান সেই মর্যাদা সাহিত্যের অঙ্গণে আমাকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখিয়েছিলো। জীবনের শেষ কয়েকটা মাস অবর্ণনীয় কষ্টের ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে তাঁকে। দম বন্ধ করা সেই কষ্ট।

ব্লাড ক্যান্সার ধরা পড়ার পর থেকেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিলো বারবার। কেমো নিতে হতো। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় খেতে পারতেন না কিছু। খাদ্যের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ জারি করেছিলেন চিকিৎসকেরা। আসাদ চৌধুরীর পুত্রেরও অধিক পুত্র, জামাতা নাদিম ইকবাল প্রতিদিন নিয়ম করে তাঁর আপডেট জানাতো আমাকে। গতকাল রাতেই নাদিম আমাকে জানিয়েছিলো অবস্থা সুবিধের নয়। যে কোনো সময় নির্মম কিছু ঘটতে পারে। অসহনীয় শারীরিক ব্যথার লাঘব ঘটাতে গতকাল রাতে তাঁকে মরফিন ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়ানো হয়েছিলো। বড় অদ্ভুত একটা জীবন পার করছিলেন আসাদ চৌধুরী। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা জীবন। কথা না বলা জীবন। নিঃশ্বাস নিতে না পারা জীবন। কবিতা না লেখা জীবন। আহারে!

অনুজপ্রতিম বন্ধু হাসান মাহমুদ টিপু এবং শরীফ হাসান শিশিরের সঙ্গে গেলো মাসে যখন অশোয়ায় পুত্র আসিফের বাড়িতে আসাদ চৌধুরীকে দেখতে গিয়েছিলাম, আমাকে দেখে নির্লিপ্ত থাকা আসাদ চৌধুরী প্রথম যে কথাটি বলেছিলেন সেটি ছিলো--শার্লি আসেনি? হ্যাঁ আমার স্ত্রী শার্লিকে তিনি অসম্ভব স্নেহ করতেন ভালোবাসতেন। বিভিন্ন সময়ে আমি দেখেছি শার্লির সঙ্গে খুব গভীর আলোচনা করছেন তিনি খুব নিম্নস্বরে। পরে শার্লির কাছে জেনেছি তিনি তার জীবনের একান্ত কষ্টের এবং বেদনার বিষয়ে শার্লির সঙ্গে কথা বলেছেন। সেই কষ্টের নাম ছিলো আসিফ। আসাদ চৌধুরীর বড় ছেলে। প্রচন্ড বোহেমিয়ান তুখোড় আড্ডাবাজ গিটার বাজিয়ে গান গেয়ে আসর জমিয়ে ফেলা আসিফ হচ্ছে খ্যাপাটে ধরনের। কখনোই স্থির থাকে না। কখনো স্থির থাকে নি। টপাটপ প্রেমে পড়া ওর বৈশিষ্ট্য। সে কারণে সংসারটা ওর নড়বড়ে। আসাদ ভাই চাইতেন মনে প্রাণে চাইতেন পাগলটা সুখি হোক। একটু স্থির হোক। চমৎকার একটা সংসার হোক ওর। মন্ট্রিয়লে শিল্পী রাকিব হাসান আর কথাশিল্পী নাহার মনিকাদের অনুষ্ঠানে গিয়ে দেখেছি আসাদ চৌধুরী এবং আসিফ চৌধুরী নামের দুই অসম বয়েসী পিতা পুত্রের বিস্ময়কর বন্ধুত্বের অপরূপ দৃশ্যগুলো! মোটেলে ওদের পাশাপাশি কক্ষে ছিলাম আমি আর শার্লি। সকালে দেখেছি বাপের সঙ্গে কী রকম দুস্তি আর কুস্তি করে আসিফ ক্ষ্যাপাটা। এই জড়িয়ে ধরে এই আসাদ চৌধুরীকে। এই পাঁজাকোলা করে ওপরে তুলে ধরে। এই চুমু খায় আসাদ চৌধীর কপালে ও মাথায়। বয়স্ক পুত্রের একটা পুকুরে এনে ফেললে যেমনটা হবে, ঠিক তেমনটি। শারীরিক ভাবে তিনি হয়তো বেঁচেছিলেন, কিন্তু মনটা তাঁর পড়ে থাকতো বাংলাদেশে। বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যমণি হয়ে থাকা আসাদ চৌধুরীর শেষ জীবনটা ছিলো এক ধরণের নিঃসঙ্গতায় মোড়ানো। খালি চোখে সেই নিঃসঙ্গতাকে প্রত্যক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু তাঁর বুকের ভেতরের বিরামহীন হাহাকার আর গোপন অশ্রুপাতের বিষয়টি আমি জানতাম। অটোয়ায় আমাদের বাড়িতে আমার কাছে এলেই কেবল দেখতাম অতীতের উজ্জ্বল উচ্ছল আনন্দপ্রিয় সেই আসাদ চৌধুরী বেরিয়ে আসছেন ক্রমশঃ খোলস ছেড়ে। আমাদের বাড়িতে আসাদ চৌধুরীর আসা মানে বাড়ি জুড়ে ঈদের আনন্দ। আমার স্ত্রী শার্লির রান্না করা খানাখাদ্যির সঙ্গে বিরামহীন হাস্য আর হৈহুল্লোড়ে কেমন করে যে কেটে যেতো ঘন্টার পর ঘন্টা! সময় কোন দিক দিয়ে যাচ্ছে আমরা টেরই পেতাম না। আড্ডা হয়তো শুরু হলো দুপুর বারোটায়। রাত সাড়ে এগারোটায় আমাদের সম্বিত ফেরে--আরে! অনেক রাত হয়ে গেলো তো! কতো শতো স্মৃতি যে আমার আসাদ ভাইয়ের সঙ্গে! সারাদিন বললেও শেষ হবে না।

আমার ছড়ার জার্নিটা শুরু হবার কাল থেকেই, সেই সত্তুরের দশক থেকেই তিনি আমাকে ছড়াকার হিশেবে আলাদা মর্যাদা দিতেন। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই--বাংলাদেশের বিখ্যাত ও সিনিয়র কবি লেখক সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রতিশ্রুতিশীল ছড়াকার হিশেবে আমাকে প্রথম গুরুত্ব দিয়েছেন একজন আসাদ চৌধুরীই। ১৯৮২ সালে আমার প্রথম ছড়ার বই 'ধুত্তুরি' প্রকাশিত হবার পর থেকে আসাদ চৌধুরী আমাকে একজন প্রতিষ্ঠিত ছড়াকারের মর্যাদায় কাউন্ট করতেন। প্রথম বই ধুত্তুরি প্রকাশের পর থেকে আসাদ চৌধুরী আমাকে আর তরুণ প্রতিশ্রুতিশীল লেখক ভাবেন নি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমার প্রসঙ্গে তিনি এমনভাবে কথা বলতেন যে আমি তাঁদেরই সমগোত্রীয়! সেই সম্মান সেই মর্যাদা সাহিত্যের অঙ্গণে আমাকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখিয়েছিলো। জীবনের শেষ কয়েকটা মাস অবর্ণনীয় কষ্টের ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে তাঁকে। দম বন্ধ করা সেই কষ্ট।

ব্লাড ক্যান্সার ধরা পড়ার পর থেকেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিলো বারবার। কেমো নিতে হতো। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় খেতে পারতেন না কিছু। খাদ্যের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ জারি করেছিলেন চিকিৎসকেরা। আসাদ চৌধুরীর পুত্রেরও অধিক পুত্র, জামাতা নাদিম ইকবাল প্রতিদিন নিয়ম করে তাঁর আপডেট জানাতো আমাকে। গতকাল রাতেই নাদিম আমাকে জানিয়েছিলো অবস্থা সুবিধের নয়। যে কোনো সময় নির্মম কিছু ঘটতে পারে। অসহনীয় শারীরিক ব্যথার লাঘব ঘটাতে গতকাল রাতে তাঁকে মরফিন ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়ানো হয়েছিলো। বড় অদ্ভুত একটা জীবন পার করছিলেন আসাদ চৌধুরী। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা জীবন। কথা না বলা জীবন। নিঃশ্বাস নিতে না পারা জীবন। কবিতা না লেখা জীবন। আহারে!

অনুজপ্রতিম বন্ধু হাসান মাহমুদ টিপু এবং শরীফ হাসান শিশিরের সঙ্গে গেলো মাসে যখন অশোয়ায় পুত্র আসিফের বাড়িতে আসাদ চৌধুরীকে দেখতে গিয়েছিলাম, আমাকে দেখে নির্লিপ্ত থাকা আসাদ চৌধুরী প্রথম যে কথাটি বলেছিলেন সেটি ছিলো--শার্লি আসেনি? হ্যাঁ আমার স্ত্রী শার্লিকে তিনি অসম্ভব স্নেহ করতেন ভালোবাসতেন। বিভিন্ন সময়ে আমি দেখেছি শার্লির সঙ্গে খুব গভীর আলোচনা করছেন তিনি খুব নিম্নস্বরে। পরে শার্লির কাছে জেনেছি তিনি তার জীবনের একান্ত কষ্টের এবং বেদনার বিষয়ে শার্লির সঙ্গে কথা বলেছেন। সেই কষ্টের নাম ছিলো আসিফ। আসাদ চৌধুরীর বড় ছেলে। প্রচন্ড বোহেমিয়ান তুখোড় আড্ডাবাজ গিটার বাজিয়ে গান গেয়ে আসর জমিয়ে ফেলা আসিফ হচ্ছে খ্যাপাটে ধরনের। কখনোই স্থির থাকে না। কখনো স্থির থাকে নি। টপাটপ প্রেমে পড়া ওর বৈশিষ্ট্য। সে কারণে সংসারটা ওর নড়বড়ে। আসাদ ভাই চাইতেন মনে প্রাণে চাইতেন পাগলটা সুখি হোক। একটু স্থির হোক। চমৎকার একটা সংসার হোক ওর। মন্ট্রিয়লে শিল্পী রাকিব হাসান আর কথাশিল্পী নাহার মনিকাদের অনুষ্ঠানে গিয়ে দেখেছি আসাদ চৌধুরী এবং আসিফ চৌধুরী নামের দুই অসম বয়েসী পিতা পুত্রের বিস্ময়কর বন্ধুত্বের অপরূপ দৃশ্যগুলো! মোটেলে ওদের পাশাপাশি কক্ষে ছিলাম আমি আর শার্লি। সকালে দেখেছি বাপের সঙ্গে কী রকম দুস্তি আর কুস্তি করে আসিফ ক্ষ্যাপাটা। এই জড়িয়ে ধরে এই আসাদ চৌধুরীকে। এই পাঁজাকোলা করে ওপরে তুলে ধরে। এই চুমু খায় আসাদ চৌধীর কপালে ও মাথায়। বয়স্ক পুত্রের

চ্যানেল আই-এর 'বইমেলা সরাসরি' অনুষ্ঠানে কবি আসাদ চৌধুরীর সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটন। সময়কাল ২০১৪

চ্যানেল আই স্টুডিওতে 'শ্রদ্ধায়' অনুষ্ঠানের ধারণ পর্ব শেষে কবি আসাদ চৌধুরীর সঙ্গে অনুষ্ঠানের উপস্থাপক ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটন। সময়কাল ২০১৭

একরকম পাগলামিতে আসাদ চৌধুরী হেসেই কুটিপাটি। প্রবীণ আসাদ চৌধুরীকে আমার তখন বারবার একজন ঝলমলে কিশোর মনে হয়েছে। ছেলেটা তার বাপকে শৈশবে কৈশোরে নিয়ে গেছিলো রোদ চকচক সেই উজ্জ্বল সকালে। হাসপাতাল পছন্দ ছিলো না আসাদ চৌধুরীর। তিনি থাকতে চাইতেন না ওখানে। বাড়িতেই থাকতে চাইতেন তিনি। বারবার বলতেন আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও।

আসাদ চৌধুরীর জীবনের শেষপ্রান্তে, নাদিম আমাকে আপডেট দিতো রোজে--রিটন ভাই শুনে আপনার মন খারাপ হবে তাও বলি--নার্সের ফোন পেয়ে আজ হাসপাতালে গিয়ে কী ভয়ংকর দৃশ্যই না দেখলাম! সেদিন হাসপাতালের নার্স কল করেছে নাদিমকে। আসাদ চৌধুরী নামের সিরিয়াস পেসেন্ট হাসপাতালের কেবিন থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন! দ্রুত হাসপাতালে ছুটে গিয়েছে নাদিম। গিয়ে দেখে হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছেন আসাদ চৌধুরী। তিনি কথা বলেন না বা বলতে পারেন না। মাথা *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

যথাযথ নিয়ম মানলে অনেকেরই কিডনি বিকলতা রোধ করা সম্ভব

পরিচয় ডেস্ক: পৃথিবীতে ৮৫ কোটি মানুষের কোনো না কোনো কিডনি জটিলতা আছে। আর এর মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী কিডনি সমস্যায় ভুগছে পৃথিবীর মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ১২ শতাংশ। বাংলাদেশে ২ কোটি মানুষ কোনো না কোনো কিডনি রোগে ভুগছে। আর ২০১৯-২০ সালের সমীক্ষা অনুসারে কিডনি রোগে মৃত্যুর হার বেড়েছে প্রায় তিন গুণ। বাংলাদেশে প্রতি বছর ৪০ হাজার মানুষের কিডনি বিকল হয়। কিডনি বিকল রোগীর চিকিৎসা গ্রহণের হার ১০-১৫ শতাংশ থেকে বেড়ে এখন প্রায় ১৫-২০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। তবে কিডনি বিকল রোগীদের প্রায় ৫০-৬০ শতাংশ ডায়ালাইসিস শুরু করে এক-দেড় বছর পর আর চিকিৎসা চালাতে পারে না। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগের কারণে এ হার কিছুটা কমছে। এই যে বিশালসংখ্যক মানুষ কিডনি রোগে আক্রান্ত হচ্ছে তারা যথাযথ নিয়ম মেনে চললে একটি সন্তোষজনক সংখ্যক মানুষের কিডনি বিকলতা রোধ করা যায়।

পরিমিত পানি পান: একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দুই-তিন লিটার পানি পান করা উচিত। তবে গর্ভবতী মায়েদের অতিরিক্ত ৫০০ মিলিলিটার ও দুগ্ধবতী মায়েদের অতিরিক্ত এক লিটার পানি পান করা উচিত, কারণ আমাদের শরীর থেকে ঘাম ও শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে প্রায় এক লিটার পানি বেরিয়ে যায়। আর শরীরের আবর্জনা বের করতে প্রায় এক লিটার প্রস্রাব হতে হয়। দীর্ঘস্থায়ী কিডনি বিকল রোগীরা এক লিটার আর ডায়ালাইসিস রোগীরা ৭৫০ মিলিলিটার থেকে এক লিটার পানি পান করতে পারেন, কারণ তাদের ক্ষেত্রে প্রস্রাব কমে যায়। তবে সুস্থ মানুষের হঠাৎ করে বমি কিংবা পাতলা পায়খানা হলে হিসাব অনুযায়ী অতিরিক্ত পানি পান করতে হয়। আবার অতিরিক্ত বমি কিংবা পাতলা পায়খানা হলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পানি বেরিয়ে গেলে কিংবা রক্তক্ষরণ হলে আকস্মিক কিডনি বিকল হতে পারে। সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা নিলে আকস্মিক কিডনি বিকল রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে। যথাযথ পরিমাণ পানি পান না করলে কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়।

স্থূলতা রোধ বা ওজন নিয়ন্ত্রণ: স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ওজন ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ, ক্যান্সার ও দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। অস্বাভাবিক ওজন কিডনির গ্লোমেরুলাসের প্রেশার বাড়ায় ও দীর্ঘদিনের অতিরিক্ত চাপ দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ তৈরি করে। স্থূলতা আমরা দেখি বিএমআইয়ের মাধ্যমে। আদর্শ বিএমআই হচ্ছে ১৮.৫-২৩ কেজি/(মিটার)২। রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়া থাকলে ইউরিক এসিড বাড়ার ঝুঁকি থাকে আর ইউরিক এসিড বাড়লে কিডনিতে পাথর হতে পারে। রক্তে কোলেস্টেরল বাড়লে কিডনিতে রক্তপ্রবাহ কমে দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ হতে পারে।

নিয়মিত শরীরচর্চা: আমরা বলে থাকি দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগের অন্যতম কারণ ডায়াবেটিস। ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে সপ্তাহে ১৫০ মিনিট হাঁটা উচিত। পরপর দুদিন যেন হাঁটা বা শরীর চর্চা বাদ না হয়, সপ্তাহে ন্যূনতম তিনদিন যেন শরীরচর্চা করা হয়। শরীরচর্চার ক্ষেত্রে প্রথম ৫-১০ মিনিট হালকা জগিং করতে হবে। তারপর ৫-১০ মিনিট এমনভাবে শরীরচর্চা করতে হবে যেন মাংসপেশির ব্যায়াম হয়। আর শরীরচর্চা সম্পন্ন করার আগের ৫-১০ মিনিট ধীরে ধীরে শরীরচর্চা সম্পূর্ণ করবে।

নিয়মিত শরীরচর্চায় মানসিক অবসাদও কমে, আবার শরীরে ফ্রি রেডিক্যাল কমে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রক্ত সঞ্চালনও বাড়বে।

ধূমপান থেকে বিরত থাকা: ধূমপান ও মাদক সেবনে শরীরের রক্তনালিতে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন হয়। যার কারণে কিডনিসহ বিভিন্ন অঙ্গে রক্ত সঞ্চালন কমে যায়। ফলে দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ হতে পারে। অতিরিক্ত ধূমপান ও মাদক সেবনে যৌনশক্তিও লোপ পায়।

ওষুধ সেবনে সতর্ক হওয়া : প্রায়ই দেখা যায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যথার ওষুধ, অতিমাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার কারণে, বলবর্ধক সিরাপ ও বিভিন্ন হারবাল ওষুধ খাওয়ার কারণে কিডনি বিকল হয়। অপ্রয়োজনে গ্যাসের ওষুধ খেলেও হতে পারে দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ।

পরিমিত ভিটামিন সি খাওয়া : একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রতিদিন ৫০০ মিলিগ্রামের বেশি ভিটামিন সি প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভিটামিন সি কিডনিতে পাথর তৈরি করে। পাথরের যথাযথ চিকিৎসা না করালে কিডনি বিকল হতে পারে। তাছাড়া একসঙ্গে অনেক কামরাঙা খেলে আকস্মিক কিডনি বিকল হওয়ার আশঙ্কা আছে।

পরিমিত লবণ খাওয়া: প্রতিদিন ৫ গ্রামের কম লবণ খাবেন (২.৪ গ্রাম সোডিয়াম)। দিনে সর্বসাকল্যে এক চা চামচ লবণ। কারণ অতিরিক্ত লবণ খাওয়ার কারণে উচ্চরক্তচাপ হতে পারে। যার কারণে হতে পারে দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ। কিডনি বিকল রোগীদের ১৫ শতাংশের কিডনি বিকলের কারণ হচ্ছে উচ্চরক্তচাপ। সুতরাং সবার উচিত পরিমিত লবণ খাওয়া।

ডায়াবেটিস ও উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা: ডায়াবেটিসের কারণে ২৪ শতাংশ রোগীর কিডনি বিকল হয়।

কিডনির সুস্থতায় মনে রাখা জরুরি

পরিচয় ডেস্ক: মানবদেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোর মধ্যে একটি হলো কিডনি। রক্তে জমে যাওয়া আবর্জনা পরিষ্কার করাই কিডনির প্রধান কাজ। কিডনি প্রতিদিন প্রায় ১৭০-১৮০ লিটার পর্যন্ত পানি ও রক্তের অন্যান্য উপাদান ফিল্টার করে। তাই কোনো কারণে কিডনি আক্রান্ত হলে বা কিডনিতে কোনো রকম সংক্রমণ হলে শরীরে একের পর এক নানা জটিল সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। তাই শরীরের সার্বিক সুস্থতা বজায় রাখতে কিডনির যত্ন নেয়া অত্যন্ত জরুরি। আর কিডনি ভালো রাখতে আমাদের কিছু নিয়ম অবশ্যই মেনে চলা উচিত। আসুন জেনে নেয়া যাক কিডনি সুস্থ রাখার কয়েকটি উপায়।

১. পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করতে হবে। কিডনি ভালো রাখতে প্রতিদিন অন্তত ৮-১০ গ্লাস পানি বা তরল খাবার খেতে হবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি খেলে কিডনিতে পাথর হয় না এবং এর স্বাভাবিক কার্যক্রম ঠিক থাকে।

২. লবণ কম খেতে হবে। খাবারে অতিরিক্ত লবণ খাওয়া কিডনির জন্য ক্ষতিকর।

৩. অতিরিক্ত প্রাণিজ প্রোটিন খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। যেমন গরুর মাংস বা এ ধরনের প্রাণিজ আমিষ খেলে কিডনির ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে এবং কিডনির দুর্বল কোষগুলোর ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই প্রাণিজ প্রোটিন এড়িয়ে খাবার তালিকায় ডালজাতীয় প্রোটিন রাখতে হবে। এছাড়া মাছ খাওয়া যেতে পারে।

৪. রক্তচাপ স্বাভাবিক মাত্রায় রাখার চেষ্টা করতে হবে। রক্তচাপ ১৪০/৯০ এর ওপরে থাকলে কিডনিতে সমস্যা হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। কিডনি ভালো রাখতে রক্তচাপ সবসময় ১৩০/৮০ অথবা এর কম রাখার চেষ্টা করতে হবে। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়মিত ব্যায়াম করা ও লবণ কম খাওয়া জরুরি।

৫. ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। কারণ ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে না রাখলে কিডনি রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়। তাই একজন মানুষকে নিয়মিত রক্তের সুগারের পরিমাণ পরীক্ষা করা উচিত। সুগার বেশি থাকলে মিষ্টিজাতীয় খাবার এড়িয়ে চলুন।

৬. ওষুধ খাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। কম-বেশি প্রায় সব ওষুধই কিডনির জন্য ক্ষতিকর। বিশেষ করে ব্যথানাশক ওষুধগুলো কিডনির জন্য সবসময়ই হুমকিস্বরূপ।

৭. প্রয়োজনের বেশি ভিটামিন সি খাওয়া যাবে না। নিয়মিত প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ভিটামিন সি যুক্ত খাবার খেলে কিডনিতে পাথর হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

৮. কোমলপানীয় ত্যাগ করতে হবে। এ ধরনের পানীয়গুলো কিডনির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

৯. ধূমপান ও মদপানের অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। ধূমপান ও মদপানের কারণে ধীরে ধীরে কিডনিতে রক্ত চলাচল কমে যেতে থাকে। ফলে কিডনির কর্মক্ষমতাও হ্রাস পায়।

৯. ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা। রোজ অন্তত ৩০ মিনিট ব্যায়াম করা এবং সুষম খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলা।

১০. নিয়মিত কিডনি পরীক্ষা করাতে হবে। উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস, অতিরিক্ত ওজন অথবা পরিবারের কারো কিডনি সমস্যা থাকলে কিডনি রোগ হয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে। যাদের কিডনি রোগের ঝুঁকি আছে তাদের অবশ্যই নিয়মিত কিডনি পরীক্ষা করানো উচিত।

১১. পর্যাপ্ত ঘুমানোর পাশাপাশি মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা।

আলঝেইমারের লক্ষণগুলো চিনে নিন

পরিচয় ডেস্ক: আলঝেইমার হলো মানুষের মস্তিষ্কের ক্ষয়জনিত একটি রোগ। সচরাচর আলঝেইমার ডিমেনশিয়া বা স্মৃতি হ্রাসের বড় কারণ। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সময়ের সঙ্গে ধীরে ধীরে মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশও ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। একে থামানো কঠিন।

প্রধান লক্ষণ

স্মৃতিশক্তি লোপ : আলঝেইমারে সাময়িকভাবে স্মৃতি লোপ পায়। আক্রান্ত ব্যক্তির চেনা মানুষের নাম, চেনা মুখ, জায়গার নাম, পরিচিত টেলিফোন নম্বর ইত্যাদি ভুলে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটতে থাকে। এই অবস্থা স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডে ব্যাঘাত ঘটায়।

প্রতিদিনের কাজের বিভ্রান্তি : আক্রান্ত ব্যক্তি রান্না করা, বাতি জ্বালানো, টিভি চালানো ও সাধারণ হাটবাজারের হিসাব-নিকাশের মতো প্রতিদিনের স্বাভাবিক কাজ করতে পারে না। অথবা এসব কাজ করতে গিয়ে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে।

ভাষাগত সমস্যা : আলঝেইমারে আক্রান্ত ব্যক্তি স্বাভাবিক ভাষাগত কর্মকাণ্ডে বাধার শিকার হয়ে থাকে। অনেক সময় তারা শিশুদের মতো এলোমেলো কথা বলে।

সময় ও স্থান চিহ্নিত করতে অপারগতা : এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা ধীরে ধীরে সময়জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। সকাল, বিকেল বা রাত বুঝতে তাদের সমস্যা হয়। রাস্তা হারিয়ে অন্যখানে চলে যাওয়া বা বাড়ির রাস্তা খুঁজে না পাওয়া, পরিচিত জায়গা চিনতে অসুবিধা হওয়া বা চিনতে না পারার মতো ঘটনার শিকার হয় এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা।

বিচার-বিবেচনার ক্ষমতা কমে যাওয়া : নিজের অবস্থানে থেকে কী কাজ করতে হবে, আলঝেইমার রোগে আক্রান্ত রোগীরা তা অনেক সময় বুঝতে পারে না। উদাহরণ হিসেবে বলা চলে, কোন অবস্থায় কোন পোশাকটি পরতে হবে, তা বুঝতে কষ্ট হওয়া, রিকশা ভাড়া দেওয়া, বিভিন্ন সময় অন্যমনস্ক হওয়া, নিত্যপ্রয়োজনীয় কোন জিনিস দিয়ে কী করতে হবে, তা বুঝে উঠতে না পারা।

জিনিসপত্র হারিয়ে ফেলা : নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র অদ্ভুত সব জায়গায় রেখে তা বেমালুম ভুলে যাওয়ার ঘটনা ঘটে আলঝেইমারে আক্রান্ত হলে।

মেজাজ ও আচার-আচরণে পরিবর্তন : যখন-তখন মেজাজের পরিবর্তন হওয়া, মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাওয়া, রাগান্বিত হওয়া, অন্যের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা এই রোগের সাধারণ লক্ষণ।

ব্যক্তিত্ববোধের পরিবর্তন : বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিত্বে পরিবর্তন আসা স্বাভাবিক। তবে ডিমেনশিয়ায় ভুগছে এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে। অন্যের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা, সন্দেহপ্রবণ বা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ার ঘটনা ঘটে থাকে এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জীবনে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে কর্মোদ্যম হারিয়ে ফেলা ও ক্লান্তিবোধ স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু আলঝেইমার রোগের ক্ষেত্রে যেকোনো কাজের প্রতিই আকর্ষণ কমে যায়।

রোগের কারণ : আলঝেইমার রোগটি সাধারণত ৬৫ থেকে ৮৫ বছর বয়সী মানুষদের হয়ে থাকে। তবে কম বয়সীদেরও হতে পারে, যদিও এর সংখ্যা খুব কম।

পুরুষ বা নারী যে কারও ডিমেনশিয়া হতে পারে। বিজ্ঞানীরা ডিমেনশিয়ার সঙ্গে বংশগত সম্পর্ক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছেন। দেখা যাচ্ছে, কিছু বিরল ক্ষেত্রে ডিমেনশিয়ার জন্য দায়ী রোগগুলো বংশগত হতে পারে।

বাড়তি লবণ না খেলে হৃদ্রোগের ঝুঁকি কমতে পারে ২০ শতাংশ

পরিচয় ডেস্ক: খাবারের তালিকায় বাড়তি লবণ যোগ না করলে হৃদ্রোগ ও মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে ঝুঁকি ২০ শতাংশ কমতে পারে বলে এক গবেষণায় দাবি করা হয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার অধ্যাপকের নেতৃত্বে পরিচালিত গবেষণাটিকে 'যাবতকালের সবচেয়ে বিস্তৃত'।

প্রতিবেদনে বলা হয়, খাবারে বাড়তি লবণ যোগ করার কারণে হৃদ্রোগ ও অকালমৃত্যুর ঝুঁকি বেড়ে যায়। লবণের পরিমাণ কমিয়ে এনে বা লবণ একেবারে যোগ না করার মাধ্যমে হৃদপিণ্ডের স্বাস্থ্য রক্ষা হতে পারে।

গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, খাবারে যারা কখনো বাড়তি লবণ যোগ করেন না তাঁদের হৃৎস্পন্দনের গতি অস্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনা অন্যদের তুলনায় ১৮ শতাংশ কম। এ ধরনের হৃদ্রোগে অ্যাট্রিয়াল ফাইব্রিলেশন বা এএফ বলে। গত এক দশকে যুক্তরাজ্যে এ রোগ ৫০ শতাংশ বেড়ে ১৫ লাখে পৌঁছেছে।

এএফের কারণে হৃৎস্পন্দনের গতি অনিয়মিত বা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বেশি হয়ে যেতে পারে। এতে মাথা ঘোরানো, শ্বাসকষ্ট ও ক্লান্তি দেখা দিতে পারে। এএফে আক্রান্তদের স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা পাঁচগুণ বেশি।

গবেষক দলের প্রধান দক্ষিণ কোরিয়ার কিয়ুংপুক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের ড. য়ুন জাং পার্ক বলেন, 'আমাদের গবেষণায় পাওয়া তথ্য অনুসারে, খাবারে কম লবণ মেশালে এএফে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমে।'

এ গবেষণার ফলাফল রোববারে আমস্টারডামে অনুষ্ঠিত ইউরোপিয়ান সোসাইটি অব কার্ডিওলজির বার্ষিক সভায় উপস্থাপন করা হবে। এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় হৃদ্রোগ বিষয়ক সভা।

এই জরিপ গবেষণায় যুক্তরাজ্যিত্তিক ইউকে বায়োব্যাংকের ডেটা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ২০০৬ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত ৪০ থেকে ৭০ বছর বয়সী ৫ লাখ মানুষের তথ্য যাচাই করা হয়েছে। যারা আগে থেকে এএফ, করোনারি আর্টারি রোগ, হৃদ্রোগ বা স্ট্রোকে আক্রান্ত তাঁরা গবেষণার আওতার বাইরে।

জরিপের আওতায় প্রত্যেককে কাঁচা লবণ খাওয়ার পরিমাণ জানতে চাওয়া হয়। এক্ষেত্রে চারটি ক্যাটাগরিতে- কতটা ঘনঘন খাওয়া হয়, কখনো না, মাঝেমধ্যে, প্রায়ই, সব সময়- উত্তর জানতে চাওয়া হয়। লবণ খাওয়ার অভ্যাস তাঁদের ওপর কেমন প্রভাব ফেলছে তা জানতে গবেষকেরা ১১ বছর ধরে তাঁদের পর্যবেক্ষণ করেছেন।

যারা খাবারে সব সময় লবণ ব্যবহার করেন, তাঁদের তুলনায় যারা খাবারে কখনো বাড়তি লবণ ব্যবহার করেন না তাঁদের এএফে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ১৮ শতাংশ কম পাওয়া গেছে। যারা মাঝেমধ্যে বাড়তি লবণ খেতেন তাঁদের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ১৫ শতাংশ কম।

যারা খাদ্যাভ্যাস বদলে লবণ খাওয়া কমিয়েছেন তাঁরা হৃদ্রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। 'প্রায়ই' লবণ খাওয়া দলের এএফে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা 'সব সময়' লবণ খাওয়া দলের তুলনায় ১২ শতাংশ কম ছিল।

ব্রিটিশ হার্ট ফাউন্ডেশনের অধ্যাপক জেমস লেইপার বলেন, 'খুব বেশি লবণ খাওয়ার ফলে স্বাস্থ্য ঝুঁকি বেড়ে যায় তা বেশ জানা কথা। দৈনিক ৬ গ্রাম বা এক চামচের বেশি লবণ না খাওয়ার সরকারের পরামর্শ মেনে চললে আমরা সবাই উপকৃত হব।'

ডায়াবেটিসের রোগীরা যেভাবে আম খাবেন

শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য মৌসুমি ফলগুলো এক দারুণ উৎস। এসব ফলের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন, মিনারেলস ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে, যা মৌসুমি রোগব্যাধি থেকে মুক্তি দেয়। এখন চলছে আমের মৌসুম। সাধ্যমতো আম খেতে হবে সবাইকে। তবে ডায়াবেটিসের রোগীদের আম খাওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা বিধিনিষেধ আছে।

আমেরিকান ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন খাদ্য পরিকল্পনায় ফলকে শর্করা হিসেবে গণনা করে। আর ডায়াবেটিসের রোগীদের দৈনিক ১৩০ গ্রামের বেশি শর্করা খাওয়া উচিত নয়। এর মধ্যে নাশতা হিসেবে ১৫ থেকে ৩০ গ্রাম শর্করা রাখা উচিত। এ জন্য রক্তে চিনির পরিমাণ পরীক্ষা করে পরিমাণমতো ফল খেতে হবে।

প্রতিটি খাবারে গ্লাইসেমিক ইনডেক্স ও গ্লাইসেমিক লোড থাকে, যা রক্তে শর্করার মাত্রার ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। এ জন্য যেসব খাবারের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স বা সূচক ৫৫ আর গ্লাইসেমিক লোড ১০-এর নিচে, সেই খাবারগুলো ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য নিরাপদ। আমের গ্লাইসেমিক সূচক ৫১ থেকে ৫৬, যা মাঝারি গ্লাইসেমিক সূচক এবং এর গ্লাইসেমিক লোডও কম। তাই ডায়াবেটিসের রোগীদের রক্তে চিনির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে থাকলে পরিমিত পরিমাণে আম খাওয়া যাবে।

আম খাওয়ার নিয়ম

ডায়াবেটিসের রোগীরা সঠিক পরিমাণে, সঠিক সময়ে, সঠিক উপায়ে আম খেলে গ্লুকোজ বাড়ার প্রভাব কম হবে।

সকালের নাশতায় আম রাখুন। আবার মধ্যকালীন নাশতা হিসেবেও আম রাখতে পারেন। যখন আম খাবেন, তখন অন্য শর্করাযুক্ত খাবার বাদ দেবেন।অবশ্যই পরিমাণমতো আম খাবেন।

বেশি পাকা আমের তুলনায় একটু কম পাকা বা কাঁচা আমকে প্রাধান্য দিন।

মূল খাবারের সঙ্গে আম খাবেন না। এতে রক্তে চিনির স্তর বাড়ার আশঙ্কা থাকে।

সন্ধ্যায় আম খেলে রাতে ভাত বা রুটি কমিয়ে দিন।

যেদিন আম খাবেন, সেদিন ৩০ মিনিট বেশি হাঁটুন।

আমের পরিমাণ আধা কাপের মধ্যে রাখুন। অতিরিক্ত পরিমাণে খেলে রক্তে চিনির পরিমাণ বাড়ার আশঙ্কা থাকে।

আম ছোট ছোট টুকরো করে খান।

প্রতিদিন আম না খেয়ে সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিন খেতে পারেন।

আমের জুস না খেয়ে আস্ত আম খান। এতে আমের আঁশ পাবেন। এটি ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য উপকারী।

আম খাওয়ার দুই ঘণ্টা পর রক্তের গ্লুকোজ মাপুন।

প্রয়োজনে পুষ্টিবিদের পরামর্শ নিন।

যাঁদের রক্তে গ্লুকোজ একেবারে নিয়ন্ত্রণে নেই, তাঁদের ক্ষেত্রে আম এড়িয়ে চলাই ভালো।

তবে মনে রাখা উচিত, প্রত্যেকের শরীর নির্দিষ্ট খাবার ভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া করতে পারে। আমের স্বাস্থ্যকর গুণাগুণ রয়েছে। তবে কী পরিমাণ আম কোন সময় খেলে আপনার শরীরের জন্য ভালো, সেটি মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করুন।

মুগ ডাল দিয়ে মুরগি

উপকরণ : মুরগি-১টি, ভাজা মুগ ডাল-দেড় কাপ, পেয়াজ কুচি-হাফ কাপ, আদা বাটা-হাফ চা চামচ, রসুন বাটা-হাফ চা চামচ, হলুদ গুড়া-হাফ চা চামচ, মরিচ গুড়া-১টে চামচ, দারচিনি-২টুকরা, তেজপাতা-২টি, ধনিয়া গুড়া-হাফ চা চামচ, জিরা গুড়া-হাফ চা চামচ, লবণ-স্বাদমতো, গরম মসলাগুঁড়া-হাফ চা চামচ, কাচা মরিচ-৭/৮ টা, তেল-হাফ কাপ, বাগার দেয়ার জন্য-পেয়াজ কুচি-বড় ২টা, তেল-২টে চামচ।

প্রণালী :ডাল রান্নার এক ঘন্টা আগে ডাল ধুয়ে পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। চুলায় প্যান বসিয়ে তাতে তেল দিতে হবে। তেল গরম হলে তাতে পেয়াজ কুচি দিয়ে নাড়তে হবে। পেয়াজ হালকা ভাজা হলে দারচিনি,তেজপাতা,সব বাটা এবং গুড়ো মসলা দিয়ে নাড়তে হবে। মসলা ২/১ বার নেড়ে এতে সামান্য পানি ও লবণ দিয়ে নেড়ে মসলা কসিয়ে নিতে হবে। এবার মুরগির মাংস দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে মসলার সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

আাবার ও সামান্য পানি দিয়ে মাংস নেড়ে ঢেকে দিতে হবে। অল্প কিছুক্ষণ পরই মাংস আধা সেদ্ধ হয়ে যাবে।তখন দিয়ে দিতে হবে মুগ ডাল।ভালোভাবে নেড়ে পরিমাণমতো পানি দিয়ে দিতে হবে। পানিটা একটু বুঝে দিতে হবে যেন ডালটা সেদ্ধ হয়ে ডালের পানি শুকিয়ে ডালটা মাখা মাখা থাকে। ঢেকে দিতে হবে অল্প সময়ের জন্য। ডাল সেদ্ধ হয়ে ডালের পানি মাখা মাখার চেয়ে একটু বেশি থাকতেই চুলা থেকে নামিয়ে নিতে হবে।

এবার একটা প্যানে তেল গরম করে তাতে পেয়াজ কুচি দিয়ে ভাজতে হবে।পেয়াজ ভেজে ব্রাউন কালার হয়ে গেলে নামিয়ে রাখা ডাল মুরগির তরকারির উপর ঢেলে দিতে হবে। বাগার দেয়ার পর তরকারি চুলায় দিতে হবে। সামান্য ভাজা জিরার গুড়ো তরকারির উপর ছিটিয়ে দিতে হবে। ২/১ বার তরকারি ফুটে উঠলেই চুলা থেকে নামিয়ে নিতে হবে। তাহলেই তৈরি হয়ে যাবে-

তরকারির ঝোল মাখা মাখার চেয়ে একটু বেশি থাকতেই নামাতে হবে। কারণ ডালের তরকারি ঠান্ডা হলে বেশ ঘন হয়ে যায়।

ভাজা ডিম দিয়ে বুটের ডাল

উপকরণ : বুটের ডাল ১ কাপ, পিয়াজকুচি৩ টে চামচ, রসুনকুচি ২ টে চামচ, হলুদ গুঁড়া ১ চা চামচ, মরিচ গুঁড়া ২ চা চামচ. ধনিয়া+ জিরা গুঁড়া ১ চা চামচ, দারুচিনি ৩ টুকরো, এলাচ ৪-৫ টি, তেজপাতা ২ টি, আস্ত রসুন ৩ টি(ইচ্ছে), সরিষার তেল পরিমাণ মত, লবণ স্বাদমতো, ডিম ভাজার জন্য, ডিম(২টি),পিঁয়াজকুচি,কাঁচামরিচ কুচি,লবণ, তেল

প্রণালি : ডাল ভাল করে ধুয়ে কমপক্ষে ১ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখুন।পাত্রে তেল দিয়ে গরম হলে তাতে দারুচিনি,এলাচ ও তেজপাতা দিন।মসলা সুগন্ধ ছাড়লে এতে পিয়াজ ও রসুন কুচি দিয়ে ভাজুন।পিঁয়াজ, রসুন নরম হয়ে আসলে এতে হলুদ-মরিচ-ধনিয়া-জিরা গুঁড়ো দিয়ে পরিমাণ মতো পানি যোগে মসলা ভালো করে কষিয়ে নিন।মসলা তেল ছেড়ে দিলে এতে ডাল যোগ করে আবারও কিছুসময় কষিয়ে নিন।পরিমাণ মতো গরম পানি ও স্বাদমতো লবণ যোগ করে মাঝারি আঁচে রান্না করুন।ডাল ভালভাবে সিদ্ধ হয়ে ঝোল ঘন হয়ে আসলে অপর একটি পাত্রে তেল গরম দিয়ে তাতে ২ টো ডিম পিয়াজ-মরিচকুচি ও স্বাদমতো লবণ দিয়ে লালচে করে ভেজে নিন।এবার এই ভাজা ডিম পছন্দ মতো টুকরো করে নিয়ে ডালে যোগ করে মিনিট পাঁচেক ঢেকে রান্না করুন।এতে ভাজা ডিমের সুন্দর ফ্লেভার খুব ভালভাবে ডালের সাথে মিশে যাবে।

গরম ভাত,পোলাও,পরোটা, রুটি কিংবা নানের সাথে পরিবেশন করুন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন,
টেকআউট,
ক্যাটারিং এবং
ডেলিভারীর
জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

কচুমুখী দিয়ে ইলিশ মাছ

উপকরণ: ইলিশ মাছ ৫-৬ টুকরো, কচুমুখী ২৫০ গ্রাম, পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, হলুদ গুঁড়া হাফ চা চামচ, মরিচ গুঁড়া ১ চা চামচ, আস্ত জিরা আধা চা চামচ, লবণ স্বাদ অনুযায়ী ও তেল প্রয়োজন অনুযায়ী

প্রণালি : মাছ ধুয়ে সামান্য হলুদ, মরিচ ও লবণ মেখে রাখুন মিনিট পাঁচেক।কড়াইয়ে তেল দিয়ে গরম হলে মাছ এপিঠ ওপিঠ করে হালকা ভেজে নিয়ে তুলে রাখুন।এবার মাছ ভাজার তেলে আস্ত জিরা দিয়ে ফুটে উঠলে পেঁয়াজকুচি দিয়ে নরম হওয়া অব্দি ভাজুন।পেঁয়াজ নরম হলে হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া যোগ করে পরিমাণ মত পানি দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন।মসলা তেল ছেড়ে দিলে কচুমুখী ও লবণ যোগ করে আবারও ভাল করে কষিয়ে নিন।পরিমাণ মতো পানি যোগ করুন।ঝোল ফুটে উঠলে মাছ যোগ করে মাঝারি আঁচে রান্না করুন।

ইলিশ মাছের ডিমের ঝোল

উপকরণ : ইলিশ মাছের ডিম ১.৫কাপ, আলু ৩টি, মরিচ গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ, রসুন, বাটা ১ চা চামচ, আদা বাটা আধা চা চামচ, জিরা বাটা আধা চা চামচ, হলুদ গুঁড়া আধা চা চামচ, ধনে গুঁড়া আধা চা চামচ, ধনেপাতা কুচি ১ টেবিল চামচ, কাঁচামরিচ ৩/৪টি, তেল ২ টেবিল চামচ ও লবণ পরিমাণ মতো।

প্রণালি : ইলিশ মাছের মাছের ডিম ভাল করে ধুয়ে নিন। এরপর আলুর খোসা ফেলে আধা ইঞ্চি মাপে কিউব করে কাটুন। এবার চুলায় কড়াই বসিয়ে তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে হালকা বাদামি করে ভেজে ফেলুন। চুলার জ্বাল কমিয়ে রেখে সকল মসলা ও পানি দিয়ে হালকা কষিয়ে নিন।

এখন ডিম দিয়ে আরও পাঁচ মিনিট কষিয়ে নেবার পর ঝোলের জন্য পরিমাণ মতো পানি ঢেলে দিন। কাটা আলুর টুকরো গুলি দিয়ে দিন। এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে কিছুক্ষণ রান্না করুন।

যখন ঝোল ফুটতে শুরু করবে তখন কাঁচামরিচ চিরে নিয়ে উপরে ছিটিয়ে দিন।ঝোল ঘন মাখা মাখা হলে ধনেপাতা কুচি দিয়ে নামিয়ে ফেলুন।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Ghoroa
HALAL
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

বাকস্বাধীনতার অপব্যবহার

১৮ পৃষ্ঠার পর

ফুটেজ সে দেশের পুলিশ নিয়ে গেছে। ওই পর্যন্তই। অর্থাৎ, খুনি, সহিংসতায় উসকানিদাতাদের কোলে বসিয়ে তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বাকস্বাধীনতা, মানবতা এসব বলে চিৎকার করাকে কী বলে আমরা আখ্যায়িত করতে পারি! উল্টো আমরাই এক ধরনের চাপে থাকি। কিন্তু ভারত তো আর আমাদের মতো ক্ষুদ্র রাষ্ট্র নয়, ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করও ছেড়ে কথা বলার মানুষ নন। তাই তার মন্তব্য শুনে মনে হয়েছে, এ যেন আমাদেরই কথা।মহসীন হাবিব সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক।

হঠাৎ কেন ৩৫ হাজার কোটি টাকা খরচ করছে বাংলাদেশ?

১৬ পৃষ্ঠার পর

বলে মনে করা যেতে পারে।

মূল্যায়নের আগেই ক্রয়ের সিদ্ধান্ত:

কোনো টেন্ডার ছাড়াই এবং প্রযুক্তি ও আর্থিক মূল্যায়ন না করেই এয়ারবাস থেকে ১০টি উড়োজাহাজ কেনার চুক্তি স্বাক্ষর করেছে সরকার। ডেইলি স্টার বেশকিছু ঘটনার কথা জানিয়েছে: ৩ মে ২০১৩ তারিখে বিমানের পরিচালনা বোর্ড উড়োজাহাজের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ''আটটি পর্যন্ত রোলস-রয়েস চালিত অ৩৫০-৯০০/১০০০ বিমান ('অ৩৫০ প্যাক্স এয়ারক্রাফট') বা 'অন্য যে কোনো উপযুক্ত বিমা' (প্রশস্ত বা সরু) ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।''

দুই দিনের মধ্যে ৫ মে ২০২৩ তারিখে, প্রধানমন্ত্রী শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা যুক্তরাজ্যের ব্যবসা ও বাণিজ্যবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী লর্ড ডমিনিক জনসনের সঙ্গে একটি যৌথ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি অনুসারে 'বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এয়ারবাস কোম্পানি থেকে ৮টি রোলস-রয়েস চালিত অ৩৫০-৯০০/১০০০ বিমান এবং পণ্যবাহী দুটি এয়ারবাস (আরও আলোচনা সাপেক্ষে) ক্রয় করা হয়েছে।

ডেইলি স্টার বিমানের অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নিয়েছে। যারা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, বাংলাদেশ যখন এয়ারবাস কেনার ঘোষণা দেয় তখন মূল্যায়ন কমিটি মাত্র কয়েকটি নিষ্পত্তিহীন সভা করেছে এবং বিমান 'রাষ্ট্রের কাছে কোনো প্রতিবেদন পেশ করার ধারেকাছেও ছিল না।' ঘটনার প্রকৃতি এবং ক্রমানুযায়ী এই ইঙ্গিত দেয় যে, সরকার পরিবর্তন হলে চুক্তিটি আইনি পর্যালোচনার মুখে পড়বে।

জিয়া হাসান : বাংলাদেশি লেখক এবং অর্থনীতিবিদ। তিনি আলজাজিরা, দ্য স্ট্রেইট টাইমস, দ্য হিন্দু এবং স্ক্রল ইনসহ আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি এবং অর্থনীতির ওপর প্রবন্ধ লিখে থাকেন।(ঈষৎ সংক্ষেপিত এবং নিবন্ধের শিরোনাম পরিবর্তন করা হয়েছে)। দ্য ডিপ্লোম্যাটের সৌজন্যে

ধর্মঘটে যুক্তরাষ্ট্রের ৭৫ হাজার স্বাস্থ্য সুরক্ষাকর্মী

৬ পৃষ্ঠার পর

আমাদের সবার দাবি, সম্মুখসারির কর্মীদের মধ্যে যেন সে লভ্যাংশ ভাগ করে দেওয়া হয়। আমরা সবাই চাই ভালো একটি চুক্তি হোক, যেন আমরা বেঁচে থাকতে পারি।'

ফেলো নার্স স্কারলেট রোচা বলেন, কর্মীদের সংখ্যা কমে যাওয়াটা রোগীদের জন্য ভালো হবে না। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, দিনে ১২ ঘণ্টা কাজ করা, ২৬ জন রোগীর বিপরীতে মাত্র একজন নার্স কোনো আদর্শ সংখ্যা হতে পারে না। এক জায়গায় অনেক রোগীকে নিয়ে কাজ করতে গেলে তা নার্সের জন্যও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে না।

ধারণা করা হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়া, কলোরাডো, অরিগন ও ওয়াশিংটনে কাইজার পারমানেন্টের এলাকাগুলোয় তিন দিনের এ ধর্মঘটের প্রভাব পড়বে। ওয়াশিংটন, ডিসি ও ভার্জিনিয়ার কিছুসংখ্যক কর্মী ২৪ ঘণ্টার কর্মবিরতিতে গেছেন।

কাইজার কর্তৃপক্ষ বলেছে, কেন্দ্রীয়ভাবে আলোচনার পথ খোলা আছে। তবে তারা বলছে, এর জন্য স্বাভাবিকের বেশি সময় অপেক্ষা করতে হবে। গত মঙ্গলবার (০৩ অক্টোবর) কাইজারের মুখপাত্র সাংবাদিকদের বলেন, 'আলোচনা চলছে।'-এএফপি

ডলার সংকটে বড় হচ্ছে বাংলাদেশের আর্থিক হিসাবের ঘাটতি

১০ পৃষ্ঠার পর

থেকে ১১৪ টাকা আর খোলাবাজারে বিক্রি হচ্ছে ১১৬ থেকে ১১৮ টাকা।

এমন অবস্থায় ডলারের দাম সামনে আরও বাড়বে এই আশঙ্কায় দেশি উদ্যোক্তারা বিদেশি ঋণ নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। উল্টো আগের নেওয়া ঋণ শোধ করছে। অনেকে খরচ বেড়ে যাওয়ার শঙ্কায় মেয়াদ বাকি রয়েছে, এমন ঋণও শোধ করে দিচ্ছে। এর ফলে গত দেড় বছরে প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলার বা ৫০০ কোটি ডলার বিদেশে পাঠাতে হয়েছে। এ সময় রপ্তানি আয় খুব বাড়েনি। হুন্ডি ও অর্থপাচারের কারণে রেমিট্যান্স নেতিবাচক অবস্থা দেখা যাচ্ছে। ফলে ডলার সংকট চরম আকার সৃষ্টি হয়েছে।

চলতি হিসাবের ভারসাম্য (কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স)

চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত থাকার অর্থ হলো নিয়মিত লেনদেনে দেশকে কোনো ঋণ করতে হচ্ছে না। আর ঘাটতি থাকলে সরকারকে ঋণ নিয়ে তা পূরণ করতে হয়। সেই হিসাবে উন্নয়নশীল দেশের চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত থাকা ভালো।

সবশেষ তথ্য বলছে, জুলাই ও আগস্টে চলতি হিসাবে উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১০ কোটি ৮০ ডলার। আগের অর্থবছরে একই সময়ে এই হিসাব ঘাটতি ছিল ১৪৬ কোটি ডলার।

ওভারঅল ব্যালেন্স

সামগ্রিক লেনদেনে (ওভারঅল ব্যাল্যান্স) বড় ঘাটতিতে পড়েছে বাংলাদেশ। অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে সামগ্রিক লেনদেনের (ঋণাত্মক) পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৬৯ কোটি ৫০ লাখ ডলার। এ সূচকটি আগের বছর একই সময় ঘাটতি ছিল ২২১ কোটি ৮০ লাখ ডলার।

আলোচিত সময় ৩৫৭ কোটি ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। আগের বছর একই সময় পাঠিয়েছিলেন ৪২২ কোটি ডলার। জুলাই-আগস্টে আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে রেমিট্যান্স কমেছে ১৩ দশমিক ৫৫ শতাংশ।

বিদেশি বিনিয়োগ

দেশে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) সামান্য বেড়েছে। গত ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে বাংলাদেশ যেখানে ৯৫ কোটি ৫০ লাখ ডলারের এফডিআই পেয়েছিল। চলতি অর্থবছরে একই সময় এসেছে ৯৮ কোটি ৫০ লাখ ডলার।

বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে সরাসরি মোট যে বিদেশি বিনিয়োগ আসে, তা থেকে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান মুনাফার অর্থ নিয়ে যাওয়ার পর যেটা অবশিষ্ট থাকে সেটাকে নিট এফডিআই বলা হয়।

আলোচিত অর্থবছরে নিট বিদেশি বিনিয়োগ সামান্য বেড়েছে। এ সূচকটি আগের বছরের চেয়ে ২ দশমিক ৩৭ শতাংশ বেড়ে ৩৪ কোটি ৫০ লাখ ডলার হয়েছে। আগের অর্থবছরে এ সময় নিট বিদেশি বিনিয়োগ ছিল ৩৩ কোটি ৭০ লাখ ডলার।

তবে আলোচিত সময় নিট বিদেশি বিনিয়োগ (বিবিধ) ২৩৬ কোটি ৮০ লাখ ডলার কমে গেছে। যা আগের বছরে কমেছিল ৫৮ কোটি ৮০ লাখ ডলার।

একইসঙ্গে আলোচিত সময়ে দেশের শেয়ারবাজারে বিদেশি বিনিয়োগ (পোর্টফলিও ইনভেস্টমেন্ট) এসেছে ৪ লাখ ডলার। তার আগের অর্থবছরের শেয়ারবাজারে বিদেশি বিনিয়োগ ছিল ৪ লাখ ডলার।

এদিকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ৪৭০ কোটি ডলারের ঋণের অন্যতম শর্ত ছিল গত জুনে প্রকৃত (নিট) বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থাকতে হবে ২ হাজার ৪৪৬ কোটি ডলার। শর্ত অনুযায়ী সেই পরিমাণ রিজার্ভ রাখতে পারেনি বাংলাদেশ ব্যাংক।

আইএমএফ-এর শর্তের মধ্যে অন্যতম ছিল জুনে প্রকৃত রিজার্ভ ২ হাজার ৪৪৬ কোটি ডলার রাখা, সেপ্টেম্বরে তা ২ হাজার ৫৩০ কোটি ডলার এবং ডিসেম্বরে ২ হাজার ৬৮০ কোটি ডলার রাখতে হবে।

এখন রিজার্ভের তিন ধরনের তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। যেমন, মোট রিজার্ভ, বিপিএম ৬ অনুযায়ী রিজার্ভ ও প্রকৃত রিজার্ভ। দুই ধরনের হিসাব (মোট রিজার্ভ, বিপিএম ৬) বাংলাদেশ ব্যাংক প্রকাশ করলেও প্রকৃত রিজার্ভের তথ্য প্রকাশ করছে না। তবে প্রকৃত রিজার্ভের তথ্য নিয়মিত আইএমএফকে জানাচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রকাশিত তথ্য বলছে, গত জুনে দেশের মোট (গ্রস) রিজার্ভ ছিল ৩ হাজার ১২০ কোটি ডলার। আইএমএফের হিসাব পদ্ধতি বিপিএম ৬ (ব্যাল্যান্স অব পেমেন্ট অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট পজিশন) অনুযায়ী জুনে রিজার্ভ ছিল ২ হাজার ৪৭৫ কোটি ডলার।

সর্বশেষ ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট রিজার্ভ আছে ২ হাজার ৭০৫ কোটি ডলার আর বিপিএম ৬ অনুযায়ী আছে ২ হাজার ১১৫ কোটি ডলার।এর বাইরেও প্রকৃত রিজার্ভের আরেকটি তথ্য আছে, যা প্রকাশ করেনি বাংলাদেশ ব্যাংক। সুত্র ঢাকা পোষ্ট

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA
আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন

২০ বছরের অভিজ্ঞতা

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল

আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

MLS

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

- TAX FILING
- NOTARY PUBLIC
- IMMIGRATION
- TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

বাংলাদেশে ডলারের দাম নিয়ে আইএমএফের ক্ষোভ

১০ পৃষ্ঠার পর

প্রতিনিধিদল। বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে বৈঠকে ডলারের দাম নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তারা।

মূলত বাজার ভিত্তিক ডলার রেটের শর্ত পূরণ না করায় চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছে আইএমএফ প্রতিনিধিদল। বিশেষ করে রেমিট্যান্স, রপ্তানি ও আমদানিকারকদের জন্য ভিন্ন দর বেঁধে দেওয়াকে অবাস্তব হিসেবে দেখছেন তারা। এমনকি বাংলাদেশ ব্যাংক রিজার্ভ থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাছে যে দরে ডলার বিক্রি করে সেটিও বাজার ভিত্তিক নয় বলে মনে করে আইএমএফ। বাজার ভিত্তিক ডলার রেট না করায় রিজার্ভ আশঙ্কাজনক হারে কমছে বলে মনে করে আইএমএফ প্রতিনিধিদল। পাশাপাশি বাংলাদেশ ফরেন একচেঞ্জ ডিলার অ্যাসোসিয়েশন (বাফেদা) কর্তৃক ডলারের দাম নির্ধারণ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চান তারা। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের নানা প্রশ্ন করেন তারা। তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কোনো জবাবে সন্তোষ প্রকাশ করেনি আইএমএফ। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। বৃহস্পতিবার (৫ অক্টোবর) ডলার বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও আইএমএফের মধ্যে এসব আলোচনা হয়। এদিন সকালে আইএমএফকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আবারও ঋণের সুদহার বাড়ায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক। মাত্র একদিনের ব্যবধানে ঋণের সুদহার বাড়ানোর এমন সিদ্ধান্ত নিলো আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। মূল্যস্ফীতি সামাল দিতেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নতুন সিদ্ধান্তে সিক্স মান্থ মুভিং এভারেজ রেট বা স্মার্ট (ঝগঅজঞ) এর সঙ্গে মার্জিন বাড়িয়ে সাড়ে ৩ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে। একই সঙ্গে প্রি-শিপমেন্ট রপ্তানি ঋণের সুদহারও নির্ধারণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে স্মার্ট- এর সঙ্গে সর্বোচ্চ ২ শতাংশের বদলে সর্বোচ্চ ২ দশমিক ৫ শতাংশ মার্জিন যোগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সূত্র জানায়, তারল্য সংকট এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঘাটতি নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে দেশের ব্যাংক ব্যবস্থপনায়। যা রিজার্ভ কমাতে সরাসরি প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে। আইএমএফ জানিয়েছে, রিজার্ভ থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাছে যে ডলার বিক্রি করে বাজার স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা চলছে- তা বাজার ভিত্তিক নয়। রেমিট্যান্স, রপ্তানি ও আমদানিকারকদের জন্য বেঁধে দেওয়া দরকেও অবাস্তব হিসেবে দেখছে প্রতিনিধিদলটি। এদিকে, ঋণের সুদহার নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৃহস্পতিবারের নির্দেশনায় বলা হয়, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে দেশের অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতির ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। এ অবস্থায় মূল্যস্ফীতি পর্যায়ক্রমে হ্রাস করার লক্ষ্যে ঋণের সুদহার নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্মার্ট এর সঙ্গে সর্বোচ্চ ৩ শতাংশের স্থলে সর্বোচ্চ ৩ দশমিক ৫ শতাংশ মার্জিন যোগ করে সুদহার নির্ধারণ করতে হবে। এছাড়া প্রি-শিপমেন্ট রপ্তানি ঋণের সুদহার নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্মার্ট এর সঙ্গে সর্বোচ্চ ২ শতাংশের স্থলে সর্বোচ্চ ২ দশমিক ৫ শতাংশ মার্জিন যোগ করে সুদহার নির্ধারণ হবে। তবে কৃষি ও পল্লি ঋণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মার্জিন ২ শতাংশ অপরিবর্তিত থাকবে।

মূল্যস্ফীতি বাড়ার কারণ হিসেবে এতদিন মূলত ডলারের মূল্যবৃদ্ধিকে দায়ী করে আসছিল বাংলাদেশ ব্যাংক। সেটা থেকে বেরিয়ে এসে এখন সুদহার বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতি কমানোর চেষ্টা করছে। সাধারণত সুদের হার বাড়লে মানুষ ব্যাংকে আমানত রাখতে উৎসাহিত হন। সবশেষ সেপ্টেম্বর মাসে দেশে সার্বিক মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমেছে। মাসটিতে সার্বিক মূল্যস্ফীতি কমে ৯ দশমিক ৬৩ শতাংশে নেমেছে, যা আগের মাস আগস্টে ছিল ৯ দশমিক ৯২ শতাংশ। তবে সেপ্টেম্বরে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১২ শতাংশের ওপরেই ছিল। আগের মাস আগস্টে যা ১২ দশমিক ৫৪ শতাংশে ওঠে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) গত মঙ্গলবার মূল্যস্ফীতির তথ্য প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যায়, সেপ্টেম্বর মাসে গ্রামে সার্বিক মূল্যস্ফীতি সামান্য কমে ৯ দশমিক ৭৫ শতাংশ হয়েছে। আগের মাস আগস্টে যা ছিল ৯ দশমিক ৯৮ শতাংশ। অন্যদিকে সেপ্টেম্বর মাসে শহরে সার্বিক মূল্যস্ফীতি হয়েছে ৯ দশমিক ২৪ শতাংশ, আগস্টে যা ছিল ৯ দশমিক ৬৩ শতাংশ।

ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশে লাগামহীন ভাবে কমছে টাকার মান

১০ পৃষ্ঠার পর

টাকা। ২০২০ সালের শেষ দিনে প্রতি ডলারের দাম ছিল ৮৪ টাকা ৮০ পয়সা। ব্যাংক কর্মকর্তারা বলছেন, বাজারে ডলারের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। বর্তমানে অধিকাংশ ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ডলার সহায়তা পাচ্ছে। বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো কৃষকদের জন্য সার ও জ্বালানির এলসি খুলতে বেশি ডলার নিচ্ছেন। অন্যান্য ব্যাংকগুলোকেও রিজার্ভ একটি লম্বা সময় ধরে ডলার সাপোর্ট দিয়ে আসছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এসব কারণে টাকার মান কমতে পারে বলে তারা মনে করছেন। এদিকে ২০২০ সালে দেশে করোনার কারণে ডলারের চাহিদা কমে যায়। একই বছরে আয়ের পরিমাণ বেশি ছিল। এর ফলে ঐ বছর টাকার মান বেড়েছিল। অন্যান্য সময়ে ডলারের দাম বেড়েছে ১ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশ পর্যন্ত। তবে গত পাঁচ বছরে টাকার মান কমেছে ২৪ শতাংশ। আর এক বছরে টাকার মানের রেকর্ড ১৬ শতাংশ পতন হয়েছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. আলাউদ্দিন মজুমদার অর্থসূচককে বলেন, ডলারের দাম বেড়ে যাওয়ায় মূল্যস্ফীতির চাপ ক্রমাগত বাড়ছে। কারণ আমাদের উৎপাদন বিদেশি কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল, যেগুলো বেশি দামে কিনতে হচ্ছে। আরেকটি খারাপ দিক হলো মুদ্রা হিসেবে টাকা আস্থার সংকটে পড়েছে। অর্থপাচার রোধ করতে পারলে এবং ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স আনার ব্যবস্থা করতে পারলে এই সংকট সমাধান করা সম্ভব বলে তিনি করে করেন।

তথ্য অনুযায়ী, ২০১০ সালে প্রতি ডলার কিনতে খরচ হতো ৭০ টাকা ৬১ পয়সায়। এর আগের বছর অর্থাৎ ২০০৯ সালে যা ছিলো ৬৯ টাকা ১৭ পয়সা। ঐ এক বছরে ডলারের বিপরীতে টাকার মান কমেছিলো ২ দশমিক ০৮ শতাংশ। এরপর থেকে ৫ বছর পর্যন্ত প্রতিবছর প্রায় একই হারে টাকার মান কমেছিল। আট বছর আগে অর্থাৎ ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে এক ডলারের দাম বেড়ে দাঁড়ায় ৭৮ টাকা ৬০ পয়সা। পরের বছর (২০২৬) শেষে ডলার দাম প্রায় একই অবস্থানে ছিল। ঐ এক বছরে ডলারের দাম মাত্র দুই পয়সা বাড়ার কারণে টাকার মান কমেছিলো দশমিক ০৩ শতাংশ। এরপরে ২০১৭ সালে প্রতি ডলারের দাম বেড়ে দাঁড়ায় ৮২ টাকা ৫৫ পয়সা, ২০১৮ সালে ৮৩ টাকা ৯০ পয়সায়, ২০১৯ সালে ডলারের দাম বেড়ে হয় ৮৪ টাকা ৯০ পয়সা। বাংলাদেশে সাধারণত প্রতি বছর ডলারের দাম বাড়ে। তবে ২০২০ সালে কিছুটা ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটে। কারণ ঐ বছর করোনার কারণে পণ্য সরবরাহ বন্ধ ছিল। এতে পণ্য আমদানিতে ব্যাপক প্রভাব পড়ে। আমাদনি কমে যাওয়ায় ও প্রবাসী আয় বাড়ায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে বড় উত্থান হয়। ফলে ঐ বছর ডলারের দাম উল্টো ১০ পয়সা কমেছিলো।

এদিকে বুধবার (৪ অক্টোবর) পর্যন্ত সময়ে আইএমএফের হিসাব পদ্ধতি বিপিএম ৬ অনুযায়ী, দেশে রিজার্ভ আছে ২ হাজার ১০৫ কোটি ডলার। রিজার্ভের এই পরিমাণ অর্থ দিয়ে তিন মাসের আমদানি ব্যয় বহন করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশকে ৪৭০ কোটি ডলারের ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন করার সময় বেশ কিছু শর্ত দিয়েছিলো আইএমএফ। এই ঋণের প্রথম কিস্তির ৪৭ কোটি ৬২ লাখ ৭০ হাজার ডলার গত ফেব্রুয়ারিতে পায় বাংলাদেশ।

Sheikh Salim
Attorney At Law
Accidents- Personal Injury
Auto/Train/Bus/taxi, Slip & Fall, Building & Construction, Wrongful Death, Medical Malpractice, Defective Products, Insurance Law, No Fee Unless we win.
IMMIGRATION- Asylum-Deportation-Exclusion, H.P.J. R Visas, Labor Certification, Appeals and All Other Immigration Matters / Canadian Immigration
Real Estate & Business Law-
Residential & Business Closings, Incorporation, Partnership, Leases, Liquor & Beer Licenses,
Divorce ◻ Bankruptcy ◻ Civil ◻ Criminal Matters.
225 Broadway, Suite 630, New York, NY 10007
Tel: (212) 564-1619 Fax: 212 564 9639
Call For Appointment

Law Office of Mahfuzur Rahman

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।
Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)
◆ ব্যাংক্রাপ্সী
◆ ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
◆ রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
◆ উইল্‌স
◆ ইনকোর্পোরেশন
◆ ক্রেডিট কনসলিডেশন
◆ পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
◆ মর্গেজ
◆ ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
◆ ট্যাক্স ম্যাটার
Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেল্‌স ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
নোটারী পাবলিক
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
IRS
Notary Public
J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.
TAX
★ Personal Tax
★ Business Tax
★ Sales Tax
★ Business Setup
IMMIGRATION PAPER WORK
★ Citizenship Application
★ Family Petition
★ Green Card Renew
★ All Kinds of Affidavits
NOTARY PUBLIC

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

KT KHAN'S TUTORIAL

Brooklyn Grand Opening

Join us as we re-launch our 6th location and head back to our roots in Church Avenue Brooklyn!

Esteemed Guests

- Brooklyn Community/Political Leaders
- Bangladesh Consul General
- Media/Press and many more!

When: October 7th, 2023

Time: 2:00 - 3:30 PM

Address: 188 Dahill Road, Brooklyn, NY 11218

পারমাণবিক শক্তি শান্তিরক্ষায় ব্যবহার করব

৯ পৃষ্ঠার পর

স্বাক্ষর অনুষ্ঠান এবং বিশেষ আতিথেয়তার স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, '২০১৩ সালের ২ অক্টোবর প্রকল্পটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছি। এখন পর্যন্ত আপনার সর্বাত্মক সহযোগিতায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে।'

সরকারপ্রধান বলেন, '২০১৭ ও ২০১৮ সালে আমি এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ও দ্বিতীয় ইউনিটের কংক্রিট ঢালাইয়ের উদ্বোধন করি। ২০২১ ও ২০২২ সালে০কেন্দ্রের যথাক্রমে ইউনিট-১ ও ইউনিট-২ এর রিঅ্যাক্টর প্রেশার ভেসেল স্থাপন করি। আজ এ কেন্দ্রে পারমাণবিক জ্বালানি সংযুক্ত হল।'

তিনি বলেন, 'বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলকে রাশান ফেডারেশন যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়েছে। যেহেতু বন্ধুপ্রতিম ভারতেও একই রকম একটি প্রকল্প হচ্ছে, সে জন্য আমাদের কিছু জনবলকে প্রশিক্ষণের জন্য আমরা ভারতে প্রেরণ করেছি।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'এ বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনার জন্য আমরা পৃথক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে 'নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড' নামে একটি কোম্পানি গঠন করেছি। যেকোনো ধরনের দুর্যোগে আমাদের এ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে দিকটা খেয়াল রেখে এ প্লান্টের ডিজাইন প্রণয়ন এবং নির্মাণকাজ পরিচালনা করা হচ্ছে। তাছাড়া ব্যবহৃত জ্বালানি (স্পেন্ট ফুয়েল) ব্যবস্থাপনার জন্য আমরা রাশান ফেডারেশনের সঙ্গে চুক্তি সই করেছি। রাশান ফেডারেশন এসব স্পেন্ট ফুয়েল তাদের দেশে ফেরত নিয়ে যাবে।'

সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নকাজের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'অনেক চড়াই-উতরাই পার হয়ে আমাদের প্রিয় স্বদেশ আজ পৃথিবীর বুকে উন্নয়নের রোল মডেল। আমরা এসডিজি পুরস্কার, 'চ্যাম্পিয়ান অব দি আর্থ' পুরস্কার, 'সাউথ-সাউথ' পুরস্কার অর্জন করেছি। তাছাড়া জাতিসংঘে কমিউনিটি ক্লিনিকসংক্রান্ত স্বীকৃতিসহ অনেক আন্তর্জাতিক সম্মাননা ও পুরস্কার লাভ করেছি।'

তিনি বলেন, 'আমরা জাতির পিতার আদর্শ ধারণ করে দেশ পরিচালনা করছি। বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য দারিদ্র্য দূরীকরণ, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা, সর্বজনীন শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু ও মাতৃ-স্বাস্থ্যসেবা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে অনুকরণীয় দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছে।'

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণায় অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, 'গত ১৫ বছরে যোগাযোগ খাতে দেশে বৈপ্লবিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ সুফল নিয়ে এখন আমাদের তরুণ প্রজন্ম চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তিজ্ঞান আহরণ করছে। আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমনস্ক তরুণ প্রজন্মই "স্মার্ট বাংলাদেশ" বিনির্মাণের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নপূরণ করবে।'

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার আরেকটি পদক্ষেপ রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরো বলেছেন, বাংলাদেশ আগামীতে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে উঠবে। রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র সেই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার আরেকটি পদক্ষেপ।

বৃহস্পতিবার (৫ অক্টোবর) নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদনের জ্বালানি 'ফ্রেশ নিউক্লিয়ার ফুয়েল' বা ইউরেনিয়াম আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি। অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার (আইএইএ) মহাপরিচালক রাফায়েল গ্রসি।

অনুষ্ঠানে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেন, বাংলাদেশ রাশিয়ার পরীক্ষিত বন্ধু। এই বন্ধুত্বের ভিত্তি হচ্ছে সমতা ও সম্মান।

রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রের গ্রাজুয়েশন অনুষ্ঠানে পুতিন আরও বলেন, ভবিষ্যতেও এই কেন্দ্রের সাথে থাকবে তার দেশ। ২০২৪ এ প্রথম ইউনিট ও ২০২৬ সালে দ্বিতীয় ইউনিট উৎপাদন শুরুর ঘোষণা দেন তিনি।

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

KARNAFULLY
TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER | Direct Deposit | ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT

Members: NSA NATP | Member of AICPA | naea | NOTARY PUBLIC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

SE CI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

ভালো নেই বাংলাদেশের অর্থনীতি

১০ পৃষ্ঠার পর

অব্যাহত অনিশ্চয়তার মধ্যে অর্থনীতি আরও ধীর হতে পারে এবং নিম্নমুখী প্রবণতা আরও গভীর হতে পারে। তার মানে কর্মসংস্থানের সুযোগ কমবে এবং আয় কমবে। সুতরাং, জনগণের দুর্ভোগ আরও বাড়বে।'

এমনিতেই রেকর্ড মূল্যস্ফীতির কারণে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের মানুষ সংকটের মধ্যে আছে।

বর্তমান পরিস্থিতির জন্য নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে বাহ্যিক কারণগুলোকে দোষারোপ করার প্রবণতা থাকলেও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক এই প্রধান অর্থনীতিবিদ বলছেন, যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট বৈশ্বিক সংকটকে দোষারোপ করে কোনো লাভ নেই। প্রতিবেশী ভারত ও শ্রীলঙ্কাসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো মুদ্রাস্ফীতির হার কমিয়েছে। শুধু তাই নয় চলমান সংকটের মধ্যে তারা অর্থনীতিকে আরও ভালোভাবে পরিচালনা করেছে।

তিনি বলেন, 'আমাদের অভ্যন্তরীণ নীতির মধ্যে সমস্যা আছে। আমরা মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। আমাদের বেশিরভাগ সমস্যার জন্য অভ্যন্তরীণ নীতিগত ব্যর্থতা দায়ী।'

এর মধ্যে বিপুল সংখ্যক মানুষ চাকরির জন্য বিদেশে যাওয়ার পর প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স বাড়ার কথা ছিল। তবে, ব্যাংক ও অন্যান্য বৈধ মাধ্যমে মানি ট্রান্সফারে প্রদত্ত ডলারের হার এবং অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলের মধ্যে একটি বড় ব্যবধান থেকে গেছে। এটি প্রবাসীদের কাছ থেকে বেশি রেমিট্যান্স পেতে অন্যতম বাধা।

অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলের সঙ্গে ডলার প্রতি ৮ টাকা পর্যন্ত ব্যবধান থাকে, যা মূলত দরিদ্র অভিবাসী শ্রমিকদের পরিবার ও আত্মীয়স্বজনদের কাছে অর্থ পাঠানোর ক্ষেত্রে হুন্ডি অপারেটর বা অবৈধ চ্যানেলের দিকে প্রলুব্ধ করছে।

বাজার-ভিত্তিক বিনিময় হার এই পার্থক্য কমাতে পারে, অথচ বিশেষজ্ঞরা বারবার সুপারিশ করলেও এটি এখনো কার্যকর হয়নি।

পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশের ভাইস চেয়ারম্যান সাদিক আহমেদ মনে করেন, তিন মাসের তথ্য-উপাত্ত থেকে বিস্তৃত অর্থনৈতিক প্রভাব নিয়ে মন্তব্য করা কঠিন।

তবে তিনি মন্তব্য করেন, 'প্রথম তিন মাসে রপ্তানি ও আমদানি প্রবৃদ্ধির মন্দা ২০২০-২৩ অর্থবছরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর মানে হলো অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে স্থিতিশীল ব্যবস্থা ও কাঠামোগত সংস্কারের প্রয়োজন আছে।'

বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের প্রধান অর্থনীতিবিদসহ বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করা সাদিক আহমেদ বলেন, 'রপ্তানি মন্দা তৈরি পোশাক খাতের বাইরের পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধিতে অব্যাহত সক্ষমতার অভাবের প্রতিফলন।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. দীন ইসলাম বলেন, 'বাজার সংশ্লিষ্টদের অনেকেই মনে করেন- যেহেতু বিনিময় হার কৃত্রিমভাবে কম রাখা হয়েছে, তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক শেষ পর্যন্ত তা সমন্বয় করতে বাধ্য হবে। এর ফলে, বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ কমছে, কারণ অনেকে বৈদেশিক মুদ্রা ধরে রাখতে পছন্দ করে।'

তিনি বলেন, নির্বাচনের আগে মূলধন বহির্গমন ও রেমিট্যান্স পাঠাতে অবৈধ বা অনানুষ্ঠানিক চ্যানেল ব্যবহারসহ অন্যান্য প্রচলিত কারণ রেমিট্যান্স প্রবাহে প্রভাব ফেলেছে।

দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ নেতিবাচক বাণিজ্য ভারসাম্যের সঙ্গে লড়াই করেছে, কারণ আমাদের আমদানি বিল পরিশোধ রপ্তানি আয়ের চেয়ে বেশি। এমন পরিস্থিতিতে, অভিবাসী শ্রমিকদের পাঠানো রেমিট্যান্স দেশের অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঢাল হিসেবে কাজ করেছে।

তিনি বলেন, 'দুর্ভাগ্যবশত সাম্প্রতিক মাসে রেমিট্যান্স উদ্বেগজনকভাবে কমেছে। যা অবশ্যই উদ্বেগের বিষয়।'

গত দেড় বছরে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্য প্রায় ২৮ শতাংশ কমেছে।

তার মতে, সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, তাহলে আমদানির ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে। উভয় ক্ষেত্রেই মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পাবে, জনগণের ক্রয় ক্ষমতা কমবে এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম কমবে। ফলে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধীর হতে পারে।

তিনি বলেন, 'সাম্প্রতিক রেমিট্যান্সের প্রবাহ কমার জন্য নির্বাচনকে ঘিরে বিরাজমান অনিশ্চয়তাকেও দায়ী করা যেতে পারে। এই অনিশ্চয়তা দেশের ভবিষ্যত অর্থনৈতিক সম্ভাবনা নিয়ে জনগণের প্রত্যাশার ওপরও প্রভাব ফেলছে।'

একজন উদ্যোক্তা বলছেন, শিল্প ব্যবহারের পণ্য আমদানি করতেও ব্যবসায়ীরা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন।

তিনি বলেন, 'গ্যাসের দাম বেশি ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের কোনো নিশ্চয়তা নেই। মানুষ রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার চেয়ে তাদের দৈনন্দিন কাজ নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন।' এই উদ্যোক্তা রাজস্ব কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতি ব্যবসাবান্ধব মনোভাব দেখানোর আহ্বান জানান।

কী করা যেতে পারে?

সাদিক আহমেদের মতে, রপ্তানি প্রবৃদ্ধি দুই অঙ্কে ফিরিয়ে আনতে পোশাক পণ্যের বাইরে অন্যান্য পণ্য রপ্তানির দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। দেশের রপ্তানি বহুমুখী করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে বিশেষ করে ২০২২-২৩ অর্থবছরে কার্যকর বিনিময় হারের অতিরিক্ত মূল্যায়নের কিছু সংশোধন হয়েছে। কিন্তু বাণিজ্য সুরক্ষা অবিচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত আছে। এজন্য বাজারভিত্তিক বিনিময় হারের পাশাপাশি আমদানি শুল্কসহ অন্যান্য প্যারা-ট্যারিফ যেমন সম্পূরক শুল্ক এবং নিয়ন্ত্রক শুল্ক কমানো প্রয়োজন। বাণিজ্য সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতিও প্রয়োজন হবে।'

আমদানিকারকদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও উৎপাদনে ব্যবহৃত পণ্য কেনার সুযোগ দিতে বিনিময় হার ও আমদানি বিধিনিষেধ তুলে নেওয়ার পরামর্শ দেন এই অর্থনীতিবিদ। তবে দীন ইসলাম স্বল্পমেয়াদে বর্তমান দুর্দশার কোনো সমাধান দেখছেন না। তিনি বলেন, অর্থনীতি নিয়ে উচ্চাশা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সঙ্গে জড়িত। তবুও, কিছু বাজারমুখী নীতি গ্রহণ করা হলে পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে।

প্রথমত, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি নমনীয় বিনিময় হার ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

দ্বিতীয়ত, আন্ডার বা ওভার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে কার্যকরভাবে বৈদেশিক মুদ্রার বহিঃপ্রবাহ কমাতে শুল্ক কার্যক্রম জোরদারের প্রয়োজন আছে।

তৃতীয়ত, গার্মেন্টস শিল্প বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রভাবশালী হলেও, এটি আমদানি করা উপকরণের ওপর নির্ভরশীল। এটি মোকাবিলায় রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও কম আমদানির খাতগুলোকে উৎসাহিত করার প্রচেষ্টা শুরু করতে হবে।- সোহেল পারভেজ, ডেইলি ষ্টার

সীমান্তে নতুন করে প্রাচীর নির্মাণ, ভোল পাল্টে ট্রাম্পের দেখানো পথে হাঁটছেন বাইডেন

৭ পৃষ্ঠার পর

৫৬০ মাইল সীমান্ত দেয়াল নির্মাণ করে আমি ঠিক কাজই করেছি।

রিপাবলিকান সিনেটর মার্শা ব্ল্যাকবার্ন তাঁর এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক পোস্টে বলেছেন, এখন বাইডেন প্রায় ২০ মাইল নতুন প্রাচীর দ্রুত নির্মাণ করতে যাচ্ছেন। সীমান্তে প্রাচীর যে কাজে দেয়, সে কথা অবশেষে তিনি বুঝতে পেরেছেন। ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে নিজের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে মেক্সিকো সীমান্তে আর এক ফুট দেয়ালও নির্মাণ করবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বাইডেন। কিন্তু যেভাবে মেক্সিকো সীমান্ত দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ অভিবাসীদের প্রবেশ বাড়ছে, তাতে নির্বাচনের আগে প্রেসিডেন্ট হিসেবে বাইডেনের জন্য বিষয়টি খুবই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে।

দেয়াল নির্মাণের এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বাইডেন এখন নিজ দল এবং বিরোধী দল উভয় দিক থেকেই আক্রমণের স্বীকার হচ্ছেন। কারণ এই ডেমোক্রেটরা এতদিন এই দেয়ালের তীব্র বিরোধী ছিল। আর রিপাবলিকানরা বাইডেনকে 'ভণ্ড' বলে আখ্যা দিচ্ছেন। বাদ যাচ্ছে না মানবাধিকার সংগঠনগুলোও। তারা এতদিন দেয়াল ইস্যুতে ডেমোক্রেট সমর্থন দিচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই একদম উল্টো পথে হাটতে শুরু করলেন বাইডেন।

সেনাপ্রধানের সঙ্গে জেলেনস্কির বিরোধ, ইউক্রেন যুদ্ধ কোন দিকে গড়াচ্ছে?

১২ পৃষ্ঠার পর

কোনো পথ খোলা আছে? বাস্তবতাগুলো খুব কঠিন। প্রথমত, এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জিততে পারবে না ইউক্রেন। রাশিয়াকে নিজেদের ভূখণ্ড থেকে বের করে দেওয়ার মতো সৈন্যবল ও অস্ত্রবল দুটির কোনোটাই নেই তাদের। চার মাস ধরে ইউক্রেন যে পাল্টা আক্রমণ অভিযান চালাচ্ছে, তাতে প্রায় কোনো ইতিবাচক ফল আসেনি; বরং অস্ত্রশস্ত্র ও সাঁজোয়া যান খোয়া যাওয়ার পাশাপাশি প্রায় ২০ হাজার সৈন্য হতাহত হয়েছেন।

এখন আরেকটি খবর জানা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে আসা চাপে ইউক্রেন খুব শিগগিরই আরেকটি পাল্টা আক্রমণ শুরু করতে যাচ্ছে। নিপার নদী পার হয়ে খেরসন অঞ্চলে এই অভিযান পরিচালিত হবে। ইউক্রেনীয়রা আশা করছেন, এর মধ্য দিয়ে রাশিয়ার মূল ভূমি থেকে ক্রিমিয়াকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা সম্ভব হবে। এই পাল্টা আক্রমণ থেকে জাপোরিঝঝিয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রেও হামলা চালানো হতে পারে। তারা পারমাণবিক দুর্ঘটনা ঘটাতে চায়। যাতে রাশিয়ানদের ঘাড়ে দায় চাপানো যায়। কিন্তু খুব শিগগিরই নতুন এই আক্রমণ অভিযান শুরু হওয়ার সম্ভাবনা কম। কেননা, মৌসুমি বৃষ্টি ও ঠান্ডা আবহাওয়া খুব শিগগিরই ইউক্রেনে জেঁকে বসবে। কিন্তু রাশিয়ান পদাতিক বাহিনীর গোলাবর্ষণ এড়িয়ে ইউক্রেনীয় বাহিনী পথ তৈরি করে নিতে পারবে, এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে এই কৌশল নেওয়া হতে পারে। যুদ্ধে রাশিয়ার বিমানবাহিনী আধিপত্য ধরে রাখতে সক্ষম হবে। যদিও পোল্যান্ডের কাছে যুক্তরাজ্য ইউরোফাইটার টাইফুন যুদ্ধবিমান হস্তান্তর করতে চলেছে। পোল্যান্ডের কাছ থেকে টাইফুন যুদ্ধবিমান ইউক্রেনের কাছে যেতে পারে। কেননা, প্রতিশ্রুত এফ-১৬এস যুদ্ধবিমান ইউক্রেনে পৌঁছাতে দেরি হবে। একটা বাস্তবতা হলো, ইউক্রেনের পাইলটদের টাইফুন বিমান চালানোর প্রশিক্ষণ নেই। এ ধরনের বিমান যুক্তরাজ্যের পাইলটদের চালাতে হবে এবং ঘাঁটি স্থাপন করতে হবে ইউক্রেনের বাইরে।

টাইফুন যুদ্ধবিমানের এই গল্প যুক্তরাজ্যের নতুন প্রতিরক্ষামন্ত্রী গ্রান্ট শাপস ইউক্রেনে ব্রিটিশ সেনা পাঠানোর যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক। ব্রিটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী কৃষ্ণসাগরে রাশিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকর নৌশক্তি মোতায়েনের কথাও বলেন। কিন্তু ২ অক্টোবর শাপস সেই অবস্থান থেকে সরে এসে বলেন, ইউক্রেনীয় শস্য রপ্তানিকারকদের সুরক্ষা দিতে কৃষ্ণসাগরে নৌযান পাঠাবে না যুক্তরাজ্য।

ইউক্রেনে যদি যুক্তরাজ্য তাদের সেনা পাঠায়, সেটা স্পষ্টত রাশিয়া প্ররোচনামূলক কর্মকাণ্ড হিসেবে দেখবে। এর মানে হচ্ছে, ইউক্রেন যুদ্ধ ইউরোপে বিস্তার লাভ করবে। এরই মধ্যে ওয়াশিংটনেও হাওয়া বদলাতে শুরু করেছে। ইউক্রেনে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের প্রতিরক্ষা পণ্য পাঠানোর প্রতিক্রিয়ায় রাশিয়া ১ অক্টোবর পৃথক পাঁচটি হামলা চালায়। তারা ইউক্রেনের সামরিক মজুত, সামরিক সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণের স্থান এবং অস্ত্র উৎপাদন কারখানা ধ্বংস করে।

ইউক্রেনকে দেওয়া সহায়তার ব্যাপারে ওয়াশিংটনের অসন্তোষ বাড়ছেই। ইউক্রেনের ব্যাপক দুর্নীতির খবরও অসন্তোষের বড় কারণ।

যা-ই হোক, আরও বড় একটি সমস্যা হলো ইউক্রেনের ভেতরকার রাজনৈতিক বিরোধ। ইউক্রেনের বর্তমান সেনাপ্রধান ভ্যালেরি জালুঝনি ওয়াশিংটন ও জেলেনস্কির চাপিয়ে দেওয়া নিপার নদী পেরিয়ে আক্রমণ অভিযানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন।

এ ছাড়া আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ইউক্রেন তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী সেনাবাহিনীতে লোকবল নিতে পারেনি। সেনাবাহিনী থেকে নিয়োগ কর্মকর্তাদের ছাঁটাইয়ের কারণ শুধু দুর্নীতি নয়, নিয়োগের কোটা পূরণে ব্যর্থতাও রয়েছে।

ইউক্রেনের সেনাপ্রধানের ওপর নানা ধরনের হুমকি আছে। বিবিসি ইউক্রেনীয় সার্ভিস সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, দক্ষিণাঞ্চলে পরিচালিত সাম্প্রতিক পাল্টা আক্রমণ অভিযানে ব্যর্থতার কারণে ইউক্রেনের স্টেট ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এসবিইউ) জালুঝনির বিরুদ্ধে অপরাধের তদন্ত শুরু করেছে।

জেলেনস্কির অনুমোদন ছাড়া এ ধরনের তদন্ত হওয়া সম্ভব নয়। এসবিইউতে জেলেনস্কি তাঁর নিজস্ব লোক নিয়োগ দিয়েছেন এবং বিরোধীদের গ্রেপ্তার ও হয়রানি করতে এই সংস্থাকে ব্যবহার করেন।

শত্রুপক্ষ রাশিয়ানদের কাছেও জালুঝনি অসাধারণ একজন সেনানায়ক। নর্ড স্টিম পাইপলাইন কাণ্ডে জালুঝনিকে দোষারোপ করে আক্রমণ চলছেই। সম্ভবত এটি ছিল সিআইএর পরিকল্পনায় করা একটি হামলা। জালুঝনিকে সরাসরি তাতে দোষ দেওয়া যায় না। যা-ই হোক, সরাসরি সেনা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এ ধরনের তদন্ত ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর জন্য বিশাল এক ধাক্কা। এতে ইউক্রেনীয় বাহিনীর লড়াইয়ের সামর্থ্যও কমে যাবে। তবে ইউক্রেনের সরকার ও সেনা নেতৃত্বের মধ্যকার এই দূরত্ব মূল প্রশ্ন নয়। মূল প্রশ্নটি হলো, রাশিয়া ও ন্যাটো কি শুধু ইউক্রেন নয়, পুরো ইউরোপের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি চুক্তি করতে পারবে কি না। পুতিনসহ রাশিয়ান নেতারা বিশ্বাস করেন, ন্যাটো সম্প্রসারণ হলে সেটা রাশিয়াকে হুমকির মুখে ফেলবে। ন্যাটোর সমর্থন ছাড়া ইউক্রেনের পক্ষে লড়াই চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। কিয়েভ এ পর্যন্ত ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের যতজন সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান গেছেন, তাতে যে কারও কাছে মনে হতে পারে, ইউক্রেনে সহযোগিতা উপচে পড়তে থাকবেই। কিন্তু গত বছর এই সমর্থন কমে যাওয়ার পেছনে শুধু কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা একমাত্র কারণ নয়, তাদের হস্তক্ষেপের পরও ইউক্রেন বিজয় নিশ্চিত করতে পারেনি, সে বিষয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।

ইউরোপে শিল্প খাতের শক্তিঘর হিসেবে পরিচিত জার্মানি অর্থনৈতিকভাবে ব্যাপক ভোগান্তিতে পড়েছে। এর কারণ হলো, রাশিয়া থেকে তারা যে সস্তায় জ্বালানি গ্যাস পেত, তার সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে আরও বড় পরিসরে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লে তার পরিণতি ইউরোপীয় নেতাদের ভুগতে হবে। স্টিফেন ব্রায়েন সেন্টার ফর সিকিউরিটি ইনস্টিটিউট অ্যান্ড দ্য ইয়র্কটাউন ইনস্টিটিউটের সিনিয়র ফেলো। এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

‘জরুরি অবস্থার চেয়েও বেশি ভয়ানক’

১২ পৃষ্ঠার পর

ডিসেম্বর পর্যন্ত (পাঁচটি রাজ্য সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে) এবং পরবর্তী বছরের মে পর্যন্ত (যখন জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে) আরও বহু গ্রেফতার করা হবে।চ

আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ অবশ্য মনে করেন, নিউজক্লিক-এর সাংবাদিক ও লেখকদের বাড়িয়ে অভিযান বেশ কয়েকটি দিক বিবেচনায় অবৈধ। তিনি বলেন, “যদি অভিযোগ এমন হয়ে থাকে যে, নিউজক্লিকচীন থেকে অর্থ পেয়েছে, তাহলে তো ইউএপিএ আইনের অধীনে এটি কোনো অপরাধ নয়। শিশুদের জন্য ভারত সরকারের উদ্যোগওপিএম কেয়ারস্থ-এও তো চীনা কোম্পানির পক্ষ থেকে অর্থ এসেছে। অভিযোগ রয়েছে যে, আদানিও একইভাবে চীন থেকে অর্থ পেয়ে থাকে।চ

নিউজক্লিক-এর সাথে শুধু অনলাইনে যুক্ত আছেন এমন সব সাংবাদিকের ল্যাপটপ জব্দ করাকে পুরোপুরি অবৈধ বলে মনে করেন প্রশান্ত ভূষণ। তিনি বলেন, “এটা স্বাধীন গণমাধ্যমকে হুমকি দেওয়ার একটি নির্লজ্জ প্রচেষ্টা। এটা সফল হবে নাচ

অন্যদিকে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অভিযানের বিষয়টিকে স্বাধীন গণমাধ্যমের ওপর মোদি সরকারের হস্তক্ষেপের আরেকটি নজির মনে করছে ভারতের বিরোধী দল কংগ্রেস। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভীত হয়ে পড়েছেন বলেও দাবি করেছে দলটি। গত মঙ্গলবার (০৩ অক্টোবর) ভারতীয় কংগ্রেস পার্টির অফিশিয়াল এক্স (অধুনালুপ্ত টুইটার) অ্যাকাউন্ট থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, “প্রধানমন্ত্রী মোদি ভীত ও নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। বিশেষ করে সেই সব মানুষদের প্রতি যারা তার ব্যর্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। বিরোধী নেতাই হোক কিংবা সাংবাদিক, সত্য বললেই তাকে হয়রানির শিকার হতে হবে। সাংবাদিকদের বাড়িতে তল্লাশির মাধ্যমে বিষয়টি আজ আবারও প্রমাণিত হলো।চ

প্রবীণ সাংবাদিক প্রবীর পুরকায়স্থ ২০০৯ সালে নিউজক্লিক প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিউজ ওয়েবসাইটটির প্রধান সম্পাদকও। এটি বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির সমালোচনা করার জন্য পরিচিত। তারই ধারাবাহিকতায় নিউজক্লিকবিতর্কিত কৃষি আইন, দেশের সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে হামলা, চীনের লাদাখ এবং অরুণাচল প্রদেশে অনুপ্রবেশ ও মণিপুর ইস্যুতে ধারাবাহিকভাবে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। - দ্য ওয়্যার

‘ট্রাম্পের জারিজুরি শেষ’, বললেন নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেতিশিয়া জেমস

৭ পৃষ্ঠার পর

ক্যারোলাইনা, ওহাইও অথবা আরও অনেক জায়গায় থাকতে পারতাম। কিন্তু আমি এখানে আটকে আছি একজন দুর্নীতিগ্রস্ত অ্যাটর্নি জেনারেলের কারণে।’

এর প্রতিক্রিয়ায় আফ্রিকান বংশোদ্ভূত অ্যাটর্নি জেনারেল জেমস বলেন, এ সপ্তাহে ট্রাম্প তাঁর ওপর ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করেছেন, যা অপরাধমূলক, ভিত্তিহীন; এসবের কোনো সত্যতা নেই বা তথ্যপ্রমাণ নেই।

বিচারক আর্থার এনগোরনকে ট্রাম্প মৌখিকভাবে আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, এই বিচারক জানেন, তিনি কী করতে যাচ্ছেন। তিনি একজন ডেমোক্র্যাট।

এর আগের দিন মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প বিচারক এরগোরনের এক সহকারীকে নিয়ে অপমানজনক কথা লিখেছিলেন। এর জেরে বিচারক এনগোরন ট্রাম্পকে উদ্দেশ করে বলেন, ‘আমার আদালতের কোনো কর্মীর ওপর ব্যক্তিগত আক্রমণ মেনে নেওয়া হবে না।’

অ্যাটর্নি জেনারেল জেমস সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, তাঁর ছেলে এরিক ও ডন জুনিয়র এবং ট্রাম্পের প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য নির্বাহীর বিরুদ্ধে আবাসনের (রিয়েল এস্টেট) সম্পদের মূল্য ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে দেখানোর অভিযোগ এনেছেন। অভিযোগে বলা হয়েছে, ব্যাংক থেকে আরও বেশি ঋণ পাওয়া ও ইনস্যুরেন্সসুবিধার জন্য এটা করা হয়েছে। ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠেয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টি থেকে প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছেন ট্রাম্প। এরই মধ্যে একের পর এক অভিযোগ আনা হচ্ছে তাঁর বিরুদ্ধে। তবে এসব মামলা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেছেন ট্রাম্প।এএফপি

এক্স প্ল্যাটফর্ম থেকে ৫০ হাজার ডলার উপার্জন সম্ভব, যেভাবে করবেন

৬০ পৃষ্ঠার পর

মোট ২ কোটি ডলার কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের পরিশোধ করেছে। কম ফলোয়ার সংখ্যা নিয়েও কনটেন্ট ক্রিয়েটররা এই 'বিজ্ঞাপনী আয়ের ভাগের প্রোগ্রামে' যুক্ত হয়ে আয় করতে পারবেন।

বাংলাদেশসহ ১১৬টি দেশের কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের বিজ্ঞাপন আয়ের ভাগ দেবে এক্স প্ল্যাটফর্ম। ভারতের অনলাইন ম্যাগাজিন আউটলুকইন্ডিয়ার প্রতিবেদন থেকে এই প্রোগ্রামে অংশ নেওয়ার প্রক্রিয়া ও যোগ্যতা তুলে ধরা হল।

এক্স প্ল্যাটফর্মে বলা হয়, সাবস্ক্রিপশন থেকে এক্স যা আয় করবে, তার ৯৭ শতাংশ পর্যন্ত পেতে পারেন কোনো সাবস্ক্রাইবার। এভাবে কেউ এই প্ল্যাটফর্মের উপার্জনযোগ্য সব পণ্য থেকে সর্বোচ্চ ৫০ হাজার ডলার পেতে পারেন। এরপর ৮০ শতাংশ হারে রাজস্ব আয়ের ভাগ পাবেন।

ধাপ ১: প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য যেসব যোগ্যতার প্রয়োজন

১. এক্স প্রিমিয়ামে সাবস্ক্রিপশন থাকত হবে বা ভ্যারিফাইড প্রতিষ্ঠান হতে হবে।

২. তিন মাসে পোস্টে ৫০ লাখ বা তার বেশি প্রতিক্রিয়া থাকতে হবে।

৩. কমপক্ষে ৫০০ ফলোয়ার থাকতে হবে।

ধাপ ২: প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত

স্ট্রাইপ অ্যাকাউন্ট: কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের স্ট্রাইপ অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে। কারণ পেমেন্ট প্রক্রিয়ার জন্য এক্সের অংশীদারত্বে রয়েছে স্ট্রাইপ।

এক্সের শর্ত ও নিয়মাবলি মেনে চলা: ব্যবহারকারীকে অবশ্যই বিজ্ঞাপনী আয়ের ভাগের শর্ত মানতে হবে এবং সেই সঙ্গে এক্সের নিয়মাবলি ও ক্রিয়েটর মনিটাইজেশন স্ট্যান্ডার্ড মেনে চলতে হবে।

ধাপ ৩: ক্রিয়েটর সাবস্ক্রিপশন ও বিজ্ঞাপনী আয় ভাগের প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ

সমস্ত যোগ্য এক্স প্রিমিয়াম ও ভ্যারিফাই সংস্থার সাবস্ক্রাইবাররা শর্ত পূরণ করে এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে পারে। প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে হলে এক্স প্ল্যাটফর্মের সেটিংস থেকে মোনিটাইজেশন অপশন চালু করতে হবে।

আইওএস ও অ্যান্ড্রয়েড ফোনে অ্যাপের সাইড মেনুতে বা ওয়েব ভার্সনে 'ওভার ফ্লো' মেনুতে মোনিটাইজেশন অপশনটি পাওয়া যাবে।

ধাপ ৪: প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ

সমস্ত যোগ্য ব্যবহারকারীদের প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা হয়। তবে বিজ্ঞাপনের আয় ভাগের শর্তাবলি লঙ্ঘন করলে প্রোগ্রাম থেকে বাদ দেওয়া হতে পারে।

ধাপ ৫: প্রোগ্রামটি যেভাবে কাজ করে

যোগ্য ব্যবহারকারীরা অ্যাপের মনিটাইজেশন বিভাগ থেকে পেআউট সেট আপ করতে পারবে।

১. 'জয়েন অ্যান্ড সেটআপ পেআউট' এ ক্লিক করুন

২. এর ফলে আপনাকে স্ট্রাইপ প্ল্যাটফর্মে রিডাইরেক্ট করা হবে। বিজ্ঞাপনের আয়ের ভাগ পেতে স্ট্রাইপের অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে।

৩. স্ট্রাইপ অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আপনার নিজস্ব ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে অর্থ চলে যাবে।

৪. দশ ডলারের বেশি আয় করলে, নিয়মিত পেআউট পাওয়া যাবে।

ধাপ ৬: প্রোগ্রামের পরিবর্তন

কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের মনে রাখতে হবে এক্স যেকোনো সময় তাদের শর্ত ও নিয়ম পরিবর্তন করতে পারে। প্রয়োজনে যে কোনো অ্যাকাউন্টকে এই প্রোগ্রাম থেকে বের করে দিতে পারে কোম্পানি। তাই কনটেন্ট তৈরিতে প্ল্যাটফর্মটির নিয়ম ও শর্ত মেনে চলতে হবে।

ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত বিজ্ঞাপনী আয় হিসেবে প্রাথমিকভাবে কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের প্রায় ৫০ লাখ ডলার দিয়ে এই কোম্পানি । এই পদক্ষেপের মাধ্যমে এক্স প্ল্যাটফর্মের পোস্টে ব্যবহারকারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া আকর্ষণীয় ও অর্থপূর্ণ কনটেন্ট তৈরিতেও উৎসাহ দিচ্ছে এক্স । প্ল্যাটফর্মটিতে নিরাপদ ও ইতিবাচক পরিবেশ রাখতে সহিংসতা, অপরাধমূলক কার্যকলাপ, জুয়া, মাদক, অ্যালকোহল, যৌনতা ও প্রতারণামূলক কনটেন্ট নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

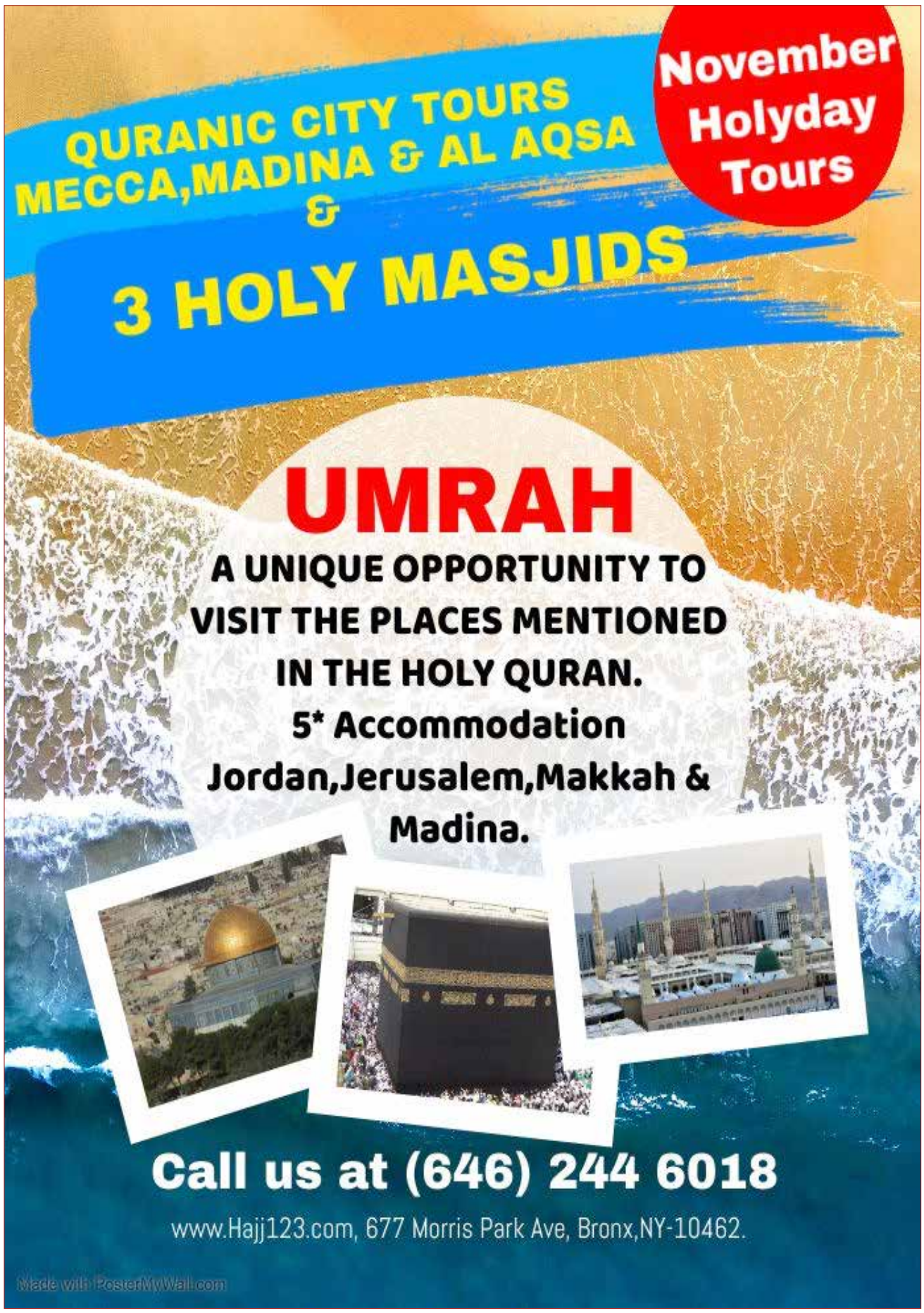

বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন নীতির অন্যতম নীতি নির্ধারক জেক সুলিভান

৮ পৃষ্ঠার পর

ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত অংশীদারত্বকে বর্তমান উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার পেছনের কুশীলবদের প্রধানতম বলা হয় জেক সুলিভানকে। বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন নিয়ে গত কয়েক মাসে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল তথা জেক সুলিভানের দপ্তর থেকেও বেশকিছু বক্তব্য-বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে। আবার জুনের মাঝামাঝি ভারত সফরের সময় দেশটির নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে এক বৈঠকে বসেছিলেন জেক সুলিভান। সে সময় দুজনের মধ্যে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোকে নিয়ে আলোচনা হয় বলে অসমর্থিত সূত্রের বরাত দিয়ে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দাবি করা হয়।

হেনরি কিসিঞ্জারের আমল থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে প্রভাবশালী ভূমিকা রেখে আসছে দেশটির নিরাপত্তা কাউন্সিল। মার্কিন প্রেসিডেন্টের পর কাউন্সিলের দ্বিতীয় শীর্ষ নির্বাহী হিসেবে এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকাটি পালন করে থাকেন দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা। পর্যবেক্ষকরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক কার্যক্রমে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার ভূমিকা কখনো কখনো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কেও ছাপিয়ে যায়। বিশেষ করে ব্যাক চ্যানেল ডিপ্লোমেসি বা গোপন কূটনৈতিক তৎপরতার ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে দেখা যায় সবচেয়ে বেশি। বর্তমান উপদেষ্টা জেক সুলিভানকেই এখন দেখা হচ্ছে মার্কিন গোপন কূটনৈতিক তৎপরতা নিয়ন্ত্রণকারীদের অন্যতম হিসেবে।

সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটনের অধীনে কাজ করার সময়ও এক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তিনি। এক সময় জেক সুলিভান মার্কিন প্রশাসনে পরিচিত ছিলেন হিলারি ক্লিনটনের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের অন্যতম হিসেবে। হিলারি ক্লিনটনই তাকে প্রশাসনে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়ে এসেছিলেন। এর আগে তাকে হিলারি ক্লিনটনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন মিনেসোটার সিনেটর অ্যামি ক্লোবাচার। এর সূত্র ধরে সাবেক মার্কিন ফার্স্ট লেডির নির্বাচনী উপদেষ্টা হিসেবেও কাজ করেছেন তিনি। কূটনীতিতে গোপন তৎপরতার জন্য হিলারি ক্লিনটনের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সহযোগীদের অন্যতম ছিলেন জেক সুলিভান। হিলারি পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক অনেক সফলতার পেছনে বড় কৃতিত্ব দেয়া হয় জেক সুলিভানকে। সে সময় যুক্তরাষ্ট্রের লিবিয়া, সিরিয়া ও মিয়ানমারকেন্দ্রিক পররাষ্ট্রনীতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও মুখ্য ভূমিকা পালনকারীদের অন্যতম ছিলেন তিনি।

জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বৈরী দেশগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার বিষয়টি এখন জেক সুলিভানই দেখভাল করছেন। গত বছরের শেষদিকে রুশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে তার গোপন আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়ে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে বেশকিছু প্রতিবেদন ও মতামত প্রকাশ হয়। সে সময় এ প্রসঙ্গে জেক সুলিভান বলেছিলেন, রুশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলার বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের জন্যই জরুরি।

চলতি বছরের শুরুর দিকে 'গুপ্তচর বেলুন' ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে কূটনৈতিক সংকট ও উত্তেজনা তৈরি হয়। এর ধারাবাহিকতায় চীনে পূর্বনির্ধারিত সফর বাতিল করেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি ব্লিংকেন। গত মে মাসে ভিয়েনায় যুক্তরাষ্ট্রের আরেক বৈরী প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ চীনের শীর্ষ কূটনৈতিক ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবশালী সদস্য ওয়াং ইর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন জেক সুলিভান। এরপর জুনে চীন সফরে যান অ্যান্থনি ব্লিংকেন। চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক উত্তেজনা প্রশমনে জেক সুলিভান ও ওয়াং ইর বৈঠকটির বড় ভূমিকা রয়েছে বলে মার্কিন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

জেক সুলিভানকে হিলারি ক্লিনটনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন মার্কিন সিনেটর অ্যামি ক্লোবাচার। সুলিভান তখন একটি ল ফার্মের চাকরি ছেড়ে অ্যামি ক্লোবাচারের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছিলেন। সাবেক ফার্স্ট লেডি হিলারি ক্লিনটন ২০০৮ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আগ্রহ নিয়ে কার্যক্রম শুরু করলে তার নির্বাচনী শিবিরের উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেন জেক সুলিভানকে। পরে হিলারি ক্লিনটন বারাক ওবামার সমর্থনে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেন। এর আগ পর্যন্ত নির্বাচনী বিতর্কগুলোর প্রস্তুতি নেয়ার সময় জেক সুলিভানের ওপরই নির্ভর করতে হতো হিলারি ক্লিনটনকে। বারাক ওবামার প্রশাসনে হিলারি ক্লিনটন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পান। সে সময় তার চিফ অব স্টাফ ও মন্ত্রণালয়ের পলিসি প্ল্যানিং বিভাগের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পান জেক সুলিভান। এর পর থেকে হিলারি ক্লিনটনের সঙ্গে ১১২টি দেশে সফরসঙ্গী হিসেবে গেছেন জেক সুলিভান।

ইরানের সঙ্গে ২০১৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলোর পরমাণু চুক্তির পেছনের অন্যতম কুশীলব হিসেবে জেক সুলিভানের ভূমিকাকে দেখা হয় এখন পর্যন্ত তার সবচেয়ে বড় কৃতিত্বগুলোর অন্যতম হিসেবে। শুধু তার নয়, সার্বিকভাবে মার্কিন কূটনীতিরই গত দশকের সবচেয়ে বড় সাফল্যের একটি ধরা হয় এ পরমাণু চুক্তিকে।

২০১৩ সালে জেক সুলিভান ও বর্ষীয়ান কূটনীতিক উইলিয়াম জে বার্নসের (সিআইএর বর্তমান প্রধান) নেতৃত্বে গোপন একটি কূটনৈতিক চ্যানেল গড়ে তোলা হয়। এ চ্যানেলে পরিচালিত তৎপরতার ধারাবাহিকতায় পিএম৫+১ দেশগুলোর (জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, চীন ও ফ্রান্স এবং জার্মানি) সঙ্গে অন্তর্বর্তীকালীন একটি চুক্তি সই করে ইরান। ওই চুক্তিই পশ্চিমাদের সঙ্গে ইরানের ২০১৫ সালের পরমাণু চুক্তির ভিত গড়ে দিয়েছিল।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

Earn by taking care of your Parents, Father, Father in Law, Mother in Laws, Friends, Neighbor, Love ones and get paid weekly.

We Pay Highest Payment

No training necessary and we do not charge any fee.

Call Today

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Email: giashahmed123@gmail.com
Web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office
37-05 2nd Fl, 74 Street
Jakson hights, NY 11372
718-457-0813
917-744-7308

Jamica Office
87-54 168th Street,
2nd Floor
Jamaica, NY 11432
718-406-5549

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11713
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave,
Bronx, NY 10462
718-406-5549

Ozone Park Office
175B Forbell Street,
Brooklyn, NY 11208
718-406-5549

Buffalo Office
1578 Broadway Street,
Buffalo, NY 14211
718-406-5549

আমাকে নিরপেক্ষ নির্বাচন শেখাতে হবে না - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৯ পৃষ্ঠার পর

এই মিথ্যা কথায় কেউ কান দেবেন না, বিশ্বাস করবেন না। দেশবাসীর কাছে এটাই আমার আহ্বান৷ তাদের জন্যই হয়েছে অবৈধভাবে। আর টিকেই আছে মিথ্যার উপরে। ওদের আর কোনো শেকড় তো নেই। অবৈধভাবে অস্ত্রধারীর পকেট থেকে যারা জন্মায় তারা মিথ্যার ওপরই নির্ভর করে৷ যোগ করেন তিনি।

অবশ্যই প্রতিদ্বন্দ্বী থাকতে হবে, বিরোধী দল থাকতে হবে। কিন্তু বিরোধী দল কে? যাদের পার্লামেন্টে একটা সিট নাই, তাদের বিরোধী দল বলা যায় না। যাদের নির্বাচন করার সাহস নেই, নির্বাচন করে পার্লামেন্টে আসতে পারে না, তারা আবার বিরোধী দল কীসের৷ বলেন প্রধানমন্ত্রী।

ওআমরা ওয়েস্টমিনিস্টার টাইপ ডেমোক্রেসিতে বিশ্বাস কর৷ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন,ওডেমোক্রেটিক সিস্টেমে গণতান্ত্রিক ধারায় বিরোধী দলে যাদের আসন আছে সংসদে, সেটাই হচ্ছে বিরোধী দল। রাস্তায় কে ঘেউ ঘেউ করে বেড়ালো, সেটাকে কিন্তু বিদেশে কখনো বিরোধী দল হিসেবে ধরে না। এটা সকলের মনে রাখা উচিৎ। যারা বলে বেড়াচ্ছে, তারা বলতে থাকুক, কোনো অসুবিধা নাই৷

বেশি কথা বললে সব বন্ধ করে দিয়ে বসে থাকব

সাংবাদিকদের প্রশ্নের একপর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন- বেশি কথা বললে সব বন্ধ করে দিয়ে বসে থাকব। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, 'আমাকে বেশি কথা বললে সব বন্ধ করে দিয়ে বসে থাকব। ইলেকশনের পরে, যদি আসতে পারি, আবার করব। তারপর দেখি কে সাহস পায় নিতে... ক্ষমতা। সব রেডি করে দিয়েছি, এখন বসে বসে বড় বড় কথা বলে। আমি বাবা-মা সব হারিয়েছি। আমার হারাবার কিছু নেই। ১৫-১৬ বছর বয়স থেকে মিছিল করি। কত বছর হয়েছে রাজনীতির? একটা স্বপ্ন ছিল- জাতির পিতার, সেটা করেছি, এখন তো কেউ না খেয়ে থাকে না।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন,ওআমাদের কিছু কিছু স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ থেকে শুরু করে কেউ কেউ বলেন মেগাপ্রজেক্ট আমরা করে ফেলেছি, কিন্তু দরিদ্রদের জন্য কিছু করিনি। এরকম বক্তব্য শুনলে মনে হয় তারা বাংলাদেশকে দেখেনি। ঘরের ভেতরেই আছেন। টেলিভিশনে হয়ত দেখেন, দিন-দুনিয়া তাকায়ে দেখেন না৷ এরপর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দারিদ্র বিমোচনে তার সরকারের নেওয়া বিভিন্ন প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন।

এরপর তিনি বলেন,ওআমরা যদি কিছু নাই করতে পারি, তাহলে শতভাগ বিদ্যুৎ পেলেন কোথা থেকে। এতগুলো টেলিভিশন চ্যানেল খুলে দিয়েছি, সেখানে টকশোতে টক-মিষ্টি কথা বলে যাচ্ছেন। বলেন, কোনো আপত্তি নেই। যে যার মতো সারাদিন কথা বলে। বিএনপির তো মাইক একটা লাগানোই থাকে। সারাদিন কথা বলে, আর বলে যে আমাদের কথা বলতে দেয় না। আর আমরা নাকি তাদের মিছিল-মিটিং করতে দেই না। আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, যখন বিএনপি ক্ষমতায় ছিল, ২০০১ সালে আমাদের সাথে কী আচরণ করত। আমাদের নেতাকর্মীদের ধরে নিয়ে দিনের পর দিন টর্চার করেছে, অত্যাচার করেছে। আমরা যদি তার একটা কণাও করতাম, তাহলে ওদের অস্তিত্বই থাকত না। আমরা তো তাদের খুলে দিয়েছি যে তোমাদের যা খুশি করো। নিজেদের কাজের মধ্য দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করে আস৷

রিজার্ভ নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলতে পারে

রিজার্ভ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে শেখ হাসিনা বলেন, 'যেসব আঁতেল, জ্ঞানীগুণী কথা বলেন। তারা কী জানেন, আমরা যখন ক্ষমতায় এসেছি, তখন রিজার্ভ কত ছিল। বাংলাদেশ কোথায় ছিল, কোথায় এনে দাঁড় করিয়েছি। যতটুকু রিজার্ভ প্রয়োজন, আমাদের আছে। আমাদের ভালো থাকা জরুরি, নাকি রিজার্ভটা দরকার বেশি। যদি বলে, তাহলে রিজার্ভ আগের জায়গায় এনে দেই। বিদ্যুৎকেন্দ্র-টেন্দ্র বন্ধ করে দেই।' 'আমি এ দেশে আজকে না; ৭৭ বছর বয়স। সেই ১৫-১৬ বছর বয়স থেকে মিছিল করি। তাহলে আমার রাজনীতির বয়স কত? স্কুলজীবন থেকে মিছিল করা শুরু করেছি। এ পর্যন্ত চালিয়ে যাচ্ছি। মা, বাবা, ভাই, বোনসহ সব হারিয়েছি। হারাবারও কিছু নাই। আমি এখানে কিছু পেতে আসিনি, নিতেও আসিনি।'

বাংলাদেশে উন্নয়ন বাতাসে হয়নি উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আজকে একটা দেশ মর্যাদা পাচ্ছে বিশ্বব্যাপী। আগে বাংলাদেশ শুনলে সবাই নাক সিটকাত। এখন সিটকায় না। বাংলাদেশ শুনলে একটা আলাদা মর্যাদা নিয়ে তাকায়। উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে দেখে। এটা মাথায় রাখতে হবে। এটা বাতাসে হয়নি।' সরকারপ্রধান আরও বলেন, 'আওয়ামী লীগ সরকার আছে বলে যথাযথ পদক্ষেপ নিয়ে দেশের উন্নতি করেছি। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভাবমূর্তির উজ্জ্বল করেছি। যে কারণে এটা সম্ভব হয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'রিজার্ভ নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলতে পারে। যদি এত বেশি কথা হয়...যখন সরকার গঠন করেছিলাম, তখন যত ছিল, ওইখানে এনে রেখে আবার ইলেকশন করব। করে আবার বাড়াব। কিন্তু ওইখানে নিয়ে এসে দেখাব, এ-ই ছিল! বিদ্যুৎ শতভাগ কমিয়ে ২৮ ভাগে নিয়ে আসব? সবাই একটু টের পাক যে (বিএনপি সরকারের সময় বিদ্যুতের অবস্থা) কী ছিল। আমরা তো ভুলে যাই। বিদ্যুৎমন্ত্রীকে বলেছিলাম, প্রতিদিন যেন কিছুটা লোডশেডিং দেয়, তাহলে মানুষের মনে থাকবে যে লোডশেডিং আছে। পয়সা দিয়ে তেল কিনে জেনারেটর চালাতে হবে। তখন আবার আক্কেলটা ঠিক হবে যে এই অবস্থা তো ছিল। এখন তো আমরা করে দিচ্ছি, ভর্তুকি দিচ্ছি। কেন আমি ভর্তুকি দেব?'

বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে সবাই আর ভর্তুকির সুযোগটা নিচ্ছে অর্থশালী-বড়লোকেরাওএমনটা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, 'সেখানে একটা স্লট ঠিক করব এখন থেকে যে কত পর্যন্ত সাধারণ মানুষ ব্যবহার করে, তাদের জন্য এক দাম আর তার থেকে যারা বেশি ব্যবহার করবে, তাদের জন্য আলাদা দাম। ইতিমধ্যে আমি নির্দেশ দিয়েছি, ওইভাবে কয়েকটা স্লট করে করে আমরা দেব। যে বেশি ব্যবহার করবে, তাকে বেশি দামে কিনতে হবে। সেইভাবে একটা ব্যবস্থা করার জন্য ইতিমধ্যে আমি নির্দেশ দিয়েছি। এটার ওপর কাজ চলছে, এভাবে আমরা করে দেব।'

তবে রিজার্ভ কমে যাওয়ার বিষয়ে যুক্তি দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'করোনার সময় আমাদের আমদানি-রপ্তানি বন্ধ ছিল। যোগাযোগ বন্ধ ছিল। যাতায়াত বন্ধ ছিল। সবকিছু বন্ধ ছিল। যার জন্য রিজার্ভ বেড়েছিল। এরপর অর্থনীতি খুলে গেল। সমস্ত জিনিস আমদানি শুরু হলো। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের রিজার্ভ কমবে, এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।'

সরকারপ্রধান আরও বলেন, '২০০৯ সালে যখন সরকার গঠন করি, তার আগে তো অনেক আঁতেল ক্ষমতায় ছিল। জ্ঞানীগুণীরা ছিল। রিজার্ভ কত ছিল? রিজার্ভ কত ছিল তখন? এক বিলিয়নও ছিল না! জিরো পয়েন্ট সেভেন সেভেন মিলিয়ন ছিল। আমি যখন ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করি, রিজার্ভ কত ছিল। বোধ হয় আড়াই মিলিয়ন, নট বিলিয়ন, ইভেন বিলিয়নের ধারেকাছেও নাই। যেটুকু বেড়েছে, আমাদের সরকারের সময় করেছি।'

'এখন দেশের মানুষকে অন্ধকারে রেখে...যদি বলেন রিজার্ভ বাড়াতে হবে, তাহলে বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ করে দিই। পানি দেওয়া বন্ধ করে দিই। স্যার বন্ধ করে দিই। সব বন্ধ করে বসিয়ে রাখলে রিজার্ভ ভালো থাকবে। রিজার্ভটা বেশি রাখা প্রয়োজন, না আমাদের দেশের মানুষের কমফোর্ট, দেশের মানুষের জন্য ভালোমন্দ কাজ করা, কোনটা প্রয়োজন?' এ মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, '২০০ ডলারের গম ৬০০ ডলারে কিনতে হচ্ছে। ৮০০ ডলারের পরিবহন খরচ এখন ৩ হাজার, ৪ হাজার ডলার লাগছে। তারপরও পাওয়া যাচ্ছে না। যে কারণে দেশবাসীকে আহ্বান জানাই, এক ইঞ্চি জমিও যাতে অনাবাদি না থাকে। আমরা নিজেরা উৎপাদন করব, নিজেরা খাব। নিজেরা চলব।'

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস এবং দূতাবাসের কর্মীদের নিরাপত্তা

সংবাদ সম্মেলনে একজন সাংবাদিক বলেন, ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস তার নিজের এবং দূতাবাসের কর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। বিষয়টি নিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য জানতে চান। তখন শেখ হাসিনা বলেন, এই বিষয়টি নিয়ে বার বার প্রশ্ন উঠলেও আসলে এর কোনো অর্থ নেই।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে থাকা বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে ব্যক্তিগত কোনো নিরাপত্তা দেয়া হয় না। তবে দূতাবাসের একটা নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয় বলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তাকে জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, বাংলাদেশ মার্কিন দূতাবাসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ১৫৮ জন পুলিশ মোতায়েন করা আছে। আর রাষ্ট্রদূতের জন্য সিভিল ড্রেসে গানম্যান দেয়া আছে। এখানে তার নিরাপত্তার কোনো ঘাটতি নাই।

বাংলাদেশে ২০২১ সালে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নিপীড়নের সাথে সংশ্লিষ্টতা থাকার অভিযোগে পুলিশের বিশেষ বাহিনী র‍্যাব এবং এর কয়েকজন কর্মকর্তার উপর নিষেধাজ্ঞা দেয়। এছাড়া সম্প্রতি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়া ব্যাহত করার অভিযোগ যাদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ভিসা নিষেধাজ্ঞা কার্যকর শুরু করার ঘোষণা দিয়েছে সেখানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য রয়েছে বলেও জানানো হয়।

এই বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'একদিকে আমার আইনশৃঙ্খলা-রক্ষাকারী বাহিনীর উপর স্যাংশন দিবে, আবার তাদের কাছ থেকেই নিরাপত্তা চাইবে, এটা আবার কেমন কথা? আমি সেই প্রশ্নটাও করেছি।'

সুলিভানের সঙ্গে নির্বাচন নিয়েও কথা হয়েছে

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন ওয়াশিংটন সফরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেইক সুলিভানের সঙ্গে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে কথা হয়েছে। অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সরকারের অঙ্গীকারের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছি বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় অর্থ ও প্রযুক্তি সহায়তার বিষয়ে আলোচনা হয়। আমি সবুজ জলবায়ু তহবিলে অর্থায়ন এবং 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ' ফান্ডকে কার্যকর করার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রকে জোরালো ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়েছি।

জেইক সুলিভান নারী শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং সন্ত্রাস দমনের মতো সরকারের অর্জনের প্রশংসা করেন। রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ায় তিনি বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানান। সভায় বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে জোরদার করার বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছে দুই দেশ।

সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য সফরের বিষয়ে তার লিখিত বক্তব্য তুলে ধরেন। সেখানে তিনি জানান, জাতিসঙ্ঘে বাংলাদেশের যোগদান সফল হয়েছে। জাতিসঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগ দেয়ার পাশাপাশি বেশ কিছু দ্বিপক্ষীয় বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়েছে। যেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব রুখতে সবুজ জলবায়ু তহবিল গঠনের আহ্বানের পাশাপাশি রোহিঙ্গা সঙ্কট নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি।

আমেরিকা ইস্যুতে শেখ হাসিনা ও ওবায়দুল কাদেরের বক্তব্য কিসের ইঙ্গিত?

৮ পৃষ্ঠার পর

প্রকাশ করা হয়েছে আওয়ামী লীগের দিক থেকে।

তবে আমেরিকাকে নিয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ আরো বেশি সমালোচনামুখর হয় নির্বাচনকে সামনে রেখে ভিসা নীতি ঘোষণার পর।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক শান্তনু মজুমদার মনে করেন, দলের নেতাকর্মী ও সমর্থকদেরওচাঙ্গা করতেই আমেরিকা ইস্যুতে এমন ধরনের বক্তব্য দিচ্ছেন আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা।

তিনি বলেন, কারণ নির্বাচন সামনে রেখে আমেরিকা আর কী পদক্ষেপ নেয় বা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কী করে- তা নিয়ে দলটির বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা আছে। সে কারণেই হয়ত পরিস্থিতিকে সহজ করতে কিংবা কর্মী সমর্থকদের উজ্জীবিত করতে এমন বক্তব্য এসেছে শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের দিক থেকে। এগুলো খুব একটা পরিকল্পিত বলে মনে হয়নি বরং মনে হয়েছে কথার ফুলঝুরি মাত্র।

আপোসের দাবি কেন? আওয়ামী লীগের নেতাদের সাথে কথা বলে এমন ধারণা পাওয়া গেছে যে ওবায়দুল কাদের হয়ত ভিসা নীতিসহ নির্বাচনকে সামনে রেখে আমেরিকার ক্রমবর্ধমান চাপ নিয়ে নেতাকর্মীদের 'মনস্তাত্ত্বিক চাপ' কমানোর কৌশল হিসেবে এসব কথা বলছেন।

কেউ কেউ আবার বলছেন 'এটি নিতান্তই রাজনৈতিক কৌশল' এবং এর মূল উদ্দেশ্য হলো যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে বিরোধী দল বিশেষ করে বিএনপি যেভাবে ব্যাখ্যা করছে তার পালটা ধারণা জনমনে তৈরি করা।

আওয়ামী লীগের কোন কোন নেতা বলছেন, ভিসা নীতি নিয়ে পুলিশ, প্রশাসন কিংবা রাষ্ট্রের কোন অংশের মধ্যে যাতে 'চিন্তার ছাপ' তৈরি না হয় সেজন্য হয়ত ওবায়দুল কাদের এভাবে বলে থাকতে পারেন।

ড. সেলিম মাহমুদ মনে করেন, শেখ হাসিনা এবং ওবায়দুল কাদেরের বক্তব্য পরস্পরবিরোধী হয়েছে এমনটা তারা মনে করেন না। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী পরিষ্কার করে বলেছেন যে ভিসা নীতি একটা দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এটি বাংলাদেশের কারও জন্য চিন্তার বিষয় নয়। অন্যদিকে ওবায়দুল কাদের বলতে চেয়েছেন যে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব রয়েছে। উভয় দেশের জাতীয় স্বার্থ একই সূত্রে গাঁথা। আবার ভারতের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে, বাংলাদেশেরও আছে। তাই যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক নিয়ে অপপ্রচারের যে সুযোগ নেই সেটিই আমাদের সাধারণ সম্পাদক বলেছেন।'

'তলে তলে আপস হয়ে গেছে' বলে ওবায়দুল কাদের কী বোঝাতে চেয়েছেন? সে প্রসঙ্গে সেলিম মাহমুদ কোনো মন্তব্য করেননি। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক শান্তনু মজুমদার মনে করছেন করছেন উভয় নেতার বক্তব্যই মাঠে দেয়া রাজনৈতিক বক্তৃতার অংশ, যেগুলো তারা নেতাকর্মীদেরওউজ্জীবিত করা৷ জন্যই বলেছেন বলে তিনি মনে করেন।

শান্তনু মজুমদার বলেন, এ বিষয়ে ওনাদের বক্তব্যগুলো খুব পরিকল্পিত বলে মনে হয়নি বরং দুটো বক্তব্যই মনে হচ্ছে কথ ার ফুলঝুরি। এর কোনোটাই দলের অবস্থানকে প্রতিফলিত করেনি। রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে এটা কমন স্ট্রাটেজি। সমর্থকদের মনোবল উজ্জীবিত রাখা। এটাই শেষ কথা নয়। নির্বাচনকে সামনে রেখে সমর্থক গোষ্ঠীকে চাঙ্গা রাখার একটা প্রয়াস।'

১০৪ বছর বয়সে শিকাগোর অটোয়ায় সাড়ে ১৩ হাজার ফুট ওপর থেকে লাফ দিলেন ডরোথি

৬ পৃষ্ঠার পর

হয়নি। নিজে থেকেই লাফ দিয়েছেন। লাফিয়ে পড়ার আগে তাঁকে শান্ত এবং আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছিল।

লাফ দেওয়ার সাত মিনিট পর একটি নিখুঁত ল্যান্ডিংয়ের মধ্য দিয়ে মাটিতে পা রাখামাত্রই ডরোথিকে অভিনন্দন জানাতে তাঁর দিকে ছুটে যান বন্ধুরা। তাঁদের একজনের হাতে ছিল ডরোথির ওয়াকার।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই ডরোথি তাঁর বন্ধুদের নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে শুরু করেন। তিনি বলেন, 'দারুণ। তবে এটা ওপরেই দারুণ ছিল। সবকিছু আনন্দদায়ক আর দুর্দান্ত ছিল, এর চেয়ে ভালো আর হতে পারে না।'

স্কাই ডাইভ শিকাগো নামে একটি সংস্থার সহযোগিতায় এই কীর্তি গড়েছেন ডরোথি। এর মধ্য দিয়ে তিনি গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ডে নাম লেখাতে যাচ্ছেন। তাঁর আগে এই রেকর্ডের অধিকারী ছিলেন লিনিয়া ইনগেগার্ড লারসন নামে আরেক নারী।

GRAND OPPENING

BUTTERFLY SENIOR DAY CARE
বাটারফ্লাই সিনিয়র ডে-কেয়ার

49-22 30th Avenue, Woodside, NY 11377

বর্তমান এজেন্সি ঠিক রেখেই আমাদের ডে-কেয়ারের সেবা নিতে পারেন

বর্তমানে আপনি যদি অন্য কোথাও সিনিয়র ডে-কেয়ার পরিষেবা নিয়ে থাকেন, তবে দয়া করে আমাদের একটি কল করুন। আমরা আপনাকে সর্বোত্তম পরিষেবা প্রদান করব।

আপনার শারীরিক ও মানসিক সুস্থ্যতাই আমাদের লক্ষ্য

Munmun Hasian Bari
Chairman

ডে-কেয়ারের মেম্বারদের জন্য সেবা সমূহ:

১. আমাদের পরিবহনের মাধ্যমে যাতায়াতের সু-ব্যবস্থা
২. প্রাথমিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা
৩. কেরাম, লুডু, বিংগো সহ বিভিন্ন খেলার সু-ব্যবস্থা
৪. বিভন্ন শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
৫. দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন
৬. নামাজের সু-ব্যবস্থা (মহিলাদের আলাদা)
৭. স্বাস্থ্যসম্মত / সকল ধরনের খাবার পরিবেশন
৮. জন্মদিন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন

Jubar Chowdhury
Executive Director

আজই ফোন করুন :

347-242-2175, 631-428-1901, Fax: 347-814-0885
info@butterflyseniordaycare.com

www.butterflyseniordaycare.com

‘তলে তলে আপস হয়ে গেছে, চিন্তার কিছু নেই’

৮ পৃষ্ঠার পর

চেয়ারপারসনকে বিদেশে নিয়ে চিকিৎসার বিষয়ে গত মঙ্গলবার (০৩ অক্টোবর) প্রধানমন্ত্রীর একটি মন্তব্য নিয়ে আমরা প্রশ্ন তুলছি। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ওরোজই শুনি এই মরে মরে, এই যায় যায়। বয়স তো আশির উপরে, এমনিই তো সময় হয়ে গেছে, তার মধ্যে অসুস্থ, এখানে এত কান্নাকাটি করে তো লাভ নাই।

এর অর্থ কী এই যে, খালেদা জিয়ার বয়স ৮০ বছর হয়ে যাওয়ায় আমরা শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে নিঃশেষিত হতে দেখব, কিছুই করব না? আমরা কি বিশ্বাস করি নাড়একজন মানুষের অন্তিম যাত্রার সময় কেবল সৃষ্টিকর্তাই নির্ধারণ করতে পারেন? প্রতিটি দেশ, সংস্কৃতি ও ধর্মের মানুষ কি একজনের জীবন বাঁচাতে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সম্ভাব্য সব চেষ্টা চালায় না? কেউ ৮০ বছরেরও বেশি বয়স পর্যন্ত বাঁচবেন কি না, সেই সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পারি না। আমাদের দায়িত্ব, যে কারও জীবন বাঁচাতে নিজেদের সর্বোচ্চ চেষ্টা চালানো এবং সক্ষমতার ব্যবহার করা। এটাই তো সভ্যতা। প্রতিপক্ষকে অপছন্দ করার হাজারো কারণ থাকতে পারে, কিন্তু জনসম্মুখে এমন মন্তব্য কেবল ঘৃণাকেই আরও ছড়িয়ে দেবে।

গত সোমবার প্রধানমন্ত্রী আরেক বক্তব্যে বলেছেন,ওযেকোনো মূল্যে বাংলাদেশে গণতন্ত্র অব্যাহত রাখতে হবে। কোনোভাবেই অগণতান্ত্রিক শক্তি ক্ষমতা দখল করতে পারবে না।

তার এই মন্তব্যকে আমরা পুরোপুরি সমর্থন জানাই। এটা বাংলাদেশের জন্য গর্বের বিষয় যে, নানা ধরনের সমস্যা থাকলেও আমরা গণতন্ত্রের চর্চা অব্যাহত রেখেছি এবং গণতন্ত্রের বৃহত্তর অবকাঠামোর মধ্যে থেকেই অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। কিন্তু, তার সরকার ও দল কি গণতন্ত্রকে আরও বলিষ্ঠ করার জন্য কাজ করছে?

তিনি তেমন কোনো বিরোধিতা (হরতাল, অবরোধ বা অন্য কোনো বড় আন্দোলন) ছাড়াই টানা প্রায় ১৫ বছর ক্ষমতায় আছেন। এর সঙ্গে প্রথম মেয়াদ ধরলে মোট ২০ বছর। তিনি কি এই সময়টাতে গণতন্ত্রকে আরও বলিষ্ঠ করার জন্য কিছু করেছেন? এমন বাধাহীন শাসনামল এর আগে আর কোনো দল উপভোগ করেনি, এমনকি সামরিক স্বৈরশাসকও না। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে কি সংসদ, বিচারবিভাগ, গণমাধ্যম কিংবা জবাবদিহি ও নাগরিক অধিকার রক্ষাকারী সাংবিধানিক কোনো সংস্থা আগের তুলনায় আরও বলিষ্ঠ হয়েছে?

একদিকে প্রধানমন্ত্রী যখন গণতন্ত্রের প্রতি তার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছেন, তখন তারই দলের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের গত মঙ্গলবার এক জনসমাবেশে বলেছেন,কোথায় স্যাংশন? কোথায় ভিসা নীতি? তলে তলে আপস হয়ে গেছে। চিন্তার কিছু নেই।

তিনি যেহেতু স্যাংশন ও ভিসা নীতি শব্দগুলো বলেছেন, আমরা ধরে নিতে পারি যে এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গোপন আলোচনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেছেন,দিল্লি আছে। আমেরিকারও দিল্লিকে দরকার। দিল্লি আছে, আমরা আছি।

এর অর্থ হলো, নিশ্চিতভাবেই এই গোপন চুক্তি সংশ্লিষ্ট আরেকটি পক্ষ ভারত। অর্থাৎ, ক্ষমতাসীন দলের সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের সঙ্গে একটি গোপন চুক্তি হয়েছে, যার ফলে আওয়ামী লীগের চিন্তার কোনো কারণ নেই।

ক্ষমতাসীন দলের সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য থেকে যা বোঝা যায় তা হলো, দিল্লির সমর্থন থাকায় আওয়ামী লীগই ক্ষমতায় থাকছে। এটা ছাড়া চিন্তার কিছু নেই বলার আর কী অর্থ হতে পারে? এমন একটি কথা আমাদের দেশ ও মানুষের সার্বভৌমত্ব ও সম্মান নিয়ে কী বার্তা দেয়? প্রতিবেশী দেশ যদি নির্ধারণ করে দেয় যে এ দেশের ক্ষমতায় কে থাকবে, তাহলে সরকারের স্বাধীনতা সম্পর্কে কী বার্তা পাওয়া যায়? তাহলে আমাদের নির্বাচনের যৌক্তিকতা কী?

তাহলে আমরা ভোটাররা কোথায় আছি? ২০১৪ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ১৫৩ জন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ৩০০ আসনের সংসদের ক্ষেত্রে বলা যায়, সরকার গঠনে বেশিরভাগ সদস্যই একটি ভোটও না পেয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তারপর ২০১৮ সালের নির্বাচনে আগের রাতে ভোট পড়ল। এবার নির্বাচনের ফল নিয়ে বহির্শক্তির সঙ্গে দর-কষাকষি চলছে। এভাবেই কি বাংলাদেশে গণতন্ত্র কাজ করছে? এটাই কি আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদকের সেই খেলা হবে? মনে হচ্ছে আমাদের নির্বাচন ফেয়ার প্লে নয়, বরং ম্যাচ ফিক্সিংয়ের উদাহরণ হতে যাচ্ছে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনের মৌসুমে সরকারের কাছ থেকে জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়। তাত্ত্বিকভাবে এটা হচ্ছে সেই সময়, যখন সাধারণ নাগরিকরা নিজেদের ক্ষমতাবান ভাবতে পারেন। অন্তত তেমনটাই হওয়ার কথা। কিন্তু মর্মান্তিক হলেও সত্য, আমাদের ক্ষেত্রে বিষয়টি মোটেও তেমন নয়।

বিরোধীদলের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার অজুহাতে সরকার যেভাবে দমনপীড়ন চালাচ্ছে সেটা বিশ্লেষণ করলে একটি বিষয় পরিষ্কার হয় যে, বিরোধীদলের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। সরকার যত রেকর্ডই সৃষ্টি করে থাকুক না কেন, এর কোনোটিই বিরোধীদের দমনে দায়ের করা মামলা সংখ্যার রেকর্ডের ধারের কাছেও নেই।

বিএনপি কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০০৯ সাল থেকে শুরু করে ৩৯ লাখ ৭৮ হাজার বিএনপি নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে প্রায় ১ লাখ ১২ হাজার মামলা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে মামলায় অজ্ঞাতনামা আসামির সংখ্যা নামীয় আসামির চেয়েও বেশি। তদন্ত সাপেক্ষে এই অজ্ঞাতনামা আসামি হিসেবে যে কারও নাম আসতে পারে এবং সেই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে তদন্তের যেকোনো পর্যায়ে যে কাউকে পুলিশ ফাঁসিয়ে দেয়, যদি না তাদের দাবি মতো ঘুষের টাকা পায়। যাই হোক, বিএনপির দাবি করা মামলা ও আসামির সংখ্যা থেকে যদি ৫০ শতাংশ বাদও দেই, তারপরও রাজনৈতিক দমনপীড়ন ছাড়া এত মামলার পেছনে আর কোনো যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না।

গত ২০ সেপ্টেম্বর প্রথম আলোতে প্রকাশিত কারও ৪৫০, কারও ৩০০, বিএনপি নেতাদের কার বিরুদ্ধে কত মামলা শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খানের বিরুদ্ধে ৪৫০টি মামলা চলছে। এ ছাড়া, যুবদলের সাবেক সভাপতি সাইফুল আলমের বিরুদ্ধে ৩৫০, যুবদল নেতা জাহাঙ্গীর হোসেনের বিরুদ্ধে ৩১৭, যুবদলের সভাপতি সুলতান সালাহউদ্দিনের বিরুদ্ধে ৩১৫, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আমানউল্লাহ আমানের বিরুদ্ধে ২৫০ ও জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সম্পাদক রুহুল কবির রিজভীর বিরুদ্ধে ১৮০ মামলা চলছে।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির বেশিরভাগ সদস্যের বিরুদ্ধে কোনো না কোনো মামলা চলছে। আরও অনেকেই আছেন, যাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ১৫০টিরও বেশি মামলা চলমান।

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুলের বিরুদ্ধে ৯৮টি মামলা রয়েছে। বিএনপির জ্যেষ্ঠ নেত্রী সেলিনা রহমানের বয়স ৮০ বছরেরও বেশি। তার বিরুদ্ধেও চারটি মামলা চলছে, যার একটিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে তিনি বাস পুড়িয়েছেন। এত মামলায় শুধু আদালতে হাজিরা দিতেই অভিযুক্তদের সারা বছর কেটে যেতে পারে। উল্লেখিত এসব মামলার বেশিরভাগই অন্তত ৫ থেকে ১০ বছর আগে দায়ের করা এবং ক্ষমতাসীন দলের মেয়াদের বেশিরভাগ সময়জুড়ে এগুলো নিষ্ক্রিয় ছিল। কিন্তু নির্বাচন চলে আসায় হঠাৎ করেই যেন এসব মামলা নতুন করে জীবন ফিরে পেয়েছে এবং পুলিশও আইনপ্রয়োগে অতিমাত্রায় উৎসাহী হয়ে উঠেছে।

আমাদের আর কোনো পরিসংখ্যানের দরকার নেই। দেশের সবচেয়ে বড় বিরোধীদলের বিরুদ্ধে মামলার যে উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে, সেটাই প্রমাণ করে যে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে সরকার ও আওয়ামী লীগের সব দাবি বিশ্বাসযোগ্য নয়।

আমাদের প্রধান নির্বাচন কমিশনার গত বুধবার বলেন,নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের লিগ্যালিটি (আইনগত দিক) দেখবে, নির্বাচনের লেজিটিমেসি (ন্যায্যতা) নিয়ে মাথা ঘামাবে না। আমরা ঠিক এই ভয়ই করছিলাম। ২০১৪ সালে ১৫৩ জন সংসদ সদস্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। সেই তথাকথিত নির্বাচন আইনত সঠিক ছিল। কিন্তু সেগুলো কি নৈতিকতার মাপকাঠিতে সঠিক ছিল? একে কি গণতন্ত্রের চর্চা বলা যায়? পাঁচ বছর অপেক্ষার পরও যখন মোট ৯ কোটি ১৯ লাখ ৬৫ হাজার ৯৭৭ ভোটারের মধ্যে ৪ কোটি ৮০ লাখ ২১ হাজার ৩৯ ভোটার ভোট দেওয়ার সুযোগই পাননি, তখন তাদের কেমন লেগেছিল?

হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের আইনত সঠিক নির্বাচন প্রয়োজন, কিন্তু সেটা একইসঙ্গে বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন হতে হবে। এটা শুধু জয়ী দলের কাছে নয়, ভোটারদের কাছেও বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে। নির্বাচনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে, এতে জনগণের ইচ্ছার মুক্ত ও অবাধ প্রতিফলন থাকতে হবে। কেবল আনুষ্ঠানিকভাবে আইন মেনে নির্বাচন আয়োজনই নয়, সেইসঙ্গে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন নিশ্চিত করাও নির্বাচন কমিশনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে নির্বাচনের গণতান্ত্রিক ও নৈতিক বিষয়গুলো সম্পর্কেও সচেতন থাকতে হবে, শুধু আইনি বিষয়ে নয় মাহফুজ আনাম, সম্পাদক ও প্রকাশক, দ্য ডেইলি স্টার

ইউক্রেনের প্রতি ‘দরদ’ দেখিয়ে পদ খোয়ালেন স্পিকার কেভিন ম্যাকার্থি

৬ পৃষ্ঠার পর

লড়বেন না। এই অবস্থায় পরবর্তী স্পিকার কে হবেন, তা এখনো স্পষ্ট নয়। ম্যাকার্থির বন্ধু ও নর্থ ক্যারোলিনার এমপি প্যাট্রিক ম্যাকহেনরি নাম শোনা যাচ্ছে। তিনি ভোটাভুটির আগে বিতর্কের সময় ম্যকার্থির সমর্থনে বলেছেন। তিনিই এখন প্রোটেম স্পিকার হয়েছেন।

ভোটাভুটি নিয়ে :মোট আটজন রিপাবলিকান ম্যাকার্থিকে সরাবার জন্য ভোট দিয়েছেন। ডেমোক্র্যাটরাও প্রস্তাবের পক্ষে ভৌট দিয়েছেন। ম্যাকার্থির নিজের দলের অধিকাংশ এমপি তার পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। তারপরেও তাকে হেরে যেতে হলো।

দক্ষিণপন্থি রিপাবলিকান সাংসদ ম্যাট গেইটজ এই প্রস্তাব এনেছিলেন। তার অভিযোগ ছিল, ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন ম্যাকার্থি। তিনি সরকারকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

দিন কয়েক আগে ম্যাকার্থি ৪৫ দিনের জন্য স্টপ গ্যাপ ফান্ডিং বিল পাস করিয়েছেন। এই বিল পাস না হলে সরকারের কাজ থেমে যেত। তারপরেই গেইটজ এই প্রস্তাব আনেন। শেষপর্যন্ত ডেমোক্র্যাট ও গেইটজের মতো আটজন এমপি-র ভোটে হেরে যেতে হলো ম্যাকার্থিকে।-

বার্তা আদান-প্রদানে অ্যাপ টেলিগ্রামে মেদভেদেভ বলেছেন, কিয়েভ সরকারের জন্য দুটি সুখবর রয়েছে। প্রথমটি, ইউরোপীয় কাউন্সিলের সভাপতি চার্লস মিশেল ২০৩০ সালের মধ্যে ইউক্রেন ইইউতে যোগদান করতে পারে বলে জানিয়েছেন। এর মানে হলো ইইউ মন করছে বর্তমান এই বান্দেরা রাষ্ট্র (ইউক্রেন) ততদিন টিকে থাকবে।

তিনি আরও বলেন, দ্বিতীয় সুখবর হলো যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার পদ হারিয়েছেন। আর এটি করতে হয়েছে কিয়েভ সরকারের প্রতি তার দরদ এবং বান্দেরাদের (ইউক্রেনীয়দের) অর্থায়ন নিয়ে আপস করার কারণেই। এপি, এএফপি, রয়টার্স

ন্যান্সি পেলোসিকে যে কারণে ক্যাপিটল হিল থেকে উচ্ছেদের নির্দেশ অন্তর্বর্তী স্পিকারের

৭ পৃষ্ঠার পর

পেলোসি যদিও অন্তর্বর্তী স্পিকারকে দায়ী করেছেন। কিন্তু সিএনএন ও নিউ ইয়র্ক টাইমসের খবর অনুযায়ী ম্যাকার্থিই এই তৎপরতার নেপথ্যে কাজ করেছেন।

এর আগে মঙ্গলবার (০৩ অক্টোবর) ম্যাকার্থি ইতিহাসে প্রথম বারের মতো অনাস্থা ভোটে হেরে স্পিকারের পদ থেকে অপসারিত হন। ডেমোক্রেটদের সঙ্গে মিলে রিপাবলিকান দলের ৮ বিদ্রোহী তার বিরুদ্ধে ভোট দেন। ভোটের পর সংবাদ সম্মেলনে ম্যাকার্থি বলেন তিনি স্পিকার পদের জন্য আর লড়বেন না। তিনি অভিযোগ করেন, তিনি যখন স্পিকার হয়েছিলেন তখন পেলোসি কখনো অনাস্থা ভোট হলে তাতে সবসময় তাকে সমর্থনের অঙ্গীকার করেছিলেন। কিন্তু পেলোসি মঙ্গলবার (০৩ অক্টোবর) ভোটাভুটির সময় অনুপস্থিত ছিলেন এবং তার দল জানিয়েছিল যে, ম্যাকার্থিকে রক্ষায় তারা কোনো পদক্ষেপ নিবে না।

আমেরিকানরা দুর্নীতি করে না, এই মিথ কতটা সত্যি?

৬ পৃষ্ঠার পর

ক্ষমতার সঙ্গে দুর্নীতির সম্পর্ক নিবিড়, এটি অতি প্রাচীন একটি কথা।

যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে চালু থাকা একটি মিথ হলো, দুর্নীতি পুরোপুরি অন্য দেশের ব্যাপার। কম সভ্য দেশ, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের শত্রুদের বিষয় এটি। গণতন্ত্রের প্রতি যাদের অঙ্গীকারের ঘাটতি রয়েছে, আইনের শাসনের প্রতি যাদের অশ্রদ্ধা রয়েছে, দুর্নীতি হলো তাদের বিষয়। যুক্তরাষ্ট্রের সবকিছুই পূতঃপবিত্র আর তাদের কর্মকর্তারা সবাই মহান।

কিন্তু মেনেনডেজের কেলেঙ্কারি ফাঁসের ঘটনায় সংবাদমাধ্যমের খবরে যেভাবে থলের বিড়াল বেরিয়ে আসছে তাতে বলা যায়, দুর্নীতি আমেরিকানদের মধ্যে আপেল পাইয়ের (আপেল দিয়ে তৈরি করা কেক) মতোই নিখুঁতভাবে মিশে আছে। এসম্পর্কিত একটি খবরে জানা যাচ্ছে যে মিসরের নিপীড়ক শাসকদের জন্য গত কয়েক দশকে যুক্তরাষ্ট্র বিলিয়নবিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে। বিষয়টি একটি বড় কেলেঙ্কারি।

এটা নিশ্চিত যে এই নিখুঁত আপেল পাইয়ের ভেতর মেনেনডেজই একমাত্র পচা আপেল নন। ক্লারেন্স টমাসের কথাই ধরা যাক। যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের এই বিচারকের দুর্নীতির ঘটনা বিশদ তদন্ত করে নিউনিয়র্কভিত্তিক অলাভজনক সংস্থা প্রোপাবলিকা।

প্রোপাবলিকায় সম্প্রতি প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের পাদটীকায় বলা হয়েছে, ‘ঘড়ির কাঁটার মতোই, টমাস তাঁর অবকাশের সময়টা ঘুরে ঘুরে কাটিয়েছেন তাঁর মতাদর্শের এবং তাঁকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন এমন লোকদের সঙ্গে। এটা পুরোপুরি আইনশাস্ত্রবিরোধী কর্মকাণ্ড।’

টমাসের এই অবকাশ যাপনের একটি ফিরিস্তি প্রোপাবলিকার প্রতিবেদনে পাওয়া যায়। এর মধ্যে কমপক্ষে ৩৮ বার অবকাশ যাপন, ২৬ বার প্রাইভেট জেট প্লেনে ভ্রমণ, আটবার হেলিকপ্টারে যাতায়াত, বিলাসবহুল রিসোর্টে কয়েকবার ভ্রমণের হিসাব দেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের আবাসন খাতের ধনকুবের হারলন ক্রো, যিনি নাৎসি স্মৃতিচিহ্নের নিবেদিত সংগ্রাহক। ডানপন্থী রাজনীতির এই পৃষ্ঠপোষক বিচারপতি টমাসের বিলাসবহুল অবকাশযাপনের অন্যতম অর্থদাতা। টমাসের নাতিকে একটি দামি প্রাইভেট স্কুলে পড়ানোর খরচ জোগানোসহ আরও অসংখ্য কাজে অর্থায়ন করেছেন তিনি।

সেপ্টেম্বর মাসে প্রোপাবলিকা টমাসের আরেকটি কেলেঙ্কারি ফাঁস করে। যুক্তরাষ্ট্রের নীতি যাতে আরও বেশি ডানপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়ে, সে উদ্দেশ্যে গঠিত কোচ নেটওয়ার্কের একটি দাতা সম্মেলনে গোপনে অংশ নেন টমাস। শিল্প খাতের ধনকুবের কোচ ভাইয়েরা এই নেটওয়ার্কের প্রতিষ্ঠাতা। এ ঘটনায় আপনারা কী জানতে পারছেন? কোচ নেটওয়ার্কের কৌশল কী? যুক্তরাষ্ট্রের নীতিকে প্রভাবিত করা যায়, এ রকম মামলা টমাসের আদালতে তোলা।

স্বার্থের সংঘাত বিষয়টি ধারণা হিসেবে কতটা পুরোনো আর অর্থহীন!

দিন শেষে টমাসের এই সব কর্মকাণ্ড মার্কিন পুঁজিবাদের একটা খণ্ডাংশের ছবিমাত্র। মার্কিন পুঁজিবাদ গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে অভিজাতদের স্বৈরশাসনই বজায় রাখে। অন্যভাবে, একজন যত দূর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারেন, এ ব্যবস্থা তত দূর পর্যন্তই দুর্নীতিগ্রস্ত।

অপরাধীদের এই তালিকা আরও দীর্ঘ। সুপ্রিম কোর্টের আরেক বিচারপতি স্যামুয়েল আলিটো অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক এবং রিপাবলিকান পার্টির বড় দাতা পল সিঙ্গারের কাছ থেকে উপহার নিয়েছিলেন। ২০০৮ সালে আলাস্কায় আলিটোর বিলাসবহুল ভ্রমণের ব্যবস্থা করেন সিঙ্গার। সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলায় সিঙ্গারের প্রতিষ্ঠানের পক্ষে রায় দেন আলিটো।

টেক্সাসের অ্যাটর্নি জেনারেল কেন পাক্সটনের কথা ধরা যাক। গত ১৬ সেপ্টেম্বর তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগে আনা অভিশংসন খারিজ হয়ে যায়। পাক্সটনের বিরুদ্ধে ঘুষ, বিচারে বাধা, জনগণের আস্থা ভঙ্গ এবং অন্যান্য অসৎ আচরণের অভিযোগ উঠেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ বন্ধু পাক্সটন ২০২০ সালের নির্বাচনের ফলাফল পাল্টে দেওয়ার প্রচেষ্টার সহযাত্রী ছিলেন। পাক্সটনের বিরুদ্ধে আরেকটি দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করছে এফবিআই। নিরাপত্তাসম্পর্কিত প্রতারণার মামলায় তাঁর বিচার চলছে। টেক্সাস সিনেটে পাক্সটনের অভিশংসনের প্রস্তাব ব্যর্থ হওয়ার পর ডোনাল্ড ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের স্বভাবসুলভ ঢঙে উদযাপন করে লেখেন, ‘কেন পাক্সটনের এই জয় অনেক বড় বিজয়। ওয়াও!!!’

মেরিয়ামুওয়েবস্টার অভিধানের অনলাইন সংস্করণে ‘করাপশন’ (দুর্নীতি) শব্দটির কয়েক ধরনের সংজ্ঞা দেওয়া আছে। প্রথমটি হলো, বিশেষ করে ক্ষমতাবাস লোকদের করা অসৎ ও অবৈধ আচরণ’। দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি হলো, ‘অযথাযথ ও অবৈধ উপায়ে অন্যায় করতে প্ররোচিত হওয়া’।

অবক্ষয় ও পচনড়কেবল এ দুটি শব্দ ব্যবহার করে অভিধানটিতে দুর্নীতির আরও একটি বিকল্প সংজ্ঞা দেওয়া আছে। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা যেসব উপায়ে ঘুষকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছেন এবং ধনিক গোষ্ঠীর শাসন টেকসই রাখতে ডানপন্থীদের অর্থ যে উপায়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করছে, সামগ্রিকভাবে সেটা একটা অবক্ষয়ের চিত্রকেই তুলে ধরে। বেলেন ফার্নান্দেজ আলুজাজিরার কলাম লেখক।আলুজাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

১০ অক্টোবর উদ্বোধন, স্মার্ট বাংলাদেশের বড় উদাহরণ হবে পদ্মাসেতুর রেলপ্রকল্প

৫ পৃষ্ঠার পর

১৭২ কিলোমিটার রেললাইনের ২০টি স্টেশনে এই অত্যাধুনিক সিস্টেম চালু হবে। রেল জানিয়েছে, এই সিগনালিং সিস্টেমে ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে সময়ের অপচয় রোধ হবে।

তাছাড়া দুর্ঘটনার ঝুঁকিও কমবে। পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার মানোয়ার হোসেন বলেন,অত্যাধুনিক এই ব্যবস্থা কোথায় ট্রেন অবস্থান করছে সেটা মনিটরে দেখা যাবে।

এছাড়া স্টেশন এলাকায় ৪ থেকে ৩০ কোরের কপার কেবল ব্যবহার করা হয়েছে। ১০ থেকে ১৫ ভোল্টের বিদ্যুৎ সংযোগ রাখা হয়েছে সঞ্চালনা রেল লাইনে। কোনও ভাবে যদি টেলি টেলিকমিনিকেশন বিচ্ছিন্ন হয় তবে কতটা দূরে তার কাটা পড়েছে তার বার্তা চলে আসবে কন্ট্রোল রুমে।

প্রথম পর্যায়ে ঢাকা থেকে ভাঙা পর্যন্ত ৪২ কিলোমিটার রেললাইনে এই সিবিআই সিস্টেম চালু হচ্ছে।

তবে প্রথমে মাওয়া স্টেশন, পদ্মা সেতুর জাজিরা প্রান্তের পদ্মা স্টেশন এবং মাদারীপুরের শিবচর স্টেশনে সিবিআই সিস্টেম চালু করা হচ্ছে। সেখানে পরীক্ষামূলক ভাবে নিয়মিত ট্রেনও চালানো হচ্ছে। পদ্মা সেতুতে ট্রেন চলাচল উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী হাসিনা এই তিন স্টেশন দিয়েই ফরিদপুরের ডাঙায় যাবেন।

নিরাপত্তাকর্মীরাও নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করেছেন সম্পূর্ণ বিষয়গুলি।

রেল ইঞ্জিনিয়ারদের দাবি, প্রযুক্তির দিকে থেকে বিশ্বমানের মানে হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে এই পদ্মাসেতু কেন্দ্রীক রেল লাইনকে। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে বড় উদাহরণ হবে এই রেল পরিষেবা।

২০২২ সালের ২৫ জুন পদ্মাসেতুর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তার ২৬ জুন থেকে গাড়ি চলাচল শুরু হয়। প্রথম দিনেই টোল ট্যাক্স বাবদ আদায় হয়, ২ কোটি ৭৪ লক্ষ ৬৬ হাজার ৮৫০টাকা।

এক বছরের মধ্যে এই সেতু থেকে ৬০৬ কোটি টাকা টোল আদায় করতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ সরকার।

এবার সেতু উপর দিয়ে ট্রেন চলাচল শুরু হলে আয়ের অঙ্কে নতুন সংযোজন হবে।

Shah GROUP

BIRTHDAYS ONLY COME ONCE A YEAR,
AND YOUR FRIENDSHIP ONLY COMES ONCE A LIFETIME.

HAPPY
Birthday

Moynu Zaman Chowdhury
Bhai
I Love You!

SHAH J. CHOUDHURY
FOUNDER, SHAH GROUP.

বাংলাদেশ থেকে আমেরিকার ভিসা প্রাপ্তদের সংখ্যায় হঠাৎ লাফ

৫ পৃষ্ঠার পর

প্রকাশ করা হয়নি।

আবার যাদের ভিসা আবেদন ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তাদেরকেও প্রত্যাখ্যানের কারণ জানানো হয় না। কখনও কখনও রিভিউয়ের জন্য বাড়তি কাগজপত্র চাওয়া হলেও সেই রিভিউ প্রক্রিয়ায় কত দিন লাগতে পারে, জানানো হয় না সেটাও।

কোন বছর কত ভিসা

২০১৩ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ১০ বছরে বাংলাদেশিদের জন্য ২ লাখ ২৫ হাজার ৭১৫টি নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। অন্যদিকে, ঢাকায় দূতাবাস থেকে ইমিগ্র্যান্ট ভিসা দেওয়া হয়েছে ১ লাখ ১৪ হাজার ৪৬০টি।

গত বছরের অক্টোবর থেকে চলতি সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে আমেরিকায় ভিসা দেওয়া হয়েছে ৫৯ হাজার ২৫৪ জনকে। এর আগে কোনো বছর এত বেশি ভিসা দেওয়া হয়নি বাংলাদেশ থেকে।

এর মধ্যে ৪৪ হাজার ৬৭৪ জনকে দেওয়া দেওয়া হয়েছে নন ইমিগ্র্যান্ট ভিসা। শিক্ষা, ভ্রমণ, ব্যবসা বাণিজ্যসহ নানা কারণে এই ভিসা দেওয়া হয়। আর ১৪ হাজার ৫৮০ জনকে দেওয়া হয়েছে ইমিগ্র্যান্ট ভিসা। এই ভিসা পেলে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করা যায়।

এর আগের এক দশকে ২০১৪ সালে জাতীয় নির্বাচনের বছরে ৪৬ হাজার ৯২৩টি ভিসা দেওয়া হয় বাংলাদেশিদের, যা এতদিন সর্বোচ্চ ছিল।

ওই বছর ৩৫ হাজার ২৫ জন বাংলাদেশিকে দেওয়া হয় নন ইমিগ্র্যান্ট ভিসা, ইমিগ্র্যান্ট ভিসা পান ১১ হাজার ৮৯৮ জন।

নির্বাচনের আগের বছর, অর্থাৎ ২০১৩ সালে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার ভিসা পান মোট ৩৮ হাজার ৬৪৮ জন। এর মধ্যে ২৮ হাজার ৮০টি ছিল নন ইমিগ্র্যান্ট ভিসা, আর ইমিগ্র্যান্ট ভিসা ছিল ১০ হাজার ৫৬৮টি।

তবে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরের তিন বছর ধারাবাহিকভাবে কমে ২০১৭ সালে ঢাকা থেকে ভিসা কমে হয় ২৭ হাজার ২৬৫টি। এর মধ্যে ইমিগ্র্যান্ট ভিসা ছিল ১২ হাজার ৭৬৬টি; আর নন ইমিগ্র্যান্ট ভিসা ছিল ১৪ হাজার ৫৯৯টি।

২০১৮ সালে বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনের বছরে ভিসার সংখ্যা আবার ছাড়ায় ৩৮ হাজার। ওই বছর সর্বোচ্চ ১৫ হাজার ১৭৯টি ইমিগ্র্যান্ট ভিসা দেওয়া হয়; নন ইমিগ্র্যান্ট ভিসা ছিল ২৩ হাজার ২৫০টি।

নির্বাচনের পরর বছর ২০১৯ সালে নন ইমিগ্র্যান্ট ভিসা বেড়ে হয় ৩০ হাজার ৫০৫টি। তবে ইমিগ্র্যান্ট ভিসা কমে হয় ১২ হাজার ৫৭৩টি। অর্থাৎ দুই ধরন মিলিয়ে ভিসা দেওয়া হয় ৪৩ হাজার ৭৮টি।

এরপর ২০২০ সালে করোনাভাইরাস মহামারীর বছরে তা এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে নিচে নেমে আসে। ওই বছর নন ইমিগ্র্যান্ট ভিসা দেওয়া হয় ১২ হাজার ৩৯টি, ইমিগ্র্যান্ট ভিসা কমে দাঁড়ায় ৬ হাজার ১৬২টি।

২০২১ সালে নন ইমিগ্র্যান্ট ভিসা কিছুটা বেড়ে হয় ১৩ হাজার ৭৬৪টি, তবে ইমিগ্র্যান্ট ভিসা কমে দাঁড়ায় ৫ হাজার ৩১১টি। অর্থাৎ ওই বছর মোট ভিসা দেওয়া হয় ১৯ হাজার ৭৫টি।

মহামারীর অবসানের পর ২০২২ সালে ঢাকার আমেরিকা দূতাবাস ভিসা ইস্যু করে ৩৮ হাজার ২৭৬টি। এর মধ্যে ২৯ হাজার ২০২টি ছিল নন ইমিগ্র্যান্ট ভিসা, বাকি ৯ হাজার ৭৪টি দেওয়া হয় ইমিগ্র্যান্ট ভিসা।

যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া বাংলাদেশিদের সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টিকে 'উৎসাহব্যঞ্জক' হিসাবে বর্ণনা করে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, "গত পাঁচ বছরে কী পরিমাণ বাংলাদেশি মানুষ যুক্তরাষ্ট্র সফরে গেছেন সেই ডেটা বলে যে, কোভিডের সময়ের নিষেধাজ্ঞার ফলে কমে এলেও, এ বছরের অগাস্টের শেষ দিন পর্যন্ত অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় বেশি সংখ্যক মানুষ সফর করেছেন।"

মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজন বাড়ার কারণে যাতায়াত বাড়ছে মন্তব্য করে তিনি বলেন, "বিদেশে যাওয়া যেন সহজতর হয়, সে কাজগুলো আমরা করছি। তারই ধারাবাহিকতায় এটি সম্ভব হয়েছে এবং মানুষের প্রয়োজনও বেড়েছে, সেটা লেখাপড়ার জন্য হোক, ব্যবসার জন্য হোক এবং অন্যান্য কাজে হোক। এই ধারা অব্যাহত থাকবে।"

আবেদন প্রত্যাখ্যানের কারণ কী?

বাংলাদেশের সফটওয়্যার ডেভেলপার আল ফারুক শুভ যান্ত্রিক নামে একটি স্টার্টআপ কোম্পানির উদ্যোক্তা। সিঙ্গাপুরসহ বেশ কয়েকটি দেশে তার কোম্পানিটি স্টার্টআপ মেলা বা এ সংক্রান্ত আয়োজনে অংশ নিয়েছে।

২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে একটি আয়োজনে অংশ নিতে চাইলেও পারেননি শুভ। কারণ, তার ভিসার আবেদন প্রত্যাখ্যান করে ঢাকার দূতাবাস।

কেন আবেদনটি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল- এই প্রশ্নে শুভ বলেন, "ওরা এই কারণ কখনও বলে না। আমাকেও বলেনি।"

২০১৪ সালে ট্যুরিস্ট ভিসায় মাস ছয়েক যুক্তরাষ্ট্রে কাটিয়ে আসা সংবাদ কর্মী মেহরীন জাহান গত জানুয়ারিতে আবার একই ভিসায় আবেদন করলেও এখনও তা চূড়ান্ত হয়নি। আবেদন করার পর জানুয়ারিতেই তার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। সেদিন তাকে আরও কিছু কাগজপত্র জমা দিতে বলা হয় একটি থার্ড পার্টি এজেন্সির কাছে। জানানো হয়, এরপর তার আবেদনটি রিভিউ করা হবে।

দূতাবাস থেকে চাওয়া সব কাগজপত্র এক সপ্তাহের মধ্যে জমা দিয়ে আসেন মেহরীন। কিন্তু রিভিউ শেষ হয়েছে কি না, কবে শেষ হবে, এর কিছুই তিনি জানতে পারেননি প্রায় নয় মাসেও।

এই সংবাদকর্মী বলেন, "এমনকি আমার কাগজপত্র পেয়েছে কি না, সেই নোটিফিকেশনও আমার কাছে আসেনি। ড্যাশবোর্ডেও কোনো আপডেট নাই। আমি যতবার কল করেছি, ওখানকার কর্মীরা বলেছে, এই প্রক্রিয়াটা একটু দীর্ঘমেয়াদী হয়। তবে কত দিন লাগবে, সে বিষয়ে কিছুই জানানো হয় না।

গত ২৫ সেপ্টেম্বর দূতাবাসের ফেইসবুক পেইজে ভিসা আবেদনকারীদের প্রশ্নের জবাব দিতে যে 'ভিসা চ্যাট' করা হয়, সেখানেও মেহরীন তার আবেদনের বিষয়ে প্রশ্ন রাখেন। সেখানে তাকে যে জবাব দেওয়া হয়েছে, তাতে নতুন কোনো বার্তা ছিল না। যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা আবেদনকারীদের অপেক্ষার সময় কমিয়ে আনতে 'সুপার ফ্রাইডে' নামে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিল দেশটির দূতাবাস। এবছর জুলাই পর্যন্ত এমন ১৬টি শুক্রবারে ৬ হাজার নন-ইমিগ্র্যান্ট এবং ২ হাজার ইমিগ্র্যান্ট ভিসা আবেদনকারীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল।সুত্র ওয়েব পোর্টাল বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

উচ্চমূল্যের কারণে বাংলাদেশে মাংস খাওয়া কমেছে

৫ পৃষ্ঠার পর

হয়েছে। এর মধ্যে দেশী গরু ৮৬ লাখ ৯১ হাজার ১৫৪টি, সংকর গরু ৪৭ লাখ ৭ হাজার ৯১৮টি, ছাগল ১ কোটি ১৪ লাখ ৯৩ হাজার ৬১৪টি, মহিষ ৫ লাখ ৮৩ হাজার ৯৫১টি, ভেড়া ১১ লাখ ৬৩ হাজার ১৮৯টি ও অন্যান্য গবাদিপশু জবাই হয় মোট ৭৫ হাজার ৪৩০টি।

গরু ও ছাগল মিলিয়ে গত অর্থবছরে জবাই হয়েছে ২ কোটি ৪৮ লাখ ৯২ হাজার ৬৮৬টি, যেখানে আগের অর্থবছরে জবাই হয়েছিল ৩ কোটি ১৪ লাখ ৯১ হাজার ২৭৫টি। যদিও প্রতি বছরই পশু কোরবানি বাড়ছে ধারাবাহিকভাবে। গত কোরবানিতে জবাই হয় মোট ৯৯ লাখ ৫০ হাজার ৯৬৩টি পশু। এর আগের বছর অবশ্য ৯০ লাখ ৯৩ হাজার ২৪২টি পশু কোরবানি হয়েছিল।

রাজধানীর বাজারগুলোয় বর্তমানে প্রতি কেজি গরু ও মহিষের মাংস বিক্রি হচ্ছে ৭৫০-৮০০ টাকায়। আর ছাগলের মাংস ৯০০-৯৫০ ও খাসির মাংস ১ হাজার ১০০ থেকে ১ হাজার ১৫০ টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে। গত এক বছরে গবাদিপশু দুটির মাংস প্রতি কেজিতে প্রায় ১০০ থেকে ১৫০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে।

রাজধানীর মহাখালীর একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন মো. রায়হান। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'প্রতিটি জিনিসের দাম বেড়েছে। ১ হাজার টাকার একটি নোট নিয়ে বাজারে গিয়ে সবজি ও মসলা কিনলেই শেষ হয়ে যায়। মাছ-মাংস কেনা অনেক কমিয়ে দিয়েছি। কিনলেও মুরগি কিনছি। যে আয় তাতে গরু বা খাসির মাংসের বাজারে যাওয়ার সাহস হয় না। কোরবানির সময় কিছু গরুর মাংস ছিল তা খেয়েছি। এরপর আর গরু কিংবা ছাগলের মাংস কেনা হয়নি। আয় তো বাড়েনি আমার।'

মোহাম্মদপুরের বাসিন্দা শারমিন আক্তার পেশায় একজন ফার্মাসিস্ট। স্বামী-সন্তানসহ চার সদস্যের পরিবার। প্রতি মাসে স্বামী ও তার আয় প্রায় ৮০ হাজার টাকা। বণিক বার্তাকে শারমিন বলেন, 'আগে প্রতি সপ্তাহে অন্তত বাসায় একবার গরুর মাংস রান্না হতো। কিন্তু অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে মাংসের দামও বেড়েছে। তাই এখন আর তেমন গরু কেনা হয় না বললেই চলে। কোরবানির পর সপ্তাহ দুয়েক আগে একবার গরুর মাংস কেনা হয়েছিল।'

মাংস বিক্রেতারা জানিয়েছেন, দাম বেড়ে যাওয়ায় পরিবারের জন্য মাংস কেনা মানুষের সংখ্যা অনেকাংশেই কমেছে। হোটেলগুলোই এখন তাদের মূল ক্রেতা। রাজধানীর কারওয়ান বাজারে দীর্ঘদিন ধরে গরুর মাংস বিক্রি করছেন মো. কানুন। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'আগে ৩০০-৪০০ কেজি গরুর মাংস অনায়াসেই বিক্রি করা যেত। হোটেলগুলোই নিত ১০০-১৫০ কেজি। বাকি মাংস কিনত সাধারণ মানুষ। কিন্তু এখন বড়জোর ১০০-১২০ কেজি মাংস বিক্রি হয়, যার প্রায় সবটাই হোটেলগুলো কিনে নেয়। সারা দিনে ২০-২৫ কেজির মতো বিক্রি হয় সাধারণ ক্রেতাদের কাছে। অর্থাৎ আগে যেখানে প্রতিদিন ৪-৫টা গরু জবাই করতাম, এখন একটা বা দুইটা জবাই করি। এর মধ্যেও বিক্রি না হওয়ায় অনেক মাংস থেকে যায়।'

বিক্রি কমে যাওয়ার কারণ হিসেবে এ মাংস বিক্রেতা বলেন, 'মানুষের সব ধরনের খরচ বেড়েছে। বাজারে এখন ৬০-৭০ টাকার নিচে কোনো সবজি নেই। মানুষকে তো আর প্রতিদিন মাংস খেতে হয় না। ভাত-তরকারি তো খেতে হয়। তাই মাংস খাওয়া কমিয়ে দিয়েছে অনেকেই। কেউ কেউ আবার জমা করে রাখা কোরবানির মাংস খাচ্ছে।'

একই কথা জানিয়েছেন কারওয়ান বাজারের খাসির মাংস বিক্রেতা মো. খোরশেদ আলম। বর্তমানে তেমন বিক্রি নেই জানিয়ে তিনি বলেন, 'গত বছরের এ সময়েও প্রতিদিন কমপক্ষে ১৫-২০টা ছাগল কিংবা খাসি জবাই করতাম। এখন ৪-৫টার বেশি হয় না। কেনার মানুষ নেই। কিছু হোটেল থেকে নিয়মিত মাংস নেয়। আর অল্প কিছু খুচরা ক্রেতা পাওয়া যায়। সাপ্লাইও অনেক কম। অবশ্য ক্রেতা থাকলে সাপ্লাই বাড়ত। এখন মানুষ এত বেশি দামের মাংস কিনতে চায় না।'

আগের বছরের তুলনায় গরু-ছাগলের জবাই কমে যাওয়ার তথ্য দিয়েছেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের এক কর্মকর্তাও। নাম প্রকাশ না করার শর্তে বণিক বার্তাকে তিনি জানান, বিভিন্ন নিত্যপণ্যের উচ্চমূল্যের কারণে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে গেছে। সে কারণে খাদ্যতালিকা থেকে অনেকেই মাংসকে ছেঁটে ফেলছেন।

খামারিদের বিক্রিও অনেক কমে গেছে জানিয়ে বাংলাদেশ ডেইরি ফার্মার্স অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব শাহ ইমরান বণিক বার্তাকে বলেন, 'বাংলাদেশে মাংসের উৎপাদন খরচ অনেক বেশি। আবার মফস্বল থেকে ঢাকায় চার থেকে পাঁচ হাত ঘুরে গবাদিপশু আসে। এতে ২৫ শতাংশ দাম বেড়ে যায়। এর সঙ্গে বাড়তি পরিবহন খরচ তো আছেই। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সবাইকে তো চাল, ডাল, তেল, সবজি এগুলো কিনে খেতে হয়। প্রতিটি জিনিসেরই দাম এখন অনেক বেশি। সব মিলিয়ে মানুষের অনেক ব্যয় বেড়েছে। স্বল্প আয় দিয়ে গরুর মাংস কীভাবে খাবে?'

গরুর মাংসের ক্ষেত্রে উচ্চমূল্যের দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ৬৪তম জানিয়ে শাহ ইমরান আরো বলেন, 'বিশ্বব্যাপীই গরুর মাংসের দাম বেড়েছে। দাম কমাতে আমরা সরকারের কাছে কিছু দাবি জানিয়েছিলাম। ব্রাহ্মা জাতের গরু দুই বছরে ৫০০-৬০০ কেজি হওয়া সম্ভব, যেখানে দেশী গরু ১২০-১৫০ কেজি হয়। ব্রাহ্মা জাতের গরু আমাদের আবহাওয়া উপযোগীও। কিন্তু এ গরু আমাদের দেশে আনতে দেয়া হচ্ছে না। পশুখাদ্যের কিছু বিষয় রয়েছে। তাহলে সার্বিকভাবে গরুর মাংসের দাম কমিয়ে আনা সম্ভব।'

বাজারে সব পণ্যের দামই বেড়েছে উল্লেখ করে কনজিউমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) সহসভাপতি এসএম নাজের হোসাইন বণিক বার্তাকে বলেন, 'মানুষের তো আগে খেয়ে বেঁচে থাকতে হবে, তারপর আমিষের চাহিদা পূরণ। মানুষ আগে চাল, ডাল, তেল এসব কেনে। আলুর কেজি এখন ৫০ টাকা। কাঁচামরিচের কেজি লাফ দিয়ে ২০০ টাকার বেশি উঠে গেছে। এসব কেনার পর মানুষ মাংস কিনতে যায়। আগে শুক্রবার এলে মহল্লার মধ্যে গরু জবাই হতো, ভাগ করে মানুষ মাংস কিনত। এখন কিন্তু এসব চোখে পড়ে না। উচ্চ মূল্যস্ফীতির এ সময়ে গরু-খাসি খাওয়া কমবে এটাই স্বাভাবিক।' সুত্র দৈনিক বণিকবার্তা

আফগানদের উড়িয়ে বিশ্বকাপে শুভ সূচনা বাংলাদেশের

৬০ পৃষ্ঠার পর

১৫৬ রানে তিনি ফেরার পর শেষ দুই উইকেটে আর কোনো রান নিতে পারেনি দলটি। ৩৭.২ ওভারেই গুটিয়ে যায় আফগানিস্তানের ইনিংস।

সাকিব ও মিরাজ নেন সমান ৩ উইকেট, জোড়া উইকেট শরিফুলের।

১৫৭ রানের জয়ের লক্ষ্য তাড়া করতে গিয়ে তিনে নেমে মিরাজ সফল হলেও ব্যর্থ ছিলেন দুই ওপেনার। প্রস্ফুটিত হওয়ার আগেই ঝরে পড়েন তানজিদ তামিম। লিটনের সাথে ভুল বোঝাবুঝিতে রান আউট হন তিনি। নাজিবুল্লাহ জাদরানের সরাসরি থ্রোতে ১৩ বলে ৫ রানে ধরতে হয় সাজঘরের পথ।

লিটনও অবশ্য ইনিংস বড় করতে পারেননি, বরাবরের মতোই আশাজাগানিয়া শুরুর পর আবারো উপহার দেন হতাশা। আরো একবার ব্যর্থতার বৃত্তে আটকা পড়েন ১৮ বলে ১৩ রানে। ফারকীর বল ব্যাট ছুঁয়ে স্ট্যাম্প ভাঙে। ফলে ২৭ রানেই ২ উইকেট হারায় বাংলাদেশ।

পরের অধ্যায়টা মেহেদী মিরাজ আর নাজমুল শান্তের। দুই বন্ধু মিলেই দলকে পৌঁছে দেন জয়ের দ্বারপ্রান্তে। গড়ে তুলেন ৯৭ রানের জুটি। যদিও মাঝে বেশ কয়েকবার সুযোগ এসেছিল জুটি ভাঙার, তবে আফগানরা তা কাজে লাগাতে পারেনি।

এই সুযোগে বিশ্বকাপে দু'জনেই তুলে নেন নিজেদের প্রথম ফিফটি। ৭৩ বলে ৫৭ করে আউট হলে থামে এই যুগলবন্দী। তবে তা জয়ের পথে বাধা হতে পারেনি। সাকিবকে নিয়ে বাকি পথটা সামলে নেন শান্ত। সাকিব আউট হন ১৯ বলে ১৪ রানে। শুরুতে সাবলীল না হলেও চারে নামা শান্ত মানিয়ে নেন নিজেকে। অপরাজিত থাকেন ৮৩ বলে ৫৯ রানে।

তবে ব্যাট হাতে নয়, জয়ের ভীতটা বল হাতেই করে দিয়েছিলেন মেহেদী মিরাজ। অধিনায়ক সাকিবকে সাথে নিয়ে ধসিয়ে দেন আফগানদের।

ব্যাটে-বলে পারফর্ম করে ম্যাচসেরা হয়েছেন মিরাজ। ব্যাট হাতে গুরুত্বপূর্ণ ৫৭ রান, বল হাতে নেন ৩ উইকেট।

বড় জয় দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু পাকিস্তানের

নামে-ভারে, পরিসংখ্যান কিংবা শক্তিমত্তায় পাকিস্তানের ধারেকাছেও নেই নেদারল্যান্ডস। ম্যাচেও যেন দেখা গেল তার প্রতিচ্ছবি। ব্যাট হাতে সমীহ দেখালেও বল হাতে ডাচদের পাত্তাই দেয়নি। মাঝ ইনিংসে খানিকটা সাহস দেখালেও বলার মতো লড়াই করতে পারেনি নেদারল্যান্ডস। হেরেছে ৮১ রানের বড় ব্যাবধানে।

শুক্রবার (৬ অক্টোবর) হায়দ্রাবাদের রাজিব গান্ধী স্টেডিয়ামে স্বাগতিক ভারতের আতিথ্য নেয় পাকিস্তান ও নেদারল্যান্ডস। প্রায় দুই দশক পর বিশ্বকাপে মুখোমুখি হয় এই দুই দল। আর প্রায় এক যুগ পর ভারতের মাটিতে ওয়ানডে খেলতে নামে পাকিস্তান।

এমন স্মরণীয় ম্যাচে বল হাতে পাকিস্তানকে চমকে দেয় ডাচরা। পাওয়ার প্লেতে ৩ উইকেট তুলে নেয়ার পর দুই শ'র আগেই পকেটে পুরে ৬ উইকেট। তবে লোয়ার অর্ডারের দারুণ লড়াইয়ে ৪৯ ওভারে ২৮৬ রানের সংগ্রহ পায় পাকিস্তান। জবাবে নেদারল্যান্ডসের ইনিংস থামে ৯ ওভার বাকি থাকতেই ২০৫ রানে।

পাকিস্তান দলের মূল স্তম্ভে এদিন শুরুতেই আঘাত করেছিল নেদারল্যান্ডস। টসে হেরে পাকিস্তান দ্রুত হারিয়েছিল তাদের র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ তিন ব্যাটারকে। মাত্র ৯.১ ওভারে ফেরেন ফখর জামান, ইমাম উল হক ও বাবর আজম। দলীয় সংগ্রহ তখন মোটে ৩৮।

ফখরকে ১২ রানে ফিরিয়েই ১৫ রানের উদ্বোধনী জুটি ভাঙেন ভেন ব্রিক, ১৫ রান করে ফেরেন আরেক ওপেনার ইমাম উল হক। মাঝে বাবর আজম আউট হন মাত্র ৫ রানে। সেখান থেকে হাল ধরেন সৌদ শাকিল ও মোহাম্মদ রিজওয়ান। দু'জনেই তুলে নেন ফিফটি।

২৮.১ ওভারে ভাঙে ১২০ রানের এই জুটি। সৌদ শাকিল ফেরেন ৫২ বলে ৬৮ রান করে। সমান ৬৮ রান করে আউট হন রিজওয়ানও, ৭৫ বল খেলে ৩১.৩ ওভারে ফেরেন তিনি। একই ওভারের শেষ বলে ফেরেন ইফতেখার আহমেদ। ১১ বলে ৯ রান আসে তার ব্যাটে। ১৮৮ রানে ৬ উইকেট হারায় পাকিস্তান।

এরপর হাল ধরেন শাদাব খান ও মোহাম্মদ নাওয়াজ। ৬৪ রান আসে দু'জনের জুটিতে। যদিও ইনিংস বড় করতে পারেননি দু'জনেত কেউই, ৩৪ বলে ৩২ রানে শাদাব ও ৪৩ বলে ৩৯ রান করেন নাওয়াজ। শাদাবকে আউট করার পরের বলে হাসানকে ০ রানে ফিরিয়ে হ্যাটট্রিকের সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছিলেন বাস ডি লিডি। এরপর শাহিন শাহ আফ্রিদির ১২ বলে ১৩ ও হারিস রউফের ১৪ বলে ১৬ রানে ২৮৬ রানে পৌঁছায় পাকিস্তানের সংগ্রহ। ৪৯তম ওভারের শেষ বলে রউফ আউট হলে থামে ইনিংস। ৪ উইকেট নেন ডি লিডি, দুটো নেন অ্যাকারম্যান।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে ১১.১ ওভারে ৫০ রানে ২ উইকেট হারায় নেদারল্যান্ডস। ম্যাক্স ও ডা'উড ৫ ও অ্যাকারম্যান আউট হন ১৭ রান করে। তবে এরপর বিক্রম জিৎ সিং ও বাস ডি লিডের জুটিতে ইনিংসে প্রাণ ফিরে পায় নেদারল্যান্ডস। ৭০ রান আসে যুগবন্দিতে। দু'জনেই তুলে নেন ফিফটি।

বিক্রমজিৎ ২৪তম ওভারে ৬৭ বলে ৫২ করে আউট হলে ভাঙে জুটি। এই জুটি ভাঙতেই ভেঙে যায় ডাচদের ইনিংসের মেরুদণ্ড। উইকেট হারাতে থাকে নিয়মিত। ১২০ রানে ২ উইকেট থেকে ১৮৪ রানে ৯ উইকেট হারায় দলটি। বেশ ভালো খেলতে থাকা ডি লিডে ফেরেন নাওয়াজের বলে বোল্ড হয়ে ৬৮ বলে ৬৭ রানে।

শেষ দিকে লোগান ভেন বিকের ২৮ বলে ২৮ রান শুধুই হারের ব্যবধান কমায়। ৪১ ওভারে মাত্র ২০৫ রানে অলআউট হয় ডাচরা। হারিস রউফ ৩ ও হাসান আলি নেন ২ উইকেট। একটা করে উইকেট নেন শাহিন আফ্রিদি, ইফতেখার, নাওয়াজ ও শাদাব খান।

LOVE TO CARE HOME CARE INC

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং
বিশ্বস্ততাই
আমাদের
বৈশিষ্ট

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

NYS
Department of
Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP -এর আওতায়
আপনার পছন্দসই
প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

www.lovetocarehc.com

১২০ বছর বাঁচাকে যেভাবে সম্ভাবনাময় করে তুলছে গবেষণা

৬০ পৃষ্ঠার পর

পারদ এবং আর্সেনিকের উপকারিতা কিংবা ভেষজ ওষুধের প্রভাব প্রায়শই বিপর্যয়কর পরিস্থিতি ডেকে এনেছে। এরপরেও বছরের পর বছর ধরে থেমে থাকেনি যৌবনকাল ধরে রাখার প্রচেষ্টা। দীর্ঘায়ু হওয়ার ধারণাটি এখন আধুনিককালের অনেক গবেষক, বিজ্ঞানী এবং উৎসাহী বিলিয়নিয়ারদের মধ্যেও বেশ জনপ্রিয়। স্বাভাবিক গড় আয়ুর চেয়ে আরও কয়েক দশক বেশি বাঁচতে কী ধরনের চলাফেরা বা ওষুধ সেবন করা যেতে পারে তা নিয়ে গবেষণা চলছেই।

এখনকার দিনে কেউ ১০০ বছর বেঁচে আছেন, বিষয়টি অস্বাভাবিক না হলেও খুবই বিরল। আমেরিকা এবং ব্রিটেনে মোট জনসংখ্যার প্রায় ০.০৩ শতাংশ মানুষ বর্তমানে শতবর্ষী। জীবনকে দীর্ঘায়িত করার সর্বশেষ প্রচেষ্টাটি যদি সফল হয়, তাহলে ১০০ বছর বেঁচে থাকার বিষয়টি পৃথিবীতে স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে; এমনকি এই চেষ্টা সফল হলে মানুষের আয়ু ১২০ বছর পর্যন্তও উঠতে পারে।

আরও রোমাঞ্চকর ব্যাপার হলো, এই অতিরিক্ত বছরগুলো মানুষ সুস্থভাবেই জীবন যাপন করতে পারবে। অর্থাৎ, বার্ধক্য এগিয়ে এলে যেসব রোগশোক শরীরে বাসা বাধে, এবারের প্রচেষ্টায় সেসব রোগশোকের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে; বিশেষ করে সংক্রামক রোগব্যাধির বিরুদ্ধে।

দীর্ঘায়ুর এই ধারণাটি বার্ধক্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জৈবিক প্রক্রিয়াগুলোকে পরিবর্তন (ম্যানিপুলেট) করে; এই ধারণা গবেষণাগারের প্রাণীদের ওপর প্রয়োগ করে ইতিবাচক ফল মিলেছে বলে দাবি সংশ্লিষ্ট গবেষকদের। দীর্ঘায়ু হওয়ার এই প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি উপায় হলো প্রাণী সুষম খাদ্যের মাধ্যমে যে পরিমাণ ক্যালরি গ্রহণ করে তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সীমাবদ্ধ করে দেওয়া। অর্থাৎ, ব্যালেন্সড-ডায়েট জীবনযাপন। বর্তমান যুগে এই ক্যালোরি কমিয়ে দেওয়ার এই প্রচেষ্টা জনপ্রিয় হলেও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় মানুষ খুব বেশি দিন স্বাভাবিক রুটিনের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে পারে না। তবে কিছু ওষুধ রয়েছে যা ব্যবহারের মাধ্যমে ক্যালোরি মাত্রা কমিয়ে আনতে জৈবিক প্রক্রিয়াগুলোতে এ ধরনের প্রভাব রাখা সম্ভব।

এরমধ্যে একটি হল মেটফরমিন, যা টাইপ-২ ডায়াবেটিসের জন্য ব্যবহার করা হয়; আরেকটি হল রেপামাইসিন, যা ব্যবহার করা হয় শরীরের অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে।

দীর্ঘায়ুর আরেকটি উপায় হলো, এমন ওষুধ তৈরি করা যা শরীরের 'সেনসেন্ট' কোষকে মেরে ফেলে; এর ফলে শরীরে এই কোষের আর কোনো ব্যবহার হয় না। মূলত এই সংবেদনশীল কোষগুলোই শরীরে তাদের আশেপাশের সুস্থ কোষগুলোর মধ্যে সব ধরনের ত্রুটি সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। 'সেনোলাইটিক' ওষুধগুলো এ ধরনের কোষগুলোকে টার্গেট করে থাকে। যদিও অন্যদের ক্ষতি না করে কোনো নির্দিষ্ট ধরনের কোষ মেরে ফেলা কঠিন; তারপরেও বিজ্ঞানীরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

এই প্রক্রিয়ায় যারা ভরসা রাখছেন, এটি তাদের জন্য কেবল শুরু। সংশ্লিষ্ট একাডেমিক এবং বাণিজ্যিক গবেষকেরা বর্তমানে ক্রোমোজোমের 'এপিজেনেটিক' মার্কার বা চিহ্ন পরিবর্তন (যা কোষগুলোকে বলে দেয় যে কোন জিনগুলোকে সক্রিয় করতে হবে) করে কোষ এবং টিস্যুগুলোকে কীভাবে পুনরুজ্জীবিত করা যায় সেই গবেষণা করছেন। মার্কারগুলো বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শরীরে জমা হতে থাকে; এদেরকে ফিরিয়ে আনতে পারলে ৬৫ বছর বয়সীর শরীরের মধ্যেও ২০ বছর বয়সী শরীরের কোষ তৈরি হতে পারে বলে মনে করছেন গবেষকরা।

মোটকথা সংশ্লিষ্ট গবেষক ও বিজ্ঞানীদের ধারণা, শরীরে ক্যালোরি কমিয়ে আনতে পারলে এবং সেনসেন্ট কোষগুলোকে নিষ্ক্রিয় বা মেরে ফেলতে পারলেই বিলম্বিত করা যাবে বার্ধক্যকে। তাদের দাবি, এপিজেনেটিক মার্কার পরিবর্তনের মাধ্যমে কোষের পুনরুজ্জীবন বার্ধক্যকে ধীরগতি করতে পারে।

তবে এক্ষেত্রে একটি উদ্বেগের বিষয় হলো মানুষের মস্তিষ্ক। আলোচ্য প্রক্রিয়ায় শরীরের বার্ধক্য ধীরগতির করা গেলেও মস্তিষ্কের বার্ধক্যের কী হবে? এ এক জটিল প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় গবেষকদের সামনে। কারণ মস্তিষ্কের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ এবং এটি মানুষের স্বাভাবিক জীবনকালের সঙ্গে প্রাকৃতিক নির্বাচন পদ্ধতি দ্বারা অভিযোজিত। বয়স বাড়ার সাথে সাথে যেসব মানবদেহে যেসব রোগব্যাধী বাসা বাঁধে, তার ফলে ডিমেনশিয়া বা স্মৃতিভ্রংশ-ও দেখা দেয়। এজন্য সামাজিক প্রস্তুতি থাকা দরকার।

বয়স্কদের মধ্যে প্রযুক্তির ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে হবে, যাতে গড় আয়ু বাড়ানোর গবেষণা সফল হলে সমাজ তার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে। এমনটা করা গেলে; দীর্ঘায়ু বয়োবৃদ্ধরা এআই ডায়েরিতে দরকারি তথ্য সংরক্ষণ এবং পরবর্তীতে দরকারের সময় জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে পারবেন।

গবেষকদের আরেকটি বড় বাধা হলো- বার্ধক্য ধীরগতির করার পদ্ধতিগুলো মানবদেহে পরীক্ষা (ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল) চালানোর আনুষ্ঠানিক অনুমতি পাওয়া। এর প্রধান কারণ, বিশ্বের অধিকাংশ ওষুধ নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ বার্ধক্যকে নিরাময়যোগ্য শারীরিক অবস্থা বলে মনে করে না। তাই ট্রায়ালের অনুমোদন পাওয়া হয় কঠিন। তাছাড়া এ ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা বহু বছর ধরে অনেক মানুষের ওপর চালাতে হয়। এতে ট্রায়াল প্রক্রিয়ার জটিলতা ও খরচ বাড়ে।

গবেষণা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। আগের গবেষণার ফলাফল নতুন অনুসন্ধানকে পথ দেখায়। কিন্তু, এক্ষেত্রে আলোচ্য কারণগুলোর কারণে মানবদেহে ট্রায়ালের অভাব আছে। আরেকটি কারণ, ট্রায়ালের জন্য আগের বেশিরভাগ প্রাথমিক প্রস্তাবই প্যাটেন্ট বহির্ভূত ওষুধ ব্যবহারের কথা বলেছে। ফলে ওষুধ কোম্পানিগুলো এতে বিনিয়োগের উৎসাহ দেখায়নি।

আশার কথা হলো, এত সমস্যা সত্ত্বেও কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা এরমধ্যেই শুরু হচ্ছে। এরমধ্যে একটি হলো 'টার্গেটিং এজিং উইথ মেটফরমিন ট্রায়াল (বা টেম)' যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৩ হাজার ৬০ থেকে ৭০ বছর বয়সীদের ওপর এটি পরিচালিত হবে। পরীক্ষায় ব্যবহার করা ওষুধ সত্যিই তাদের দীর্ঘায়ু দেয় কিনা তা লক্ষ করাই ট্রায়ালটির মূল উদ্দেশ্য। বলাই বাহুল্য; এটি সম্পন্ন হতে দীর্ঘসময় লাগবে। কিন্তু, বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, আরও মানব ট্রায়ালের উদ্যোগ নিতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারগুলো সহায়ক ভূমিকা নিলে গবেষণা উৎসাহিত হবে।

মানবদেহ বুড়িয়ে যাওয়াকে ধীর করতে গবেষণা যদি সফল হয়; অর্থাৎ দীর্ঘদিন মানুষ সুস্থ, সবল থাকবে, এমন ফলাফল এনে দিতে পারে, তাহলে সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির মতো প্রতিটি অঙ্গনে তার প্রভাব পড়বে।

এই ধরনের চিকিৎসাকে যদি প্রযুক্তির সাহায্যে সস্তা ও সর্বজনলভ্য করে তোলা যায় তাহলে মানুষের কর্মকাল বাড়বে। দীর্ঘায়ুর কারণে সন্তান নিলে ক্যারিয়ারের ক্ষতি হওয়া নিয়ে নারীদের যে উদ্বেগ আজ দেখা যায়, তা আর থাকবে না। নারী অংশগ্রহণ বাড়লে, কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাস পাবে।

সময়ের সাথে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন আরও গভীরতর হবে। কারণ দীর্ঘায়ু মানুষ দূর ভবিষ্যতের ঝুঁকিগুলোকে মোকাবিলার ওপর বেশি গুরুত্ব দেবে। একবার ভাবুন, এই সুবিধা নিয়ে ২১০০ সালের পৃথিবী কোথায় পৌঁছাবে? দীর্ঘায়ু যেখানে মানুষকে আরও বেশিদিন কাজ করে, আরও বেশি পুঁজি সঞ্চয়ের সুযোগ দেবে। ফলে উদয় ঘটবে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির।

সমাজ নিয়েই রাজনীতি, সেখানে দেখা যায়, তরুণ বা মধ্যবয়স্ক রাজনীতিবিদেরা অপেক্ষাকৃত উগ্র হন। অন্যদিকে, বয়স্ক রাজনীতিবিদরা হন ধীর ও ঠাণ্ডা মস্তিস্কের। যখন মানুষের আয়ুস্কাল দীর্ঘ হবে, ধরুন তা ১২০ বছর, তখন মধ্যবয়সও হবে ৬০ বছর। ফলে আশাই করা যায়, এই নেতারা বর্তমান দিনের মধ্যবয়স্ক নেতাদের চেয়ে বেশি ধীশক্তি ও বিবেচনার অধিকারী হবেন।

পারিবারিক জীবনও হয়তো হবে বৈচিত্র্যময়। বয়সের সাথে সাথে প্রতিনিয়ত কত মানুষকেই হারাই আমরা। কিন্তু, আগামীতে মানুষ যখন দীর্ঘকাল বাঁচবে, দেখা যাবে দীর্ঘায়ু ব্যক্তির অনেক দূরের চাচাতো, মামাতো ভাইবোন, তাদের সন্তানসন্ততিদি নিয়ে পরিচিতদের বড় এক নেটওয়ার্ক থাকবে। দীর্ঘজীবন কি তাদের একসূত্রে গাঁথবে, নাকি পরস্পরের থেকে আরও দূরে ঠেলে দেবে তার উত্তর নাহয় ভবিষ্যতের জন্যই তোলা থাক। দ্য ইকোনমিস্ট

ইতিহাসের উষ্ণতম বছর হওয়ার পথে ২০২৩

৬০ পৃষ্ঠার পর

দিচ্ছে ইইউ-র কোপার্নিকাস ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্ভিস (থ্রিসিএস)। এক প্রতিবেদনে তারা জানিয়েছে, চলতি বছরের প্রথম নয় মাসের গড় তাপমাত্রা সেরকম ইঙ্গিতই দিচ্ছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, এ বছর জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বরের গড় তাপমাত্রা আগের যে কোনো বছরের প্রথম নয় মাসের গড় তাপমাত্রার চেয়ে ০.৫২ ডিগ্রি সেলসিয়াস (০.৯ ডিগ্রি ফারেনহাইট) ফারেনহাইট বেশি ছিল।

আগে বছরের প্রথম নয় মাসে সবচেয়ে বেশি গরম ছিল ২০১৬ সালে। ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বরের তাপমাত্রা তার চেয়েও ০.০৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল বলেও সিথ্রিএস-এর প্রতিবেদনে জানানো হয়।

ইতিমধ্যে উষ্ণতম বছর হওয়ার ইঙ্গিত রাখা ২০২৩ সাল সবচেয়ে চরম আবহাওয়া দেখেছে গত সেপ্টেম্বরে। ওই ৩০ দিনে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ১৬.৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে যায়। ১৯৯১ থেকে ২০২০ পর্যন্ত রেকর্ড করা মাসিক সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রার চেয়ে তা ০.৯৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর কারণে সাম্প্রতিক সময়ে বৈশ্বিক উষ্ণতা দ্রুত বাড়ছে। এ কারণে আবহাওয়া চরম রূপ নিচ্ছে। ঘন ঘন ঝড়ের তাণ্ডবের মূল কারণ হিসেবে সেই বিষয়টিকেই চিহ্নিত করে আসছেন বিজ্ঞানীরা।

চলতি বছর চরম গরমের পাশাপাশি প্রবল বর্ষণও দেখেছে। গত সেপ্টেম্বরেও ছিল চরম আবহাওয়ার দাপট। এ মাসে গ্রিসে যেমন ঘূর্ণিঝর ড্যানিয়েলের তাণ্ডব চলেছে, প্রবল বৃষ্টির কারণে বন্যাও হয়েছে দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলে। লিবিয়াতেও হয়েছে ভয়াবহ বন্যা। বন্যায় বিপর্যস্ত হয়েছে লিবিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় শহর ডার্না, কয়েক হাজার মানুষের প্রাণও কেড়ে নিয়েছে বন্যা। -এপি, রয়টার্স

BEGINNER'S DRIVING ACADEMY

5 HOURS PRE LICENSING COURSE

OUR SERVICES

- Professional Certified Male & Lady Instructor.
- Flexible Lesson Timing
- Pickup, Drop Off from your Convenient Location
- All Types of DMV Express Services

6 Hours Defensive Driving Course (DDC)

BEGINNER'S DMV EXPRESS SERVICE

DMV এর সকল ধরনের জরুরী
সেবা পেতে আজই যোগাযোগ করুন

PLEASE CALL
(929) 244 7730
www.bdacademy.nyc

71-16 35th Avenue,
Jackson Heights, NY 11372.

129-20 Liberty Avenue,
South Richmond Hill, NY 11419.

শান্তিতে নোবেল পেলেন ইরানের নার্গিস মোহাম্মদী

৬০ পৃষ্ঠার পর

নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি।

ইরানে নারীদের উপর নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই এবং সবার মানবাধিকার ও স্বাধীনতার জন্য আপোষহীন সংগ্রামের স্বীকৃতি হিসেবে নোবেল কমিটি তাকে বেছে নিয়েছে।

ইরানের কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন অভিযোগে এ পর্যন্ত ১৩ বার তাকে আটক করেছে, পাঁচবার দোষী সাব্যস্ত করেছে। ৩১ বছরের কারাদণ্ডের পাশাপাশি এবং ১৫৪ টি বেত্রাঘাতের শাস্তিও দিয়েছে। তারপরও অধিকার আদায়ের লড়াই থেকে বিচ্যুত হননি তিনি।

কারাবন্দি অধিকারকর্মী ও তাদের পরিবারকে সহায়তার জন্য ২০১১ সালে প্রথ মবার গ্রেপ্তার হন নার্গিস। একাধিক বছরের কারাদণ্ডের শাস্তি পাওয়ার দুই বছর পর জামিনে মুক্ত হয়ে মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। ২০১৫ সালে এজন্য তাকে আবারও আটক করা হয় এবং নতুন করে কারাদণ্ড ভোগ করেন। তাতেও তাকে দমানো যায়নি, বরং জেলে থেকেই রাজনৈতিক বন্দিদের উপর চালানো নিপীড়ন, নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও যৌন হয়রানিমূলক আচরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন তিনি।

গত বছর মাহসা আমিনির মৃত্যুর পর ইরানজুড়ে শুরু হওয়া আন্দোলনেও জেল থেকে তিনি সংহতি জানান। এরপর কারা কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে আরো কঠোর ব্যবস্থা নেয়। বাইরে থেকে তার সাথে কারো সাক্ষাৎ কিংবা ফোন কল গ্রহণের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এই পরিস্থিতির মধ্যেও কারাগার থেকে গোপনে গণমাধ্যমে তিনি লেখা প্রকাশ করেন।

নোবেল কমিটি বিবৃতিতে বলেছে, ইরানের মানবাধিকার, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য তার এই সাহসী লড়াইয়ের প্রতি সম্মান জানিয়ে তাকে এই বছর নোবেল শান্তি পুরস্কার দেয়া হচ্ছে।

নার্গিস মোহাম্মদী ইরানের জাঞ্জানে ১৯৭২ সালের ২১ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। ইরানের আরেক মানবাধিকারকর্মী এবং নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী শিরিন এবাদির নেতৃত্বে ডিফেন্ডারস অফ হিউম্যান রাইটস সেন্টার (ডিএইচআরসি) এর ভাইস প্রেসিডেন্ট তিনি।

কারাগারে থেকেই শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন তারা

পরিচয় ডেস্ক: চলতি বছর শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ইরানি মানবাধিকারকর্মী নার্গিস মোহাম্মাদি। শুক্রবার বিকেলে নোবেলজয়ী হিসেবে নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি যখন তার নাম ঘোষণা করে তখনো তিনি ইরানের একটি কারাগারে বন্দি। তবে বাকস্বাধীনতা ও মানবাধিকারের এই লড়াকু সৈনিকই কারাগারে থাকা অবস্থায় নোবেল পাননি। তার আগে আরও চারজন কারাবন্দি হিসেবে শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন।

১৯৩৫ : ভন অজিয়েস্কি, জার্মানি : ভন অজিয়েস্কি ১৯৩৫ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বাকস্বাধীনতা ও শান্তির সপক্ষে উজ্জ্বল অবস্থানের কারণে তাকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। তবে পুরস্কার পাওয়ার পর তা গ্রহণ করতে তিনি যেন নরওয়েতে যেতে না পারেন সে কারণে তাকে জেলে পাঠান হিটলার। এমনকি তাকে নাৎসি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছিল।

১৯৩৩ সালে হিটলারের ক্ষমতা দখলের আগে বার্লিনে পার্লামেন্ট ভবনে আগুন দেওয়ার মামলায় অভিযুক্ত করা হয় শান্তিতে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত এই জার্মান নাগরিককে। সে সময় হিটলার এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, তিনি কোনো জার্মান নাগরিককে নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার আইন চালু করেন।

১৯৯১ : অং সান সু চি, মিয়ানমার : মিয়ানমারে ১৯৮৯ সালে প্রথমবারের মতো গৃহবন্দি হন অং সান সু চি। এরপর ১৯৯১ সালে তিনি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখায় নোবেল শান্তি পুরস্কার পান। তবে সু চি গৃহবন্দি থাকায় ১৯৯১ সালের ওই অনুষ্ঠানে তার পক্ষে দুই ছেলে ও তার স্বামী এ পুরস্কার গ্রহণ করেন। তবে তার সম্মানে ওই অনুষ্ঠানের মঞ্চে একটি চেয়ার ফাঁকা রাখা হয়েছিল। এরপর ২০১০ সালে মুক্ত হয়ে ২০১২ সালে ঐতিহ্যবাহী নোবেল বক্তৃতা দেন সু চি।

২০২১ সালে মিয়ানমারে সামরিক অভ্যুত্থানে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা গ্রহণ করলে সু চি আবারও কারাবন্দি হন। বিভিন্ন মামলায় তাকে ৩৩ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি তার সাজা ছয় বছর কমানো হয়েছে। জান্তা সরকারের বিভিন্ন সূত্রের দেওয়া তথ্যমতে- ৭৮ বছর বয়সী সু চিকে গৃহবন্দি হিসেবেই রাখা হবে।

২০১০ : লিউ শিয়াবো, চীন : লিউ শিয়াবো একজন চীনা মানবাধিকারকর্মী। চীনে অহিংস উপায়ে মৌলিক মানবাধিকারের আন্দোলন করে ২০১০ সালে তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান। তবে এ পুরস্কার লাভের মাত্র এক বছর আগে তাকে জেলে পাঠানো হয়।

চীনে ক্ষমতার দান উলটে দেওয়ার কুশীলব অভিযোগে তাকে বিচার করে জেলে পাঠানো হয়। তার ১১ বছরের জেল হয়েছিল। তিনি চীনের একদলীয় শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন। উত্তর-পূর্ব চীনের একটি হাসপাতালে লিভার ক্যান্সারে ৬১ বছর বয়সে কারাবন্দি অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

২০২২ : অ্যালেস বিলিয়াতস্কি, বেলারুশ : গত বছর বেলারুশের মানবাধিকারকর্মী অ্যালেস বিলিয়াতস্কি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এর আগের বছর ২০২১ সালে বেলারুশে বিতর্কিত নির্বাচনের সময় বিক্ষোভে জড়িয়ে পড়লে তাকে গ্রেপ্তার করে সরকার। এরপর তাকে ১০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

বিলিয়াতস্কির সমর্থকরা বলছেন, প্রেসিডেন্ট লুকাশেঙ্কোর প্রতিশোধমূলক আচরণের কারণেই বিলিয়াতস্কিকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। নিউইয়র্ক টাইমস জানায়, ১৯৮০-এর দশকে পশ্চিম ইউরোপে ৬০ বছর বয়সী বিয়ালিয়াস্কি মানবাধিকারের দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠেন। লুকাশেঙ্কো রুশদের ছায়ায় যখন বেলারুশকে গড়ে তুলতে চাইছিলেন তখনো তিনি প্রতিবাদ করেন।

শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের যে ঘোষণায় পুরো বিশ্ব হতবাক হয়েছিল

পরিচয় ডেস্ক: ৫০ বছর আগে উত্তর ভিয়েতনামের লি ডাক থোর সঙ্গে তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারকে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। এ পুরস্কার দেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিতর্কিত সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। ১৯৭৩ সালের এই নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন উত্তর ভিয়েতনামের বিপ্লবী, জেনারেল, কূটনীতিক ও রাজনীতিবিদ লি ডাক থো। অন্যদিকে কিসিঞ্জার এই পুরস্কার গ্রহণের জন্য অসলোতে যাওয়ারই সাহস করেননি।

পুরস্কারের ঘোষণাটি তাৎক্ষণিক বিশ্বজুড়ে তুমুল বিতর্কের জন্ম দেয়। সিদ্ধান্তটি শুনে পুরো বিশ্ব হতবাক হয়ে পড়ে। সিদ্ধান্তটি নিয়ে তুমুল বিতর্কের জেরে পাঁচ

সদস্যের নোবেল কমিটির দুজন পদত্যাগ করেন। পুরস্কারের সিদ্ধান্তের বিষয়ে নরওয়ের নোবেল কমিটির সদস্যদের মধ্যেও অসন্তোষ ছিল। পাঁচ সদস্যের কমিটির দুজন পদত্যাগও করেন। এমন ঘটনা এ পুরস্কারের ইতিহাসে প্রথম ঘটেছিল। নরওয়েজীয় নোবেল ইতিহাসবিদ অ্যাসলে সভিনের ভাষায়, এ সিদ্ধান্ত ছিল একটি পূর্ণ ব্যর্থতা।

অ্যাসলে বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেন, নোবেল শান্তি পুরস্কারের পুরো ইতিহাসে এটা ছিল সবচেয়ে বাজে সিদ্ধান্ত।

১৯৭৩ সালের ১৬ অক্টোবর পুরস্কারের ঘোষণাটি দেওয়া হয়েছিল। ঘোষণায় বলা হয়েছিল, নরওয়ের নোবেল কমিটি কিসিঞ্জার ও উত্তর ভিয়েতনামের মুখ্য শান্তি আলোচক লি ডাক থোকে যৌথভাবে এ পুরস্কার দিচ্ছে। ১৯৭৩ সালে ভিয়েতনামে যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনার জন্য তাঁদের এ পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে।

একই বছরের ২৭ জানুয়ারি কিসিঞ্জার ও লি ডাক থো ভিয়েতনামে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে প্যারিস শান্তি চুক্তি সই করেছিলেন।

এ বিষয়ে অ্যাসলে বলেন, এটা কোনো শান্তি চুক্তি ছিল না। বরং তা ছিল একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি, যা দ্রুত ভেঙে যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েতনাম যুদ্ধে জড়ানোসহ লেজেগোবরে অবস্থা নিয়ে দেশটিতে (যুক্তরাষ্ট্র) প্রবল বিরুদ্ধ মনোভাব বিরাজ করছিল। এমন প্রেক্ষাপটে এ চুক্তি ছিল মূলত ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের একটি সুযোগ।

১৯৭৩ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দ্য নিউইয়র্ক টাইমস একটি সমালোচনামূলক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এর শিরোনাম ছিল 'নোবেল যুদ্ধ পুরস্কার'।

যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা এ সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে নরওয়ের পার্লামেন্টে চিঠি দেন।

মার্কিন ব্যঙ্গাত্মক গানের গায়ক টম লেহরার খোঁচা মেরে বলেছিলেন, এ ঘোষণার কাছে রাজনৈতিক ব্যঙ্গ পর্যন্ত হেরে গেছে।

১৯৬৯ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে কিসিঞ্জারের প্রভাব ছিল ব্যাপক। এ সমকালের মধ্যে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার দায়িত্বও (১৯৬৯-১৯৭৭ সাল) পালন করেন।

নোবেল শান্তি পুরস্কার নিয়ে বিশেষ করে কিসিঞ্জার ছিলেন সবার সমালোচনার নিশানায়। কারণ, তিনি ভিয়েতনাম যুদ্ধ, চিলিতে গণতান্ত্রিক সরকার উৎখাত, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাসহ নানা ইস্যুতে কুখ্যাতি কুড়িয়েছিলেন।এএফপি

সাহিত্যে নোবেল পেলেন নরওয়ের নাট্যকার ইয়োন ফসে

৬০ পৃষ্ঠার পর

করেছে। সুইডিশ একাডেমি বলেছে, যেসব কথা অনুচ্চারিত থেকে যায়, সেগুলো ফসে তার নাটক ও গদ্যে তুলে এনেছেন । তার লেখা বিশ্বজুড়ে নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। নরওয়েজিয়ান এই লেখক নোবেল পুরস্কারের ১ কোটি ১০ লাখ সুইডিশ ক্রোনা পাবেন ।

১৯৫৯ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর নরওয়ের স্ট্রান্ডেবার্মে ফসে জন্মগ্রহণ করেন। ৬৪ বছর বয়সী ফসে একজন বিখ্যাত নাট্যকার। তিনি ৪০টির মতো নাটক লিখেছেন। যেসব নাট্যকারের নাটক এখন পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি মঞ্চস্থ হয়, তাদের মধ্যে ফসে একজন। এ ছাড়াও তার উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, শিশুতোষ লেখা ও অনুবাদকর্ম রয়েছে। তিনি নরওয়ের নিনরস্ক ভাষায় লেখেন। ফসের লেখার শৈলী একেবারেই তার নিজস্ব। সাহিত্যজগতে এই শৈলী 'ফস মিনিমালিজম' নামে পরিচিত। ১৯৮৩ সালে তার প্রথম উপন্যাস 'রাউথ, স্বার্ত' (লাল, কালো) প্রকাশিত হয়। ১৯৯৯ সালে প্যারিসে তার নাটক 'ননক জে তিল আ কোমে'-এর মঞ্চায়নের মাধ্যমে ইউরোপে তিনি নাট্যকার হিসেবে খ্যাতি পান। সাহিত্যকর্মে মানুষের উদ্বেগ ও দোদুল্যমানতার বিষয়গুলোকে তুলে ধরতে পারার জন্য তিনি প্রশংসিত হয়ে থাকেন।

গত বছর ফরাসি লেখক আনি এরনো সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

করোনার টিকা নিয়ে গবেষণা, চিকিৎসায় নোবেল পেলেন ২ বিজ্ঞানী

৬০ পৃষ্ঠার পর

নিউক্লিওসাইড বেজ মডিফিকেশন সংক্রান্ত আবিষ্কারের জন্য কাতালিন কারিকো ও ড্রু ওয়েইজম্যান চিকিৎসায় ২০২৩ সালের নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। নোবেল পুরস্কারের ওয়েবসাইটে এ তথ্য জানানো হয়েছে। তাদের এ আবিষ্কারের ওপর ভর করে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে কার্যকর এমআরএনএ টিকা উদ্ভাবন করা হয়। এ বছর চিকিৎসায় যৌথভাবে নোবেলজয়ী কাতালিন কারিকো ১৯৫৫ সালে হাঙ্গেরির সয়নক এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮২ সালে হাঙ্গেরির সিইজডস ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

তিনি ১৯৮৫ সালে সিইজডের হাঙ্গেরিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস থেকে পোস্ট ডক্টরাল গবেষণা করেন। পরে যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ার টেম্পল ইউনিভার্সিটি এবং বেথেসডার ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্সে পোস্ট ডক্টরাল গবেষণা করেন কাতালিন কারিকো। কাতালিন কারিকো ১৯৮৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়া ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ২০১৩ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানে কর্মরত ছিলেন। এরপর তিনি বায়োএনটেক আরএনএ ফার্মাসিউটিক্যালসের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০২১ সাল থেকে সিইজড ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করছেন কাতালিন। একই সঙ্গে তিনি পেনসিলভেনিয়া ইউনিভার্সিটির পেরেলম্যান স্কুল অব মেডিসিনের অ্যাডজাঙ্কট প্রফেসর হিসেবেও কাজ করছেন এ বিজ্ঞানী।

অন্যদিকে চিকিৎসায় আরেক নোবেলজয়ী ড্রু ওয়েইজম্যানের জন্ম ১৯৫৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটসের লেক্সিংটনে। তিনি ১৯৮৭ সালে বোস্টন ইউনিভার্সিটি থেকে এমডি ও পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ড্রু ওয়েইজম্যান হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের বেথ ইসরায়েল ডিকনেস মেডিকেল সেন্টার থেকে ক্লিনিক্যাল ট্রেনিং এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটস অব হেলথ থেকে পোস্ট ডক্টরাল গবেষণা করেন। ১৯৯৭ সালে পেনসিলভ্যানিয়া ইউনিভার্সিটির পেরেলম্যান স্কুল অব মেডিসিনে গবেষণা দল গড়েন ওয়েইজম্যান। পাশাপাশি ভ্যাকসিন রিসার্চ সেন্টারের রবার্টস ফ্যামিলি প্রফেসর এবং পেন ইনস্টিটিউট ফর আরএনএ ইনোভেশনসের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি।

১৯০১ সাল থেকে চিকিৎসায় নোবেল পুরস্কার দেয়া হচ্ছে। কাতালিন কারিকোসহ এ পর্যন্ত ১২ জন নারী চিকিৎসায় নোবেল পেয়েছেন। চিকিৎসায় সর্বকনিষ্ঠ নোবেলজয়ী হরেন ফ্রেডরিক জি. ব্যান্টিং। তিনি ইনসুলিন আবিষ্কারের জন্য ১৯২৩ সালে নোবেল পেয়েছিলেন। চিকিৎসায় সবচেয়ে বেশি বয়সী নোবেলজয়ীর নাম পেটন রৌস। ৮৭ বছর বয়সে এ পুরস্কার পান তিনি।

পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পেলেন তিন বিজ্ঞানী

পরিচয় ডেস্ক: এ বছর পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিন দেশের তিন বিজ্ঞানী। এরা হলেন যুক্তরাষ্ট্রের পিয়েরে অ্যাগোস্টিনি, হাঙ্গেরির ফেরেঙ্ক ক্রজ এবং ফ্রান্সের অ্যানে ল'হুইলিয়ার। ইলেকট্রন ডাইনামিকসের ওপর গবেষণায় তাদের এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (০৩ অক্টোবর) সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস আনুষ্ঠানিকভাবে তিন পুরস্কারজয়ীর নাম ঘোষণা করে।

ইলেকট্রন সাধারণত এত দ্রুত চলাচল করে যে এটির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার বিষয়টি আগে প্রায় অসম্ভব মনে করা হতো। তবে পুরস্কারজয়ী তিন পদার্থবিদ এমন আলোর ফ্ল্যাশ (ঝলকানি) তৈরি করেছেন, যেগুলো ওই অতি দ্রুতবেগের ইলেকট্রনেরও স্ন্যাপশট নিতে পারে। অর্থাৎ তাদের তৈরি ফ্ল্যাশ এতটাই ছোট যে, এগুলো অ্যাটোসেকেন্ডে মাপা যায়। ফলে এসব পালস পরমাণু এবং অণুর ছবির ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যাবে। মানব সভ্যতাকে ইলেকট্রনের রাজ্যে প্রবেশের নতুন উপকরণ দেওয়ায় এই তিন বিজ্ঞানীর প্রশংসা করেছে পুরস্কারদাতা রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি।

রসায়নে নোবেল পেলেন তিন বিজ্ঞানী

পরিচয় ডেস্ক: চলতি বছর রসায়নে নোবেল পেয়েছেন তিন বিজ্ঞানী। তারা ফ্রান্সের মঙ্গুই বাওয়েন্ডি, যুক্তরাষ্ট্রের লুই ব্রুস ও রাশিয়ার অ্যালেক্সি ইয়াকিমভ। তিন বিজ্ঞানীই এখন যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা। কোয়ান্টাম ডট আবিষ্কার ও সংশ্লেষণের জন্য তারা বিশ্বের এই সম্মানজনক পুরস্কার লাভ করেছেন। টেলিভিশনের ডিসপ্লে থেকে ক্যান্সার চিকিৎসাব্যবস্থার উন্নতিতে কোয়ান্টাম ডট আবিষ্কার ভূমিকা রাখবে।

বুধবার (৪ অক্টোবর) সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে রসায়নে নোবেল পুরস্কার

বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়। নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীরা পুরস্কারের ১১ মিলিয়ন সুইডিশ ক্রোনা ভাগ করে নেবেন। তারা আরও পাবেন নোবেল পদক, একটি সনদপত্র। নোবেল কমিটি বলেছে, কোয়ান্টাম ডট ন্যানোটেকনোলজিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘ সময় ধরে কেউ এত ক্ষুদ্র কণা সৃষ্টি করতে পারেনি। তবে এ বছর বিজ্ঞানীরা সাফল্যের মুখ দেখেছেন। নোবেল কমিটি বলছে, একে অন্যের থেকে স্বাধীনভাবে, ইয়াকিমভ ও ব্রুস কোয়ান্টাম ডট তৈরি করতে সফল হন, আর বাওয়েন্ডি কোয়ান্টাম ডট আরও সহজে ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে সৃষ্টিতে পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি বলেছে, কোয়ান্টাম ডট মানবজাতির জন্য বড় উপকার বয়ে আনছে।

এদিকে এই তিন বিজ্ঞানীই যে নোবেল পাচ্ছেন, তা পুরস্কার ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা আগেই ফাঁস হয়ে গিয়েছিল । রয়্যাল সুইডিশ একাডেমিই *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

নারায়ে তাকবীর
আল্লাহ আকবর

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম
আস্‌সালাতু আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসুলুল্লাহ (সঃ)
আস্‌সালাতু আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া হাবীবুল্লাহ (সঃ)

নারায়ে রেসালাত
ইয়া রাসূলুল্লাহ (সঃ)

পবিত্র
ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও ওয়াছাল্লাম

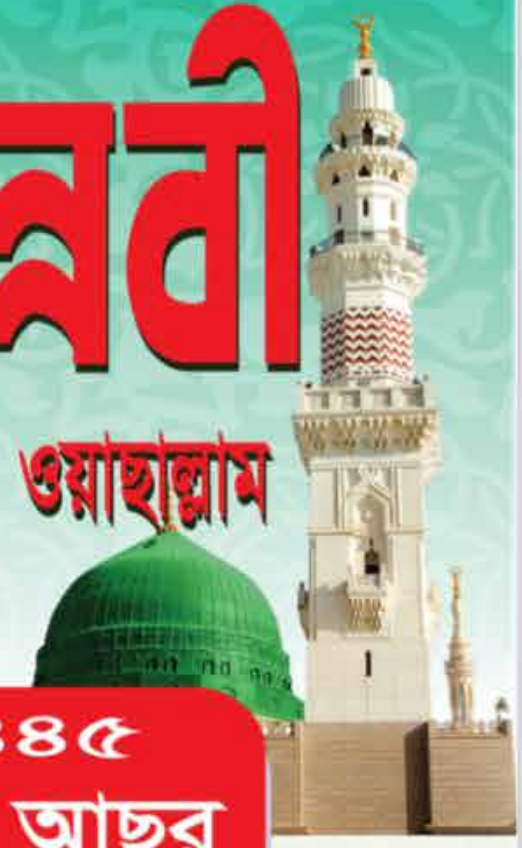

তারিখ: ৩০ রবিউল আওয়াল ১৪৪৫
১৫ অক্টোবর ২০২৩, রবিবার , বাদ আছর
স্থান: নবান্ন পার্টি হল, জ্যাকসন হাইট্‌স, কুইন্স, নিউ ইয়র্ক

প্রধান অতিথি
মাওলানা ড. সাইয়িদ এরশাদ আহম্মেদ আল বোখারী
আওলাদে রাসুল (সঃ) ও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, ইসলামীক রিসার্চ সেন্টার, দিনাজপুর, বাংলাদেশ

নাত
প্রতিযোগিতা @ বাদ আছর

আপনি / আপনারা সবাই স্বপরিবারে আমন্ত্রিত

Contact:
203-918-8005, 917-691-9721

Eid-E-Miladun-Nabi (SM)
Organizing Committee of North America, Inc.

করোনার টিকা নিয়ে গবেষণা, চিকিৎসায় নোবেল পেলেন ২ বিজ্ঞানী

৪৬ পৃষ্ঠার পর

ভুল করে এক ই-মেইলে তিন বিজ্ঞানী এবং তাদের গবেষণার বিষয় প্রকাশ করে দেয়। সুইডেনের পত্রিকা ডেইলি ডেগেনস নাইহেটার (ডিএন) সেসব নাম ছাপিয়েও দেয়। পরে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমেও সেই খবর আসে। সুইডিশ একাডেমি কর্তৃপক্ষ বলেছে, 'এখনো জানি না কীভাবে নামগুলো আগেই ফাঁস হয়েছে।' এমন নাম ফাঁসের ঘটনায় গভীর অনুতাপ প্রকাশ করে সুইডিশ একাডেমি।

১৯৬১ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে মুঙ্গি বাওয়েন্ডি জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে (এমআইটি) অধ্যাপনা করছেন। পুরস্কার ঘোষণার কয়েক মিনিট পর এক ফোনকলে বিবিসিকে বাওয়েন্ডি বলেন, এমন পুরস্কার পেয়ে তিনি খুবই সম্মানিত, অভিভূত এবং বিস্মিত। তিনি আরও জানান, পুরস্কার ঘোষণার আগেই তার নাম ফাঁস হয়ে গেলেও তিনি বিষয়টি জানতেন না। সুইডিশ একাডেমির ফোন পাওয়ার পরই পুরস্কার পাওয়ার কথা তিনি জানতে পারেন।

১৯৪৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইও রাজ্যের ক্লিভল্যান্ডে লুই ব্রুসের জন্ম। তিনি বর্তমানে নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক।

১৯৪৫ সালে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে আলেক্সি ইয়াকিমভ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিউইয়র্কের ন্যানোক্রিস্টালস টেকনোলজি ইনকরপোরেশনের সাবেক প্রধান বিজ্ঞানী।

২০২২ সালে রসায়নে নোবেল পান যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী ক্যারোলিন আর বারতোজ্জি, ডেনমার্কের বিজ্ঞানী মর্টেন মেলডাল ও মার্কিন বিজ্ঞানী কে ব্যারি শার্পলেস। ক্লিক কেমিস্ট্রি অ্যান্ড বায়োঅর্থগোনাল কেমিস্ট্রির উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখায় গত বছর তারা নোবেল পান।

হার্ভার্ডে প্রথম পরীক্ষায় ১০০তে মাত্র ২০ পেয়েছিলেন রসায়নে নোবেল বিজয়ী বাভেন্দি

পরিচয় ডেস্ক:চলতি বছর রসায়নে নোবেল বিজয়ীদের একজন মুঙ্গি জি. বাভেন্দি। এই শাস্ত্রে অসামান্য অবদান রাখায় তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হলেও তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তাঁর প্রথম পরীক্ষায় ফেল করেছিলেন। তাঁর ক্লাসে সবচেয়ে কম নম্বরটি পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু প্রথম পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ার পরই থেমে যাননি তিনি। পাড়ি দিয়েছেন দীর্ঘ পথ, জিতেছেন নোবেল।

১৯৭০-এর দশকে হার্ভার্ডে পড়তে যান মুঙ্গি জি. বাভেন্দি। স্কুলজীবনে বিজ্ঞানের বিষয়গুলোতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল তাঁর। ভালো ফলাফলের জন্য খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়জীবনের প্রথম রসায়ন পরীক্ষায় তিনি ফেল করেন।

এ বিষয়ে ৬২ বছর বয়সী তিউনিসিয়া বংশোদ্ভূত ফরাসি এই বিজ্ঞানী বুধবার (০৪ অক্টোবর) সাংবাদিকদের এ বিষয়ে বলেন, 'আমি সাধারণত খুব বেশি একটা পড়াশোনা করতাম না পরীক্ষার জন্য।' এ সময় তিনি জানান, তিনি পরীক্ষাকেন্দ্রের বিশাল আকার দেখে এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের উপস্থিতির কারণে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন।

বাভেন্দি বলেন, 'প্রশ্নপত্র পাওয়ার পর প্রথম প্রশ্নের দিকে তাকিয়ে দেখি আমি সেটি পারি না, পরে দ্বিতীয় প্রশ্নের দিকেও তাকিয়ে দেখি একই অবস্থা।' তিনি জানান, সেই পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের মধ্যে তিনি মাত্র ২০ নম্বর পেয়েছিলেন, যা ছিল পুরো ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে কম নম্বর।

পরীক্ষার ফলাফল দেখার পর বাভেন্দি ভেবেছিলেন তাঁর শিক্ষাজীবন বোধ হয় শেষ হতে যাচ্ছে। বিষয়টি স্মরণ করে তিনি বলেন, 'আমি ভেবেছিলাম, হায় খোদা, এই বোধ হয় আমার শেষ! আমি এখানে আসলে কী করতে এসেছি?' অবশ্য পরে রসায়নের প্রতি তাঁর আলাদা টানের কারণেই বাভেন্দি পরীক্ষার বিষয়টি দ্রুত সমাধান করে ফেলেছিলেন।

এ বিষয়ে বাভেন্দি বলেন, 'পরে আমি খুব দ্রুতই বের করে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলাম যে, কীভাবে আসলে পড়তে হয়, যা আমি আগে জানতাম না। এরপর প্রতিটি পরীক্ষায় আমি ১০০ পেয়েছি।' - এএফপি

নোবেল পুরস্কার প্রবর্তক সুইডিশ বিজ্ঞানী আলফ্রেড নোবেল

নোবেল পুরস্কার প্রবর্তক সুইডিশ বিজ্ঞানী আলফ্রেড নোবেল। তার ইচ্ছা অনুসারে তারই রেখে যাওয়া অর্থে তার নামেই ১৯০১ সাল থেকে নোবেল পুরস্কার দেয়া শুরু হয়। প্রতি বছর চিকিৎসা, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, সাহিত্য, শান্তি ও অর্থনীতিতে দেয়া হয় বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ এই পুরস্কার। ১৮৯৫ সালে এক উইলে 'মানবজাতির সর্বোচ্চ সেবায় অবদান রাখা' ব্যক্তিদের জন্য এই পুরস্কার নিবেদিত করেছেন আলফ্রেড নোবেল।

দারিদ্র্য নিরসনে বাংলাদেশ ভালো করছে বলেছে বিশ্বব্যাংক

প্রবৃদ্ধি ৫ দশমিক ৬ শতাংশ হতে পারে। তবে যদি নির্বাচনি পরিবেশ ভালো থাকে তাহলে আগামীতে প্রবৃদ্ধি বাড়বে।'

এক প্রশ্নের জবাবে সেক বলেন, 'বিশ্বব্যাংক এখন পর্যন্ত বাংলাদেশকে বিভিন্ন প্রকল্পের বিপরীতে প্রায় ৪০ বিলিয়ন ডলার সহায়তা দিয়েছে। স্বল্প সুদে ঋণের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন তহবিলসহ বিভিন্ন স্কিম থেকে আরও ঋণ নেওয়ার সুযোগ আছে বাংলাদেশের। এরই মধ্যে আমরা বাজেট সহায়তা দিয়েছি। আগামীতে আরও দেওয়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। বাংলাদেশের উচ্চ লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে, তা পূরণে বিনিয়োগ দরকার।'

পরিকল্পনামন্ত্রী আরও বলেন, 'আমরা ও বিশ্বব্যাংক উভয়ই মনে করি, আগামীর পরিবেশ অর্থাৎ নির্বাচনের পরিবেশ যদি ভালো থাকে তাহলে উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে। মানুষ যদি উন্নয়নের পক্ষে থাকে তাহলে দেশ এগিয়ে যাবে।'- সূত্র ওয়েব পোর্টাল বাংলা ট্রিবিউন

জলবায়ু পরিবর্তনে ৬ বছরে স্থানচ্যুত ৪ কোটি ৩০ লাখ শিশু বলেছে ইউনিসেফ

৫ পৃষ্ঠার পর

গড়ে প্রায় ২০ হাজার শিশু ঘরছাড়া ও স্কুলছাড়া হচ্ছে। বৃহস্পতিবার (৫ অক্টোবর) জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফের এক গবেষণা প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে ২০১৬ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত সারা বিশ্বে ৪ কোটি ৩১ লাখ শিশু বাস্তুচ্যুত হয়েছে। বন্যা, ঝড়, খরা ও দাবানলের মতো চরম আবহাওয়া ক্রমশ বাড়ায় ৪৪টি দেশে এসব বাস্তুচ্যুতির ঘটনা ঘটেছে। ৯৫ শতাংশ বাস্তুচ্যুতির কারণ বন্যা ও ঝড়।

প্রতিবেদনের সহলেখক লরা হিলি বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেছেন, এসব তথ্যে ভয়াবহতার খুব সামান্য অংশই উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে আরও অনেক ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের হিসাব উঠে আসেনি।

ইউনিসেফের এবারের প্রতিবেদনে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাস্তুচ্যুত হওয়া শিশুদের বিভিন্ন করুণ কাহিনীও তুলে ধরা হয়েছে। এসব শিশুর একজন হলো সুদানের খালিদ আবদুল আজিম।

খালিদ বলেছে, 'আমরা কয়েক সপ্তাহ ধরে সড়কে বসবাস করছি। সেখানেই আমাদের সব জিনিসপত্র সরিয়ে নিতে হয়েছে।' ভয়াবহ বন্যার পর তার গ্রামে বর্তমানে শুধু নৌকায় করে যাওয়া-আসা করা যায় বলেও জানায় খালিদ। সূত্র : গার্ডিয়ান

Immigrant Elder Home Care LLC.

হোম কেয়ার

নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

ঘরে বসেই প্রিয়জনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

সর্বোচ্চ পেমেন্ট

নিম্মি নাহার, ভাইস প্রেসিডেন্ট

মোবাইল

৬৪৬-৯৮২-৯৯৩৮
৯২৯-২৩৮-২৪৫৭

87-47 164th Street Jamaica, NY 11432

ই-মেইল: nimmeusa@gmail.com, Web. immigrantelderhomecare.com

নিউ ইয়র্কে মুক্তি পেয়েছে রোমান্টিক ছবি প্রহেলিকা

পরিচয় ডেস্ক: গত শুক্রবার ৬ অক্টোবর নিউইয়র্কে মুক্তি পেয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত চিত্র পরিচালক চয়নিকা চৌধুরী পরিচালিত ছায়াছবি প্রহেলিকা। জ্যামাইকা মাল্টিপ্লেক্সে এ ছবিটি চলবে আগামী ১২ অক্টোবর বৃহস্পতিবার পর্যন্ত।

বায়োস্কোপ ফিল্মস সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে এ ছবি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছে। প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট এবং সিইও রাজ হামিদ জানান, প্রহেলিকা রোমান্টিক ঘরাণার ছবি। ছোটো পর্দার বিখ্যাত অভিনেতা মাহফুজ আহমেদের সঙ্গে এ ছবিতে জুটি বেঁধেছেন এ

সময়ের অন্যতম সেরা নায়িকা শবনম বুবলী। জামাল হোসেন প্রযোজিত এ ছবির একটি বিশেষ চরিত্রে দেখা যাবে ব্যাচেলর খ্যাত অ্যালেন স্বপনকে। মাল্টিপ্লেক্সে প্রতিদিন একাধিক শো থাকবে ছবিটির। যুক্তরাষ্ট্রে প্রহেলিকা-র প্রদর্শনী উপলক্ষে ঢাকা থেকে নিউ ইয়র্কে এসেছেন ছবির পরিচালক চয়নিকা চৌধুরী। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের আরো প্রায় ১৬টি নগরে প্রহেলিকা-র প্রদর্শনী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন এবং দর্শকদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন বলে জানিয়েছেন বায়োস্কোপ ফিল্মস এর নওশাবা রশীদ।

আশা সোস্যাল এডাল্ট ডে কেয়ারের বার্ষিক পিকনিক অনুষ্ঠিত

পরিচয়ডেস্ক: গত ৫ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কের আপস্টেটের একটি নান্দনিক স্পটে নিউইয়র্কের সুপরিচিত ডে কেয়ার আশা সোস্যাল এডাল্ট ডে কেয়ারের বার্ষিক পিকনিক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকালে জ্যামাইকার আশা সোস্যাল এডাল্ট ডে কেয়ার সেন্টার থেকে বাসযোগে পিকনিক স্পটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন সংশ্লিষ্টরা। দুপুরের আগেই পিকনিক স্পটে পৌঁছে সবাই।

পিকনিকের উদ্বোধন করেন আশা সোস্যাল এডাল্ট ডে কেয়ার ও আশা হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট এবং সিইও আকাশ রহমান, চেয়ারম্যান এশা রহমান, অফিসের কর্মকর্তা এবং ডে কেয়ারের মেম্বাররা। দুপুর গড়িয়ে বিকেল পর্যন্ত নির্মল পিকনিক স্পটে সময় কাটান পিকনিকে অংশ গ্রহণকারী সকলেই। এতে ছিল নানা রকম খেলাধুলা, সুস্বাদু খাওয়া-দাওয়া ও র‍্যাফেল ড্র এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। পিকনিকে অংশগ্রহনকারীদের ধন্যবাদ জানান আকাশ রহমান।

কানাডায় চিরনিদ্রায় শায়িত কবি আসাদ চৌধুরী

পরিচয় ডেস্ক: শুক্রবার ৬ অক্টোবর অপরাহ্নে কানাডার অন্টারিও'র পিকারিং ডাফিন মেডোজ কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত ও বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি আসাদ চৌধুরী।

বাদ জুমা টরন্টোর নাগেট মসজিদে কবির নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে তার মরদেহ সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানোর জন্য মসজিদের অভ্যন্তরে আধা ঘণ্টা রাখা হয়। সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা জানানো সম্পন্ন হলে কবির মরদেহ অন্টারিও'র পিকারিং ডাফিন মেডোজ কবরস্থানে দাফন করা হয়। গত বৃহস্পতিবার (৫ অক্টোবর) স্থানীয় সময় রাত ৩টার দিকে কানাডার টরন্টোতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় অশোয়ার লেকরিজ হেলথ হাসপাতালে কবি আসাদ চৌধুরীর মৃত্যু হয়। তার বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। আসাদ চৌধুরী দীর্ঘদিন বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। গত বছরের নভেম্বরে তার ব্লাড ক্যান্সার ধরা পড়ে। বোনম্যারো থেকে অস্বাভাবিক কোষ তৈরি হচ্ছিল। বয়সের কারণে তার বোনম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা সম্ভব হচ্ছিল না। এছাড়া তিনি কিডনি, হার্ট ও বয়সজনিত জটিলতায় ভুগছিলেন। গত ১৭ সেপ্টেম্বর কবির এনজিওগ্রাম করে দুটি ব্লকের ৯৯ ও ৮৮ শতাংশ সারানো হয়। সে সময় কবির জামাতা জানিয়েছিলেন, সকাল থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত আইসিইউয়ে থাকার পর কবিকে সিসিইউয়ে নেওয়া হয়। ফুসফুস ও হার্ট দুটিরই খুব জটিল অবস্থা ছিল। কবি বেশ কয়েক বছর ধরে কানাডায় পরিবারের সঙ্গে বাস করছিলেন। সর্বশেষ ২০২২ সালে তিনি বাংলাদেশে গিয়েছিলেন। জামাতা নাদিম ইকবাল জানান, কবি বারবার দেশে আসার ইচ্ছা ব্যক্ত করতেন। তবে শারীরিক অবস্থার কারণে তা সম্ভব হয়নি। মৃত্যুকালে অসংখ্য গুণগ্রাহী পাঠক ও শুভাকাঙ্ক্ষীসহ তিনি রেখে গেছেন সহধর্মিণী সাহানা চৌধুরী, ছেলে আসিফ চৌধুরী ও জারিফ চৌধুরী, মেয়ে নুসরাত জাহান চৌধুরী এবং জামাতা নাদিম ইকবালকে।

আসাদ চৌধুরী বাংলাদেশের প্রধান কবিদের অন্যতম। তিনি ১৯৮৭ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার এবং ২০১৩ সালে একুশে পদক লাভ করেন। মৌলিক কবিতা ছাড়াও শিশুতোষ গ্রন্থ, ছড়া, জীবনী এবং অনুবাদকর্মে তার অবদান প্রণিধানযোগ্য। ১৯৮৩ সালে তার রচিত 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এছাড়া একই বছর তিনি সম্পাদনা করেন বঙ্গবন্ধুর জীবনী ভিত্তিক গ্রন্থ 'সংগ্রামী নায়ক বঙ্গবন্ধু'। আকর্ষণীয় বাচনভঙ্গি, টেলিভিশনে জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও উপস্থাপনার জন্যেও তিনি পরিচিত। আসাদ চৌধুরী ১৯৪৩ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার উলানিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৭ সালে আরমানিটোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৬০ সালে বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ থেকে তিনি উচ্চমাধ্যমিক সম্পন্ন করেন। পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ চুকিয়ে কলেজে অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে আসাদ চৌধুরীর চাকরিজীবন শুরু। ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজে তিনি ১৯৬৪ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। পরবর্তীকালে তিনি বিভিন্ন খবরের কাগজে সাংবাদিকতা করেছেন। ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত তিনি ভয়েস অব জার্মানির বাংলাদেশ সংবাদদাতার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৭৩ সালে ঢাকায় বাংলা একাডেমিতে যোগদান করে দীর্ঘকাল চাকরির পর এর পরিচালক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

অনন্তযাত্রায় কবি আসাদ চৌধুরী : ঘরে ফেরা সোজা নয়

২৩ পৃষ্ঠার পর

তুলতে চেষ্টা করলেন নাদিমকে দেখে। কিন্তু সামান্য উঁচু করেই আবার শুয়ে পড়ছেন। এমনকি হাতটাও তুলতে পারছেন না। নাদিম তাঁকে তুলতে গেলো। কিন্তু শরীর আটকে আছে কোথাও। আসাদ চৌধুরীর গায়ের চাদরটি সরাতেই দেখা গেলো--নার্স এবং চিকিৎসকরা বেডের সঙ্গে আসাদ চৌধুরীর হাত এবং পা বেঁধে রেখেছেন। উচ্চস্বরে চিৎকার করে নার্সদের ডাকলো নাদিম--খুলে দিন এক্ষুণি খুলে দিন! ওরা বললো, তাঁকে কিছুতেই আটকে রাখা যাচ্ছিলো না। বারবার বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে চাইছেন অর্থাৎ কি না পালাতে চাইছেন! শেষে বাধ্য হয়েই এই ব্যবস্থা নিতে হয়েছে তাদের। আহারে! আরেকদিন নাদিম বললো--আজ বাবা আজ আমাকে একটা ইংরেজি বাক্য বলেছেন--আই ডোন্ট ডিজার্ভ দিজ! অর্থাৎ দিনের পর দিন অসহনীয় এই কষ্ট। আরেকদিন। নাদিম বললো--আপনার আসাদ ভাই কথা বলতে পারেন না। বলার চেষ্টাও করেন না। কারণ তিনি পুরো বাক্যটা গোছাতে পারেন না। শব্দ হারিয়ে যায়। অসহনীয় ব্যথায় কাতর তিনি। আজ আমি যাবার পর বিছানায় যখন হেলান দিয়ে বসিয়েছি আসাদ চৌধুরী নিজের মাথায় পিস্তল ঠেকানোর ভঙ্গি করে আমাকে ইশারা করেছেন বারবার--আমাকে গুলি করো। গুলি করো! আহারে আসাদ ভাই! সেদিন এঞ্জিওগ্রামের খবর দিলো নাদিম--দুটো ব্লক ধরা পড়েছে। একটা ৮৮% অন্যটি ৯৯% ব্লক। পরদিন খুব সকালে নাদিমের ফোন--একটা হার্ট এটাক হয়ে গেলো রিটন ভাই! বিধ্বস্ত শরীরে একের পর এক আঘাত। একটার পর একটা। আহারে!

আমার উপস্থাপনায় একুশের বইমেলা থেকে চ্যানেল আই পুরো ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে 'বইমেলা সরাসরি' নামের একটি লাইভ অনুষ্ঠান প্রচার করতো। একবার ২০১৪ সালের এক বিকেলে কবি আসাদ চৌধুরী এসেছিলেন সেই অনুষ্ঠানে হাতে একটি কিউট কবিতার বই নিয়ে। লাইভ সেই অনুষ্ঠানে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম--আসাদ ভাই আপনার মনে হয় নতুন বই বেরুলো এই মেলায়? লাজুক একটা হাসি উপহার দিয়ে আসাদ ভাই বইটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন--হ্যাঁ বই একটা বেরুলো আজই, বইটার নাম দিয়েছি--'এই ফুলটির অন্তত দশটা প্রেমপত্র পাওয়া উচিৎ' (বা পাওয়ার কথা)! বলেই হাসতে এমন ভঙ্গিতে হাসতে থাকলেন যে মনে হলো দশটা প্রেমপত্র আসলে আসাদ ভাইয়েরই পাওয়া উচিৎ! পাঠকপ্রিয় কবি আসাদ চৌধুরীর লেখা কবিতার বইয়ের নামগুলো ছিলো অসাধারণ, যেমন--জলের মধ্যে লেখাজোখা, দুঃখীরা গল্প করে, বিত্ত নাই বেসাত নাই, যে পারে পারুক, প্রশ্ন নেই উত্তরে পাহাড়, মেঘের জুলুম পাখির জুলুম, নদীও বিবস্ত্র হয়, কিংবা ঘরে ফেরা সোজা নয়। দিনশেষে তিনি, আসাদ চৌধুরী তাঁর প্রিয় বাংলাদেশেই ফিরে যেতে চাইতেন। বহুবার আক্ষেপ করেছেন তিনি--এইদেশে আর ভাল্লাগে না। আমি ফিরতে চাই রিটন, বাংলাদেশে...। কিন্তু ফেরা হয়নি তাঁর। তিনি হয়তো জানতেন--'ঘরে ফেরা সোজা নয়'...।

(লেখকের ফেসবুক স্ট্যাটাস থেকে)

অটোয়া ০৫ অক্টোবর ২০২৩

উপস্থাপনায় শামসুন নাহার নিম্মি

‘দর্শক শ্রোতাদের টানে প্রথম যুক্তরাষ্ট্রে এসেছি’ - মাসব্যাপী কনসার্ট ট্যুরে ন্যান্সি, ১ম কনসার্ট ৮ অক্টোবর নিউ ইয়র্কে

পরিচয়ডেস্ক: দর্শক শ্রোতাদের মন মাতাতে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী নাজমুন মুনিরা ন্যান্সি। তিনি নিউইয়র্ক, ম্যারিল্যান্ড, বস্টন, ফ্লোরিডা, আটলান্টা ও বাফেলোসহ বিভিন্ন রাজ্যে মাসব্যাপী সফরে বেশ কয়েকটি কনসার্টে অংশ নেবেন। গ্লোবাল বিজনেস কমিউনিকেশন নেটওয়ার্কের ব্যবস্থাপনা ও আমন্ত্রণে যুক্তরাষ্ট্রে কনসার্ট করতে এসেছেন ন্যান্সি। ন্যান্সির প্রথম কনসার্টটি হবে আগামী রোববার ৮ অক্টোবর সন্ধ্যা ৭টায় নিউইয়র্কে। শো-টাইম মিউজিক এন্ড প্লে' এ লাইভ কনসার্ট আয়োজন করছে জ্যামাইকার মেরি লুইস একাডেমিতে। ন্যান্সির যুক্তরাষ্ট্রে আসা ও কনসার্ট উপলক্ষে সোমবার (২ অক্টোবর) সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে উপরোক্ত তথ্য জানান বাংলাদেশি আমেরিকান ফাউন্ডেশন ইউএসএ ইনক এর জাহাঙ্গীর বাবলু, গ্লোবাল বিজনেস কমিউনিকেশন নেটওয়ার্কের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) এনামুল হক, শোটাইম মিউজিক এর আলমগীর খান আলম। সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন নাজমুন মুনিরা ন্যান্সির এবারের যুক্তরাষ্ট্র কনসার্ট ট্যুরের অন্য তম পৃষ্ঠপোষক রিয়েলটর নিক রওয়ান এবং প্রবাসের জনপ্রিয় উপস্থাপিকা ও ন্যান্সির যুক্তরাষ্ট্র কনসার্টের উপস্থাপিকা শামসুন নাহার নিম্মি।

সংবাদ সম্মেলনে জাহাঙ্গীর কবির বাবলু বলেন, ‘সঙ্গীতশিল্পী ন্যান্সি বেশ কিছু দিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকবেন ও বিভিন্ন রাজ্যে কনসার্ট করবেন। এরই ধারাবাহিকতায় শোটাইম মিউজিকের উদ্যোগে আলমগীর খান আলমের তত্ত্বাবধানে আগামী ৮ অক্টোবর (রোববার) নিউইয়র্কের কুইন্সের ওয়েস্টফোর্ড টেরাস্থ দ্যা ম্যারি লুইস একাডেমিতে ন্যান্সির প্রথম লাইভ ইন কনসার্ট অনুষ্ঠিত হবে।’

আয়োজকরা জানান, নিউইয়র্ক ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের ম্যারিল্যান্ড, আটলান্টা, ফ্লোরিডা, বোস্টনে ন্যান্সির লাইভ কনসার্ট হবে।

ন্যান্সি বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রে এটা আমার প্রথম সফর। কনসার্ট উপভোগ করার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আশা করি, কনসার্ট সবার ভাল লাগবে। কনসার্টে আমি আমার জনপ্রিয় সব ধরনের গান করব।’

গান সম্পর্কিত সাংবাদিকের এক প্রশ্নের উত্তরে ন্যান্সি বলেন, ‘পুরো টিম না আসায় রিলিজ না হওয়া গানগুলো কনসার্টে গাইব না।’

রাজনীতি সংক্রান্ত সাংবাদিকের অন্য এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘আমার রাজনৈতিক পরিচয় আছে। তবে, আপাতত গান নিয়ে থাকতে চাই, সঙ্গীতশিল্পী হয়ে থাকতে চাই। রাজনীতি বিষয়ে আপাতত কিছু বলতে চাই না। আমার রাজনৈতিক কথায় ভিন্নমতপোষনকারী অনেকে আহত হতেই পারেন। সবারই একটা রাজনৈতিক মত থাকে, অনকে বলেনা, আমি বলেফেলি এটাই তফাত’।

সংবাদ সম্মেলনে ন্যান্সি আরো বলেন, ১৮ বছর ধরে সঙ্গীত জগতে বিচরণ করছি। কখনো আমেরিকায় আসা হয়নি। এবারই প্রথম এলাম। একজন শিল্পী হিসাবেই এখানে আমাকে তুলে ধরতে চাই। আমি যখন গান করি তখন শুধু শিল্পী সত্ত্বাই আমার মধ্যে কাজ করে।

প্রসঙ্গত, ন্যান্সির সঙ্গীত জীবন শুরু হয় ২০০৬ সালে হৃদয়ের কথা চলচ্চিত্রের গান গেয়ে। ২০০৯ সালের তার প্রথম অ্যালবাম ভালোবাসা অধরা মুক্তি পায়। ২০১১ সালের প্রজাপতি চলচ্চিত্রের গানে কণ্ঠ দিয়ে তিনি প্রথমবারের মতো জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেন। এছাড়া মেরিল-প্রথম আলো পুরস্কার-এ ২০১০ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত টানা সাতবার তারকা জরিপে শ্রেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পী (নারী) বিভাগে পুরস্কার অর্জন করেন। তার গ্রামের বাড়ি নেত্রকোণার সাতপাইতে।

রাধাপদ রায়ের ওপর হামলার প্রতিবাদে নিউইয়র্কে দুটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে রাধাপদ রায়ের ওপর হামলা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সংস্কৃতির প্রতি বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে প্রতিনিয়ত। অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের মূলে আঘাত এই হামলা। বাংলাদেশজুড়ে এ ধরণের ঘটনা ঘটে অহরহই, এসব বন্ধ হওয়া জরুরী। লালন পরিষদ ইউএসএ'র আয়োজনে গত বুধবার (৪ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৭ টায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস্'র ডাইভারসিটি প্লাজা ও রাত সাড়ে ৮টায় জ্যামাইকায় স্টার কাবাবের সামনে অনুষ্ঠিত পৃথক দুটি সমাবেশে হামলায় ক্ষতবিক্ষত রাধাপদ রায়ের পিঠের ছবি ও “এটি পিঠ নয়, এ চৌচির হওয়া বাংলার মাঠ-পথ”- আসুন আসুন মহারাজ, বিচার করুন-না হয় আমাদেরও চাবুক মারুন- লিখা শ্লোগান সম্বলিত প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করে সমাবেশ অংশগ্রহণকারীরা। জাতীয় পতাকা হাতে অংশ নেন শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মীরা।

ক্ষোভ মিশ্রিত ভাষায় সমাবেশে বক্তারা বলেন, রাধাপদ রায় মানবতার কথা বলেন, তাঁর ওপর হামলা কেন? তিনি আধ্যাত্মিকতা চর্চা করেন। তিনি বাঙালীর চিরায়ত সাংস্কৃতিকে বুকে ধারণ করেন- এটি তাঁর অপরাধ? এই হামলা কবি রাধাপদ রায়ের ওপর হয়নি, হয়েছে আম্প্রদায়িক চেতনা ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার ওপর। এটিই যেনো শেষ হামলার ঘটনা হয়ে থাকে। অবিলম্বে হামলাকারীদের বিচার করতে হবে- এমন দাবী উচ্চারিত হয়েছে নিউইয়র্কে আয়োজিত দুটি সমাবেশে।

মুক্তিযোদ্ধা, কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি দুটি সমাবেশে অংশ নেন।

লালন পরিষদ ইউএসএ'র সভাপতি আব্দুল হামিদের সভাপতিত্বে সংস্কৃতিজন গোপাল স্যানালের সঞ্চালনায় জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজার প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন- প্রবীণ সাংবাদিক মোহাম্মদ উল্যাহ, কবি বেলাল বেগ, মুক্তিযোদ্ধা-শিল্পী তাজুল ইমাম, সাংবাদিক ইব্রাহিম চৌধুরী, সাংবাদিক শাহাব উদ্দিন সাগর, রাজনীতিবিদ নুরুল আমিন বাবু, অভিনেতা-নির্দেশক খায়রুল ইসলাম পাখি, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট মনিকা রায়, উদীচীর সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সুব্রত বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক সংগঠক জাকির হোসেন বাচ্চু, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের সাধারণ সম্পাদক স্বীকৃতি বড়ুয়া, সাস্কৃতিক সংগঠক মিনহাজ আহমেদ শাম্মু, কবি ফকির ইলিয়াস ও নুরে আলম জিকো প্রমুখ।

জ্যামাইকায় স্টার কাবাব এর সম্মুখে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন একাত্তরের কণ্ঠযোদ্ধা রথীন্দ্রনাথ রায়, মুক্তিযোদ্ধা সরাফ সরকার, মূলধারার রাজনীতিবিদ মোরশেদ আলম প্রমুখ।

উভয় সমাবেশে বক্তারা রাধপদ রায়ের ওপর হামলাকারী অপর আসামীকেও গ্রেফতার এবং দ্রুত বিচারের দাবি জানান।

সমাবেশে মুক্তিযোদ্ধা তাজুল ইমাম তাঁর বক্তব্যে আহত রাধাপদ রায়ের চিকিৎসার জন্য সহায়তা তহবিলে সবার অংশগ্রহণ কামনা করেন। এসময় অনেকেই সেই তহবিলে সাধ্যমত আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন।

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ ইনক এর উদ্যোগে স্কুল ব্যাগ বিতরণ

পরিচয় ডেস্ক: গত ২৭ নভেম্বর, বুধবার এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ ইনক এর উদ্যোগে স্কুল ব্যাগ বিতরণ করা হয় এস্টোরিয়া ৩৬ এভিনিউয়ে।প্রায় দুইশত স্কুল ব্যাগ ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন এর পরিচালনায় স্কুল ব্যাগ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টা এমাদ আহমেদ চৌধুরী ও দেওয়ান সাহেদ চৌধুরী।

আফগানিস্তানে ৬.৩ মাত্রার ভূমিকম্পে বহু হতাহত

শক্তিশালী ভূমিকম্পে শনিবার কেঁপে উঠেছে আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চল। এতে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ১৫ জন। আহত হন ৭৮ জনের বেশি।

মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউজিএস) জানিয়েছে, স্থানীয় সময় বেলা ১১টার দিকে ইরান সীমান্তবর্তী পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর হেরাত থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে ৬ দশমিক ৩ মাত্রার ভূমিকম্পটি আঘাত হানে।

আফগান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কম্পনের কারণে বহু ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়েছেন অনেকে। প্রথম কম্পনের কিছুক্ষণ পর আরও তিন দফা কেঁপে উঠে।

হেরাতের বাসিন্দা বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেছেন, আমরা তখন কর্মস্থলে ছিলাম। হঠাৎ সবকিছু কাঁপতে শুরু করে। মুহূর্তেই দেওয়ালের আস্তর ও কিছু কিছু জায়গা ভেঙে পড়ে।

তিনি আরও বলেন, আমি এখনও পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। নেটওয়ার্ক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আমি খুবই চিন্তিত, এটি ভয়াবহ ঘটনা।

এএফপিকে আফগান শিক্ষার্থী ইদ্রিস বলেছেন, পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ। কখনও এমন ঘটনার মুখোমুখি হইনি। স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শহরের হাসপাতালে ৭০ জনের বেশি আহত মানুষকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। কারও কারও অবস্থা জরুরি হওয়ায় নিহত আরও বাড়তে পারে।

‘সংবর্ধনার অর্থ দেশে দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দিন’-নিউইয়র্কে নারায়নগঞ্জের মেয়র ডা: সেলিনা আইভী’র অনবদ্য আড্ডা

পরিচয় ডেস্ক: নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডাঃ সেলিনা হায়াৎ আইভী স্টেট ডিপার্টম্যান্টের আমন্ত্রণে যুক্তরাষ্ট্র সফরে এসে গত বৃহস্পতিবার (৫ অক্টোবর) রাতে প্রবাসী নারায়ণগঞ্জবাসীদের সঙ্গে আড্ডা দিয়েছেন । নিউইয়র্ক শহরের ফ্রেশমেডো এলাকার একটি রেষ্টুরেন্টে নারায়ণগঞ্জবাসীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে খোশ-গল্পে মেতে উঠেন মেয়র আইভী। নিজ শহর বিষয়ক আড্ডায় নানা প্রশ্নের জবাবও দেন তিনি। মেয়র আইভী এবারই প্রথমবারের মত নিউইয়র্ক এসেছেন বলে প্রবাসী নারায়ণগঞ্জবাসী তাঁকে সংবর্ধনা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি রাজী হননি। কেন সংবর্ধনা নেবেন না-এই প্রশ্নের জবাবে মেয়র আইভী বলেছেন, নারায়ণগঞ্জ শহর এবং জেলার বিভিন্ন স্থানে দাতব্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে, আপনারা যে অর্থ খরচ করে আমাকে সংবর্ধনা দেবেন, ঐ অর্থ দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দিয়ে দিন। এতে দুঃস্থ ও গরীব মানুষ উপকৃত হবে। তিনি আরো বলেন, সানফ্রান্সিসকো শহরে বসবাসকারী নারায়ণগঞ্জবাসীদের আর্থিক সহযোগিতায় শহরের একটি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগীরা অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে কিডনী ডায়ালিসিস করাতে পারছেন। নিউইয়র্ক প্রবাসীরাও এমন উদ্যোগ নিতে পারেন। জনকল্যাণমূলক যে কোন কাজে আপনারা

আর্থিক সহযোগিতা করলে আমি মেয়র হিসাবে পাশে থাকব। আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অসহায়, নিপীড়িত, দরিদ্র মানুষ এতে সেবা পাবে। তাদের কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব হবে। মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভী সকল প্রবাসীদের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, আপনারা নিজ নিজ এলাকায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করুন।

নারায়ণেগঞ্জ শহরের ফুটপাত দখলমুক্ত প্রসঙ্গে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, প্রশাসনের কঠোর ভূমিকা এবং রাজনীতিবিদদের সদিচ্ছা থাকলে ফুটপাত দখল মুক্ত করা সম্ভব। কিন্তু আমি অতীতে এ কাজ করতে গিয়ে মৃত্যুর ঝুঁকিও নিয়েছি। মেয়র বলেন, আমি ফুটপাত দখল মুক্ত করতে ৪ শত হকারকে পুর্নাবাসন করেছিলাম। ফুটপাত ফের দখল হয়ে যায়। এভাবে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, চাঁদাবাজী হচ্ছে ফুটপাত দখল করে রাখার মূল উদ্দেশ্য। শহরের বিভিন্ন ফুটপাত থেকে কে বা কারা চাঁদা তুলছে, তা নগরবাসী জানে।

মেয়র আইভী বন্দর এলাকায় অচিরে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পরিসর বড় এবং সেবা বাড়ানো হবে বলে এক প্রশ্নের জবাবে জানান। তিনি আরো বলেন, আমি ২০০৩ সালে যখন পৌরসভার চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাচিত হই, তখন এই পৌরসভার অর্থভান্ডার ছিল শূণ্য। এ অবস্থা থেকে আমি দিনের পর দিন উত্তরণ ঘটিয়েছি। পৌর চেয়ারম্যান থেকে মেয়র হয়েছি, অনেক নগরবাসীকে আয়কর প্রদানে বাধ্য করেছি। পৌরসভার জমি বা রাস্তাঘাট দখলমুক্ত করেছি। পরিত্যাক্ত জিমখানা খাল এখন নয়নাভিরাম লেকে পরিণত হয়েছে। সরকারের সহযোগিতার পাশাপাশি এবং বিদেশী দাতা সংস্থার সহযোগিতা পেয়ে আমি নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন কাজ করতে পেরেছি এবং এই কাজ ধারাবাহিকভাবে চলছে। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, মামলার লাল ফিতায় বন্দি হয়ে আছে ফতুল্লা থানাধীন কাশীপুর এবং এনায়েত নগর ইউনিয়নের কিছু এলাকা সিটি কর্পোরেশনের আওতায় আনার বিষয়টি। এর পেছনে রাজনীতির কুটিল চাল রয়েছে। তবে আমার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

উল্লেখ্য, নিউইয়র্কে মেয়র আইভী’র সঙ্গে প্রবাসী নারায়ণগঞ্জবাসীর আড্ডার আয়োজন করেছিলেন তাঁর ক্লাসমেট গ্রুপ-হাউকাউ এর সদস্যরা। তারা হলেন মাহফুজা মিতা, মোহাম্মদ পারভেজ, আছির আহমেদ মানিক, রওনক জাহান দিবা, ফারহানা চৌধুরী, সেলিনা পারভীন, ক্রিস্টোফার গোমেজ, আলী আকবর বাবু ও মোস্তফা জামাল টিটু।

মেয়র আইভী’র সঙ্গে আড্ডায় অংশ নেন মুক্তিযোদ্ধা আজিজুল ইসলাম আজিম, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মতিউর রহমান, নির্মল পাল, কামরুল হাসান বাদল, চঞ্চল আহমেদ, মনিরুজ্জামান সেলিম, নূর হোসেন বাবুল, আসাদৌল্লা চৌধুরী বাদল, সাদেকুর রহমান লিখন, মনজুরুল করিম, বাংলাদেশ জাতীয় দলের দুই সাবেক ফুটবলার সম্রাট হোসেন এমিলি ও জানে আলম বাবু, শফিউদ্দিন প্রধান শফি, আব্দুল আউয়াল, মশিউর রহমান তুহিন, কামাল হোসেন টিটো, সুহিন আলী, নিতাই দাস, অনিতা মোদক, লেখক ও সাংবাদিক দর্পণ কবীর, আয়েশা আক্তার লিলি, মহসিনা খান শিল্পী, সেলিম আহমেদ প্রমুখ। - প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

২০২৪ সালেই বাংলাদেশে শান্তির পতাকা উড়বে -নিউইয়র্কে সিরাহ কনফারেন্সে স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ

৬০ পৃষ্ঠার পর

শেখ হাসান সালেহ, ইন্দোনেশিয়ার ইমাম শামসি আলী, মিশরের শাইখ ওয়ালিদ আলবাট্রাউইশ, ইমাম ড. জাকির আহমেদ, ক্বারী নজরুল ইসলাম, ক্বারী ফখরুল ইসলাম আলমগীর, ইকবাল হুসেইন জীবন ও ক্বারী আব্দুল্লাহ রাদনসিস।

আইটিভি ইউএসএ'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী ইমাম শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে নেতা, নেতৃত্ব, বিশ্বাস ও অবিশ্বাস প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের সম্মাণিত অতিথি গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাউন্টেন ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার, স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। তিনি বলেন, যে দেশটি যুদ্ধ করে স্বাধীন করেছি সেই দেশটির ৯০ শতাংশ মানুষ মুসলমান। ৫৩ বছর ধরে মুসলমানদের ওপর যে জুলুম চলে আসছে তা বর্ণনাতীত। ৯০ ভাগ মুসলমানের ওপর নিষ্পেষণ এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছেছে, আজ আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে আমেরিকা নতুন বছর বাংলাদেশে শান্তির বাতাস প্রবাহিত হবে ইনশাল্লাহ। এটি আল্লাহই করবেন। সব পরিকল্পনার মালিক তিনি।

স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ তার বক্তব্যে একজন নেতা কেমন হওয়া দরকার সে বিষয় তুলে ধরে বলেন, ইমান আকিদার ভিত্তিতেই একজন প্রকৃত নেতা তৈরি হতে পারেন এবং সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারেন। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র কোরআন হাদিস পড়া ও শেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, এর জন্য সমসাময়িক জ্ঞান বিজ্ঞান ও ধী শক্তির প্রয়োগ অপরিহার্য। আমাদের দায়িত্ব যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকা। আবু জাফর মাহমুদ তার লিখিত বক্তব্যে আরো

জানান, এই আয়োজনগুলো আমাদের ইমান আক্বিদা, দেশপ্রেম ও বিশ্বাস সুরক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। আমাদের সমাজে বহুদিন ধরেই রাজনীতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে নাস্তিকতার অনুশীলন চলে আসছে। শুধু অনুশীলন নয়, রীতিমত নাস্তিকতা কায়েমের অভিযান। এই অভিযান চালাতে গিয়ে মানুষের এথিকস ও ধর্মীয় মূল্যবোধের ওপর পর্যায়ক্রমে আঘাত করে সমাজটাকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। নাস্তিকের সংখ্যা বাড়ানোই ওই চক্রের বড় উদ্দেশ্য। এই নাস্তিকতা আমাদের দেশের কমিউনিস্টদের ওপর ভর করেছে। সেক্যুলারিস্টদের ওপর ভর করেছে। সব সেকুলারিস্ট কমিউনিস্ট নয়। পাশাপাশি ওরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ৯০ ভাগ মুসলমানকে রাজনৈতিকভাবে ধ্বংস করার তৎপরতায় লিপ্ত। এরা নাস্তিকতার ভেতর দিয়ে একটি নেতৃত্ব সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। এতে অনেকটা সফলও হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে আমাদের বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও সমাজের শান্তি নষ্ট হয়েছে। শেকড়ের সঙ্গে উপরিভাগের দূরত্ব বেড়েছে।

তিনি আরো বলেন, সমুদ্রসীমা ছাড়াও ৫৬ হাজার বর্গমাইলের বাংলাদেশে শান্তি স্থিতিশীলতার জন্য আমাদের করনীয় নির্ধারণের সময় এখন। আমরা মনে করি দেশের ৯০ ভাগ মানুষ মুসলিম। তারা ইসলাম ধর্ম ও সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী। এর বাইরে রয়েছে হিন্দু সংস্কৃতি, বৌদ্ধ সংস্কৃতি, খৃষ্টান সংস্কৃতি। ওখানে ৯০ ভাগ মুসলমানের ওপরে সামান্য কিছু মানুষ ও আদিবাসীর প্রভাব বিস্তারের বল প্রয়োগ করে চলেছে ক্রমাগত।

আবু জাফর মাহমুদ বলেন, ১৯৪৭ এ ভারত বিভক্ত হয়েছে ধর্মবিশ্বাসের ওপর ভর করে। এই অঞ্চলটা মুসলমান অধ্যুষিত। চিহ্নিত রাজনীতিক অপশক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানতদরে ওপর জুলুম করে চলেছে। আলেমদের হত্যা করেছে। মাদ্রাসাগুলোকে ধ্বংস করার জন্য কাজ করেছে। ঐতিহ্যবাহী সামাজিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে চলেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ইসলাম ধর্ম শিক্ষাকে সরিয়ে দিয়েছে। মুসলমানদেরকে যেকোনো অজুহাতে সন্ত্রাসী হসেবে দুনিয়াব্যাপী প্রচার করেছে। এত চাপের মুখে থেকেও মুসলমানরা আত্মসমর্পন করেনি। সন্ত্রাসের মধ্যে যায়নি। ইসলাম সন্ত্রাসবিরোধী ও শান্তির ধর্ম। ইসলাম শব্দটির অর্থও শান্তি। তিনি বলেন, ইসলাম বিস্তার হয়েছে মুসলমানদের ভালো ব্যবহার, আন্তরিক আচরণ ও ইমানী শক্তির মধ্য দিয়ে। বহুভাবে মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী পরিণত করার করার চেষ্টা করা হয়েছে। নাস্তিকতা পন্থীদের এই তৎপরতা একদিনের জন্যও সফল হয়নি। ওরা শুধু সামাজিক সন্ত্রাস করেছে তা নয়। রাজনীতি ও রাষ্ট্রযন্ত্র দখলে নিয়ে বিশ্বময় বিষবাষ্প ছড়িয়ে চলেছে।

এই অবস্থায় কেমন নেতৃত্ব দরকার। কেমন রাজনীতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা দরকার, তার পথ বের হতে হবে। এক্ষেত্রে আমার বিশ্বাস সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে সন্তুষ্ট রাখার দরকার। তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষা করতে গিয়ে তাদের শান্তির কথা আগে ভাবতে হবে। তাদেরকে নিরাপদে রেখে, একই সঙ্গে অন্যদেরকেও নিরাপদে রেখে রাজনীতিচর্চা চালু করা দরকার। এর জন্য যাদের জ্ঞানভান্ডার গভীর তেমন নেতৃত্ব সামনে আসা দরকার। যে নেতৃত্বের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন মহানবী (সা.)। রাষ্ট্রযন্ত্রে রাসুল (সা.) এর আদর্শের প্রকৃত অনুসারি নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

সিরাহ কনফারেন্সে অনেকের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ড. ওয়াহিদুর রহমান, আব্দুল আজিজ, শিশু অধিকার কর্মী ফাতিহা আয়াত প্রমুখ। সিরাহ কনফারেন্স উপলক্ষে লাগোর্ডিয়া প্লাজায় ছিল ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর আয়োজন। অনুষ্ঠানের অতিথিবৃন্দ ওই প্রদর্শনী ঘুরে ঘুরে দেখেন। - প্রেস বিজ্ঞপ্তি

আপনার কথায় পরিষ্কার যে, আপনি খালেদা জিয়ার মৃত্যু চান

৮ পৃষ্ঠার পর

প্রতারণা করা, তাদের বোকা বানানোর চেষ্টা করা এবং খালি মাঠে আমরা যাকে বলি ওয়াকওভার নিয়ে আবার সরকার গঠন করা তবে এটা করার ব্যাপারে বাধা এসেছে। কোত্থেকে এসেছে? পশ্চিমা বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলো বাধা দিয়েছে বলেছে- ওই ধরনের ওয়াকওভার মার্কা নির্বাচন চলবে না। এবার একটা সুষ্ঠু অবাধ ও অংশগ্রহণকারী নির্বাচন হতে হবে। আমরা বলেছি, ওই নির্বাচন হতে হলে হাসিনার অধীনে হবে না, সম্ভব নয়। আমাদের একটাই কথা, এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন হতে পারে না, বলেন তিনি।

এসময় বর্তমান সরকারের অধীন্তেসুষ্ঠু নির্বাচনর নমুনাও তুলে ধরেন বিএনপি মহাসচিব।

তিনি বলেনওআপনারা বার বার বলেন যে, নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে। যদি আপনি পেছন দিকে তাকিয়ে দেখেন, গত ১৫ বছরে বিরোধীদল তথা বিএনপির ৪৫ লাখ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়েছেন, আপনারা ৬০লর অধিক নেতাকর্মীকে গুম করে দিয়েছেন, হাজার হাজার মানুষকে বিনা বিচারে হত্যা করেছেন এবং পত্র-পত্রিকায় এখন বেরিয়ে এসেছে বিএনপির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে কত মামলা্আমাদের সাইফুল ইসলাম নিরবের বিরুদ্ধে সাড়ে ৫০০ মামলা, সুলতান সালাউদ্দিন টুকুর বিরুদ্ধে ৩০০, সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলালের বিরুদ্ধে আছে প্রায় ৪০০, এরকম সব নেতার বিরুদ্ধে, এমনকি বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে ৩৬টি মামলা, আমার বিরুদ্ধে আছে ৯৮টি এরকম সব নেতা স্থায়ী কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলা আছেহ

ওএত বছর তারা এই মামলাগুলো ফেলে রেখে দিয়েছিল। যতই নির্বাচন ঘনিয়ে আসছে, এখন তারা অতিদ্রুত এই মামলাগুলো নিষ্পত্তি করে বিরোধী নেতাদের সাজা দেওয়ার জন্য স্পেশাল সেল তৈরি করেছে। তারা নির্দেশ দিয়েছে ম্যাজিস্ট্রেটদের বিচারকদের, অতিদ্রুত বিচার দুই মাসের মধ্যে শেষ কর এবং পরিষ্কার বলেছে যেগুলোর চার্জশিট হয়নি, সেগুলোর চার্জশিট দাও। এগুলোর নাম হচ্ছে তাদের সুষ্ঠু নির্বাচন, বলেন তিনি।

মির্জা ফখরুল বলেনওআমাদের ওবায়দুল কাদের সাহেব উনি সবসময় বলেন খেলা হবে। খেলবেন কী? কার সঙ্গে খেলবেন? যাদের সঙ্গে খেলবেন তাদের তো জেলে পাঠিয়ে দিচ্ছেনহ

তিনি বলেন,ওবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো মিলে আমরা ঐক্য গঠন করেছি। যুগপৎ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা এই সরকারকে পরিষ্কার করে এক দফা দাবি জানিয়েছি। এক দফা দাবিতে কোনোমতে শেখ হাসিনার অধীনে নির্বাচন হতে পারে না, তাকে পদত্যাগ করতে হবে, সংসদ বিলুপ্ত করতে হবে এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে এবং বশংবদ চাটুকার নির্বাচন কমিশনকে বাতিল করে নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করে তাদের মাধ্যমে নির্বাচন হতে হবেহ

ওআমাদের রোডমার্চগুলোতে লাখ লাখ মানুষ একবাক্যে বলেছে, এই সরকারের পদত্যাগ চাই। এ দেশের মানুষের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। তাই আমি জনগণকে বলতে চাই, এ দেশটাকে যদি বাঁচাতে চান তাহলে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে বেরিয়ে আসুন। জেগে উঠুন। বজ্রকণ্ঠে সোচ্চার করে বলুন যে, অনেক হয়েছে, অনেক লুট করেছ, অনেক অত্যাচার করেছ, নির্যাতন করেছ, অনেক ভাইয়ের রক্তে রঞ্জিত করেছ হাত, অনেক মায়ের বুক খালি করেছ, অনেক স্ত্রীকে স্বামীহারা করেছ, অনেক পুত্রকে পিতাহারা করেছ আর নয়। দয়া করে এখনো সময় আছে শান্তিতে শান্তিতে মানে মানে বিদায় হও, বলেন বিএনপি মহাসচিব।

সরকার পতনের আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি বলেনওআজকে তরুণরা বেরিয়ে এসেছে। আমি আশাবাদী। আমরা যখন তরুণ-যুবক ছিলাম, আমরা যুদ্ধ করেছি, যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি। নব্বই সালে আমাদের ছাত্র-যুবকরা সংগ্রাম করে স্বৈরাচারকে হটিয়ে গণতন্ত্র ফিরিয়ে এনেছিল বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বহ

প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে মির্জা ফখরুল বলেনওবেগম খালেদা জিয়াকে হত্যার উদ্দেশ্যে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা না করে তারা এমন কথা বলছে, যা মুখে আনা যায় না অশালীন-অরুচিকর কথা। এটা পরিষ্কার যে, আপনি তার মৃত্যু চান, তাকে হত্যা করতে চান। এটা পরিষ্কার আপনার কথায় যে আর কত বাঁচবেহ

ওএবার আপনাকেও সময় গুণতে হবে। আপনি কতদিন টিকে থাকবেন ক্ষমতায়। জনগণ আপনাকে টেনে-হিঁচড়ে নামাবে, বলেন তিনি।

বিকেল সাড়ে ৩টায় রাজধানীর পুরানা পল্টনে ফকিরাপুল কালভার্ট রোড মোড়ে গণঅধিকার পরিষদের উদ্যোগেওগণতন্ত্র ও ভোটাধিকারর দাবিতে এই সংহতি সমাবেশ হয়। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে কয়েকশ নেতাকর্মী সমবেত হন।

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানের সঞ্চালনায় সংহতি সমাবেশে কল্যাণ পার্টির সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্রাহিম, গণফোরামের অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, ন্যাশনাল পিপলস পার্টির ফরিদুজ্জামান ফরহাদ, বিএলডিপির শাহাদাত হোসেন সেলিম, রিপাবলিকান পার্টির কে এম আবু হানিফ, সম্মিলিত শ্রমিক অধিকার পরিষদের এ এম ফয়েজ উদ্দিন, গণঅধিকার পরিষদের সাইদুজ্জামান খান, হানিফ খান প্রদীপ, আবদুর জাহের, ফাতেমা জেসমিন, নূরে ইফাত সিদ্দিকী, আবু হানিফ, শহিদুল ইসলাম, শ্রমিক অধিকার পরিষদের আবদুর রহমান এবং ছাত্র অধিকার পরিষদের আরিফুল হক প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সূত্র ডেইলি ষ্টার

ইসরায়েল-হামাসের পাল্টাপাল্টি হামলায় নিহত অন্তত ৩০০

ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের ছোড়া রকেট হামলার জবাবে অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় বিমান হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। এতে ১৯৮ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। অন্যদিকে ইসরায়েলে প্রাণহানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০০ জনে। শনিবার সকালে ইসরায়েলের দিকে কমপক্ষে ৫ হাজারের মতো রকেট ছোড়ার দাবি করেছে হামাস। এতে ইসরায়েলের অনেক বাড়ি-ঘর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উড়তে দেখা যায়। এর কয়েক ঘণ্টা না যেতেই অবরুদ্ধ গাজায় কথিত সন্ত্রাস নির্মূলের নামে বিমান হামলা শুরু করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। এতে অনেক ক্ষয়ক্ষতি ও হতাহতের খবর আসছে। গাজার স্বাস্থ্য বিভাগ দাবি করেছে, প্রায় ২০০ ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছেন ইসরায়েলি বিমান হামলায়। আহতের সংখ্যা ছাড়িয়ে ১ হাজার ৬০০। গাজার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা খুব একটা ভালো না হওয়া সত্বেও সংকটাপন্নদের সুস্থ করে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন চিকিৎকরা। এদিকে ইসরায়েলি সরকার দাবি করেছে, হামাসের হামলায় তাদের ৪০ জন নাগরিক নিহত হয়েছেন। কিন্তু স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলোতে বলা হচ্ছে, অন্তত ১০০ ইসরায়েলি প্রাণ হারিয়েছেন।

উল্লেখ্য, ফিলিস্তিনিদের ওপর দীর্ঘদিন দমন-পীড়ন ও আগ্রাসন চালানোর প্রতিবাদে স্থল, আকাশ ও নৌপথে হামলা চালায় অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস। শনিবার ভোরে গাজা থেকে আকস্মিকভাবে ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চল অভিমুখে একের পর এক রকেট ছুড়তে থাকে হামাস। কিছু বুঝে উঠার আগেই অন্তত পাঁচ হাজার রকেট পড়ে ইসরায়েলের দিকে। অনেক আবাসিক স্থাপনা, দোকানপাট ও যানবাহনে আগুন ধরে যায়। এসব ঘটনার পেছেনে হামাসের সঙ্গে ইরানের সম্পৃক্ততা রয়েছে বলে দাবি করেছে তেল আবিব। এই পরিস্থিতিতে ইসরায়েলের জনগণকে উদ্দেশ্য করে দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, 'ইসরায়েলের জনগণ, আমরা যুদ্ধের মধ্যে রয়েছি। আমরাই বিজয়ী হবো।'

উভয়পক্ষে উত্তেজনা না বাড়িয়ে শান্ত হওয়ার আহ্বা জানিয়েছে ফ্রান্স, রাশিয়াসহ যুক্তরাষ্ট্র। সূত্রঃ বিবিসি, আল জাজিরা

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী-আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে খাদ্য বিতরণ

পরিচয় ডেস্ক: গত সোমবার (০২ অক্টোবর) জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশী-আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে দুস্থ মানুষের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করা হয়। প্রথমে ৭৩ স্ট্রিটস্থ নবান্ন রেষ্টুরেন্ট ও পরে ডাইভারসিটি প্লাজায় বাংলাদেশী আমেরিকান লায়নস ক্লাব কর্মকর্তারা খাদ্য বিতরন করেন। নবান্ন রেষ্টুরেন্টের সামনে খাদ্য বিতরন শুরুর আগে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশী-আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি ও সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজ এবং সাধারন সম্পাদক জেএফএম রাসেল।

জনাব শাহ নেওয়াজ বলেন, দুস্থ ও ক্ষুধার্ত মানুষের কল্যানে লায়ন্স ক্লাব বিশ্বব্যাপী কাজ করে আসছে। নিউ ইয়র্কেও মানববেতার সেবায় বাংলাদেশী-আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব এগিয়ে রয়েছে। আজকে ক্লাব সদস্যদের অর্থায়নে মানুষের হাতে খাবার তুলে দেয়া হচ্ছে। শীতে আমরা তাদের হাতে গরম কাপড় তুলে দেই। নিউইয়র্ক বাংলাদেশী-আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব এই ধরনের সেবা প্রদানের ধারা অব্যাহত রাখবে।

খাদ্য বিতরন অনুষ্ঠানে লায়ন্স ক্লাব কর্মকর্তাদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট রকি আলিয়ান, ডাইরেক্টর রানো নেওয়াজ,সাবেক সভাপতি আসেফ বারী টুটুল, ফুড ডিস্ট্রিবিউশন কমিটির আহবায়ক ফিম রকি , সদস্য সচিব গোলাম এন হায়দার মুকুট, ক্লাবের ডাইরেক্টর ফাহাদ সোলায়মান, সাবেক সভাপতি মতিউর রহমান,সহসভাপতি একেএম রশীদ, লায়ন নুরুল আজিম,সাবেক সভাপতি মোহামদ সাইয়িদ, সাবেক সাধারন সম্পাদক গোলাম জিলানী, কোষাধ্যক্ষ মশ্‌উির রহমান মজুমদার, মাসুদ রানা তপন, আবু বকর সিদ্দিক, এএসএম উদ্দীন পিন্টু, আহমেদ সোহেল, লিটু এনাম, আব্দুর রশীদ বাবু, ,মোস্তফা অনিক রাজ ও মাইনুদ্দিন পিন্টু প্রমুখ।

ফোর্বস ৪০০, যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ ধনীদের মধ্যে নেই ডনাল্ড ট্রাম্প

৬০ পৃষ্ঠার পর

ফোর্বস বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে 'এক্সক্লুসিভ ক্লাবে' থাকার মতো ধনী নন ডনাল্ড ট্রাম্প। তারা আরও বলেছে, ডনাল্ড ট্রাম্পের আনুমানিক সম্পদের পরিমাণ ২৬০ কোটি ডলার। যুক্তরাষ্ট্রের ধনী মানুষের মধ্যে ফোর্বস ৪০০ তালিকায় আসার ক্ষেত্রে তার ৩০০ মিলিয়ন বা ৩০ কোটি ডলার কম আছে। কয়েক দশক ধরে এই তালিকায় থাকার ক্ষেত্রে আবিষ্ট হয়ে ছিলেন ট্রাম্প। তালিকায় উপর থেকে আরো উপরে স্থান পাওয়ার জন্য তিনি সাংবাদিকদের অব্যাহতভাবে মিথ্যা কথা বলেছেন। ফোর্বস ম্যাগাজিন আরও বলেছে, ট্রাম্পের নিট সম্পদ কমেছে ৬০ কোটি ডলার।

এর বেশির ভাগের জন্য দায়ী তার সামাজিক যোগাযোগ বিষয়ক প্লাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালের সমস্যা ও মূল্য পড়ে যাওয়া। গত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর ৬ই জানুয়ারি ক্যাপিটল হিলে আক্রমণের কারণে তাকে নিষিদ্ধ করে টুইটার ও ফেসবুক। এরপর নিজেই ট্রুথ সোশ্যাল চালু করেন ট্রাম্প।

২০১৫ সালে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন ট্রাম্প। তার আগে তিনি রিয়েল এস্টেট পোর্টফোলিও তৈরি করেন। এতে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফোর্বস ম্যাগাজিন লিখেছে, ট্রাম্পের পোর্টফোলিওতে একটি উজ্জ্বল জায়গা আছে। কম সংখ্যক মানুষ অফিসে সময় দেন, তার চেয়ে বেশি মানুষ গলফকোর্সে ব্যস্ত থাকেন। ফোর্বস আরও বলছে, হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের সময় ট্রাম্পের গলফ কোর্সের ব্যবসায় পতন হয়। কিন্তু তারপর সেই ব্যবসা আবার বেড়েছে। নিউ ইয়র্কে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে প্রতারণার যে দেওয়ানী মামলা চলছে তাতে গলফ কোর্সের মূল্যও ধর্তব্যের মধ্যে রয়েছে। এই মামলার বিচারক এরই মধ্যে রায় দিয়েছেন যে, ব্যবসায়ীরা যে প্রতারণার আশ্রয় নেন, তিনি স্পষ্টভাবে তাই করেছেন। ট্রাম্প এবং তার প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেরা সহ মামলার যেসব বিবাদী আছেন, তাদের কাছ থেকে ২৫ কোটি ডলার এবং পেশাগত জরিমানা দাবি করছেন নিউ ইয়র্কের এটর্নি জেনারেল লেতিতিয়া জেমস।

ডনাল্ড ট্রাম্পের বয়স এখন ৭৭ বছর। তিনি প্রথম ১৯৯০ সালে ফোর্বসের ধনীর তালিকা থেকে ছিটকে পড়েন। তখন তার রিয়েল এস্টেট ব্যবসা টিকে থাকার ক্ষেত্রে সংগ্রাম করছিল। ২০২১ সালেও তিনি এই তালিকার বাইরে চলে যান। এটা হয় তার প্রেসিডেন্সির সময়ে বিশৃংখল পরিস্থিতি এবং করোনা মহামারির পর। এরপর ২০২২ সালে তিনি এই তালিকায় আবার ফেরেন। তখন ফোর্বস ম্যাগাজিন বলেছিল, কোনো ভুল করবেন না। ট্রাম্প ভীষণ ধনী।

এরপর এক বছর ধরে মারাত্মক আইনি সমস্যায় পড়েছেন ট্রাম্প। একটি ধর্ষণ মামলা থেকে শুরু করে দেওয়ানি মামলা পর্যন্ত মোকাবিলা করছেন তিনি। এসব মামলাকে একজন বিচারক যথেষ্ট সত্য বলে মনে করছেন। তাকে অবশ্যই রাজ্য ও ফেডারেল পর্যায়ে নির্বাচনে বিপর্যয়, গোপনীয় তথ্য ধরে রাখা এবং পর্নো তারকার মুখ বন্ধ রাখতে তাকে অর্থ দেয়াসহ ৯১টি ফৌজদারি অভিযোগের জবাব দিতে হবে। তা সত্ত্বেও আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্যে তিনি জনমত জরিপে অনেক এগিয়ে আছেন। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে হোয়াইট হাউসের প্রতিযোগিতায় তিনিই ২০২৪ সালের নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের ফেভারিট এখন পর্যন্ত।

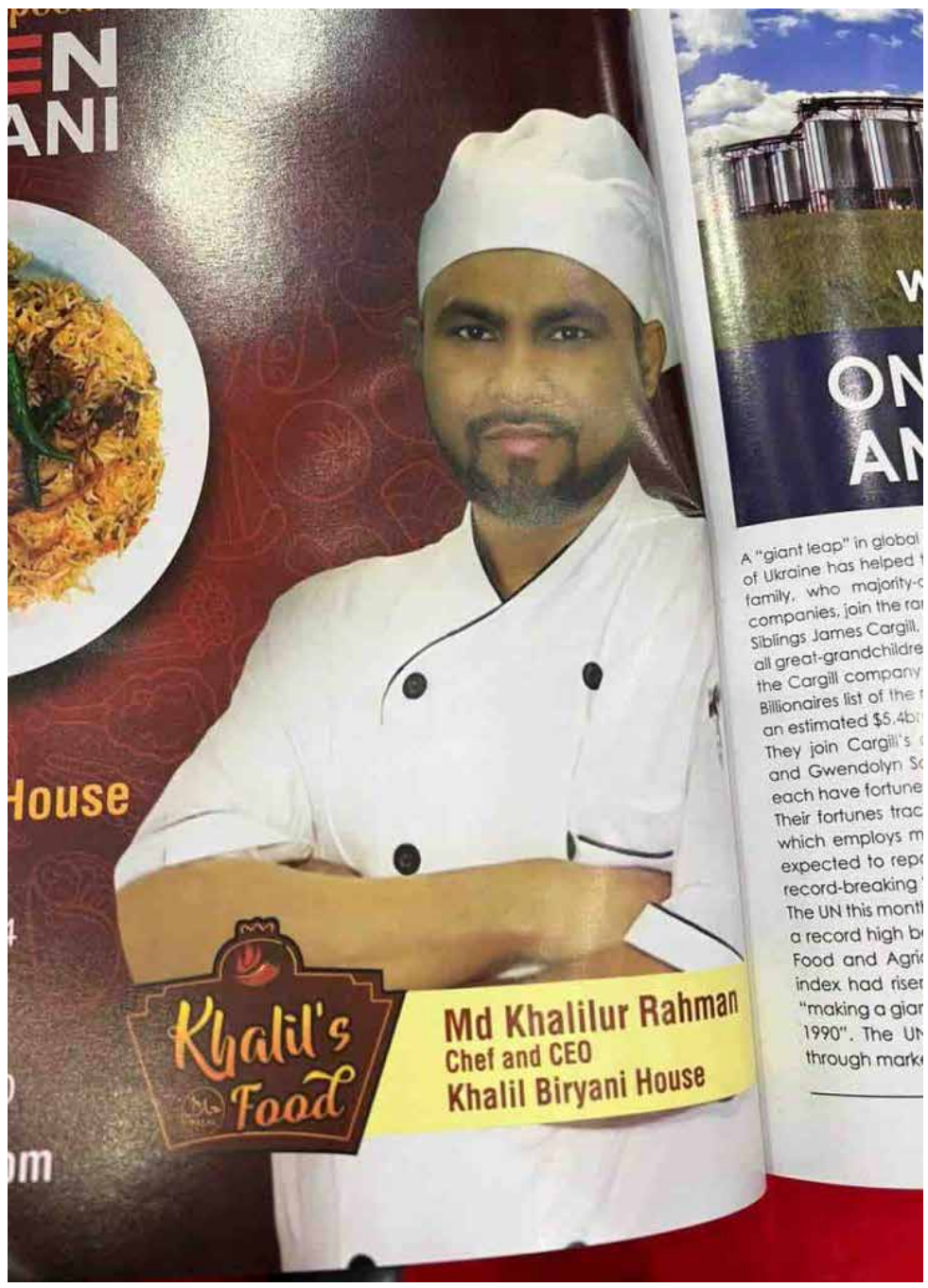

নিউইয়র্কের খলিল বিরিয়ানী হাউজের প্রতিষ্ঠাতা ও শেফ খলিলুর রহমানকে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের শুভেচ্ছা

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কের খলিল বিরিয়ানী হাউজের কর্ণধার খলিলুর রহমানকে শুভেচ্ছা জানালো ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস। গত শনিবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দূতাবাসের ওয়েবসাইটে এ তথ্য তুলে ধরা হয়। বাংলাদেশস্থ মার্কিন দূতাবাসের ওয়েবসাইটের পোষ্টে বলা হয়, বাপা ফুড প্রো এক্সপোতে ইউএস ইনোভেটিভ 'ফুড টেক ও টেস্টি ট্রিট' এ অংশ নিয়েছেন খলিলুর রহমান। ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তারা বলেন, নিউইয়র্ক সিটিতে বিরিয়ানী হাউজের সফল উদ্যোক্তা খলিলুর রহমানের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় সৌহার্দপূর্ন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশেও খলিলের উদ্যোগে খলিল কুলিনারি প্রতিষ্ঠান দেখার প্রত্যাশায় রইলাম।

খলিলুর রহমান বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থান করছেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ আমার প্রিয় মাতৃভূমি। বিশ্বের অন্যপ্রান্তে বসবাস করলেও মনটি সবসময় পড়ে থাকে দেশের জন্য। দেশ ও দেশের মানুষের জন্য কিছু করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। এ লক্ষ্য পূরনে বাংলাদেশে একটি স্পাইসি ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছি। এ কাজে সফল হবো ইনশাল্লাহ। তিনি বলেন, হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট ও কুলিনারি এডুকেশনকে আরও প্রসারিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ শেফ ফেডারেশনের সাথেও যৌথ উদ্যোগে কাজ করছি। তিনি জানান, বাংলাদেশি ফুডকে জনপ্রিয় ও বিশ্বমানে নেবার লক্ষ্যে গত সোমবার ঢাকাস্থ ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং এসোসিয়েশনের সাথে বৈঠক করেছি। - প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নিউ জার্সির বাড়ি থেকে শিখ স্বামী-স্ত্রী ও দুই শিশু সন্তানের লাশ উদ্ধার

৬০ পৃষ্ঠার পর

সন্ধ্যায় কর্তৃপক্ষ ৯১১ থেকে কলে প্লেইনসবোরোর একটি বাসভবনে তল্লাশির অনুরোধ পায়। প্লেইনসবোরো পুলিশ সেই বাড়িতে চারজনকে মৃত অবস্থায় পায়। মেয়র পিটার ক্যান্টু এ ঘটনায় শোক জানিয়েছেন।

ওই পরিবারের আত্মীয়রা সিবিএস নিউজকে বলেছেন, তাঁরা এই পরিবারের এমন মৃত্যুতে হতবাক। তাঁদের সুখী দম্পতি বলেই মনে হয়েছে। তেজ প্রতাপ সিং কমিউনিটির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ছিলেন। তাঁর লিঙ্কডইন প্রোফাইল বলছে, তিনি নেস ডিজিটাল ইঞ্জিনিয়ারিং নামে একটি কোম্পানির প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে কাজ করছিলেন। তাঁর স্ত্রীও ভালো চাকরি করতেন।

আবাসন রেকর্ডে দেখা যায়, তেজ প্রতাপ সিং ২০১৮ সালের আগস্টে তাঁদের বাড়িটি ৬ লাখ ৩৫ হাজার ডলারে কিনেছিলেন। প্রতিবেশীরা বলছেন, পরিবারটি সবার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। তাঁদের প্রায়ই রাস্তায় হাঁটতে দেখা যেত। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রতিবেশী জানান, এক দশকেরও বেশি সময় ধরে পরিবারটির সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।

জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী ইমরান-কনা'র গানে মুগ্ধ নিউইয়র্কের দর্শক-শ্রোতা

পরিচয় ডেস্ক: গত ১ অক্টোবর রোববার সন্ধ্যায় ফ্লাসিং-এর কুইন্স থিয়েটার মঞ্চে গ্যালাক্সি মিডিয়ার আয়োজনে বাংলাদেশে বর্তমান সময়ের সঙ্গীত জগতের নতুন প্রজন্মের ক্রেজ সঙ্গীত শিল্পী ইমরান-কনা'র গানে মুগ্ধ নিউইয়র্কের দর্শক-শ্রোতা। ইমরান-কনা মেলোডি নাইট অনুষ্ঠানে শিল্পীদ্বয় একক ও যৌথ গান পরিবেশন করে সকল দর্শক-শ্রোতার মন কাড়ে। গ্যালাক্সি মিডিয়া আয়োজিত সঙ্গীত সন্ধ্যায় উপস্থিত বিপুল সংখ্যক দর্শক-শ্রোতা মনোমুগ্ধ হয়ে অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আয়োজক গ্যালাক্সি মিডিয়া'র কর্ণধার মোঃ বদরুদ্দোজা সাগর। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক ও গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার সার্ভিস-এর প্রেসিডেন্ট ও সিইও লায়ন শাহ নেওয়াজ, মূলধারার রাজনীতিক ফাহাদ সোলায়মান, আশা হোম কেয়ার-এর প্রেসিডেন্ট ও সিইও ইঞ্জিনিয়ার আকাশ রহমান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নূরুল আজিম এবং সমগ্র উত্তর আমেরিকার ইমরান-কনার সফরের আয়োজক প্রতিষ্ঠান দেশী এন্টারটেইনমেন্ট এর জামান মনির প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে শিল্পীদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। সঙ্গীত শিল্পী ইমরান-কনা একক ও যৌথভাবে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। শোনান দর্শক-শ্রোতাদের অনুরোধে পছন্দের গান। এছাড়াও নিউইয়র্কে বসবাসকারী বাংলাদেশের আরেক জনপ্রিয় শিল্পী রিজিয়া পারভিনও শিল্পীর সাথে মঞ্চে গানে অংশ নেন। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনায় ছিলেন প্রবাসের জনপ্রিয় উপস্থাপিকা ও টিভি নিউজ প্রেজেন্টার শামসুন্নার নিম্মি। বাংলাদেশের জনপ্রিয় নায়ক হেলাল খান ছাড়াও প্রবাসের সাংস্কৃতিক জগতের শিল্পী সহ সঙ্গীত পিপাসু সর্বস্তরের দর্শক-শ্রোতা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটির টাইটেল স্পন্সর ছিলো গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার ও সাপ্তাহিক আজকাল। গ্র্যান্ড স্পন্সর ছিলো আশা হোম কেয়ার। পাওয়ার্ড বাই স্পন্সর ছিলো উৎসব ডট কম। গল্ড স্পন্সর ছিলো ইষ্টার্ন ইনভেষ্টমেন্ট বাই নূরুল আজিম। অনুষ্ঠানটির মিডিয়া পার্টনার ছিলো আরটিভি ও সাপ্তাহিক ঠিকানা। সবশেষেঅনুষ্ঠানটি সফল করায় সবশেষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান মোঃ বদরুদ্দোজা সাগর। এবং আরো বলেন দর্শক এবং স্পন্সরদের সহযোগিতা পেলে ভবিষ্যতে আরো সুন্দর সুন্দর অনুষ্ঠান উপহার দিবেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি, সকল ছবি পরিচয় এর নিজস্ব

বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন অফ নর্থ আমেরিকা, ফ্লোরিডা চ্যাপ্টারের বার্ষিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: গত ২৯ ও ৩০ সেপ্টেম্বর অরল্যান্ডোর ফ্লোরিডা হোটেল এন্ড কনেভনশন সেন্টারে বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন অফ নর্থ আমেরিকা ফ্লোরিডার এবারের বার্ষিক সম্মেলন বা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। ডাক্তারদের পেশাজীবী সংগঠন হিসেবে এবারের কনভেনশনের মূল স্তম্ভ হলো একটি CME Program (Continuous Medical Education Program) । কনভেনশনের দ্বিতীয় দিন সকাল সাড়ে সাতটা থেকে বিকেল তিনটে পর্যন্ত মেডিক্যাল এডুকেশন প্রোগ্রাম চলেছে। ডাঃ রিপন এবং ডাঃ সীমার সহযোগিতায় ডাঃ সালাহউদ্দিন এবং ডাঃ ইমতিয়াজ চমৎকার ভাবে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। এবারের অনুষ্ঠানে রেকর্ড সংখ্যক বক্তা বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মূল্যবান বক্তব্য দেন এবং উপস্থিত রেকর্ড সংখ্যক

চিকিৎসক তা উপভোগ করেন। পুরোটা সময় তারা এ লেকচার গুলো কেবল উপভোগ ই করেননি। তাঁরা অসংখ্য উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন করেছেন। ডাঃ সাইফ, ডাঃ জামান , ডাঃ ফারহানা, ডাঃ মোসাদ্দেক ভাই , ডাঃ ফিরোজ ভাই , ডাঃ সীমা, ডাঃ শ্রীনিবাস , ডাঃ ওবায়েদ (লিটন) , রিফাদ রাশিদ এবং আফীদের কাছে আয়োজকরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। তাঁরা কেউ কোনো সম্মানী চাননি। তাঁরা এ মেডিক্যাল কনভেনশনকে আলোকিত করেছেন। অনেক কনভেনশনে বক্তাদের একটি স্যুভেনির দেয়া হয়। কনভেনশন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত প্রকাশনাটি খুবই চমৎকার হয়েছে। ২৯ সেপ্টেম্বর শুক্রবার রাতের রিসেপশন অনুষ্ঠান ছিলো জাঁকজমক পূর্ণ। খানিকটা বিয়ে বাড়ির মতো আয়োজন। খাবার ছিল উন্নত এবং প্রচুর। ডাক্তার এবং তাঁদের পরিবার পরিজনদের অংশ গ্রহণে একটি চমৎকার অনুষ্ঠানের অয়োজন করা হয়। এ

৩০ সেপ্টম্বর শনিবারের রাতের গালা ডিনার ছিলো রাজসিক। American Medical Association ev American college of Physician এর বার্ষিক সম্মেলনে রিসেপশন বা গালা ডিনার এর চাইতেও ভালো ছিল আয়োজন এবং পিরবেশনা। চিকিৎসক, তাঁদের সন্তান এবং খ্যাতনামা শিল্পীদের দিয়ে চমৎকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সবাই উপভোগ করেছেন।তবে অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় আরো কয়েকজন থাকতে পারতো বৈচিত্র্যের জন্য। এ অনুষ্ঠানে অনেকেই বিপুল অংকের ডোনেশন দিয়েছেন। তাঁদের ধন্যবাদ জানানো হয় এবং যাঁরা চার হাজার ডলারের বেশি ডোনেশন করেছেন তাঁদের মঞ্চেও ডাকা হয়। এ অংশটি এ কনভেনশনের একটি নতুন সংযোজন। তবে বিজনেস মিটিং এ উপস্থিতি ছিল কম। এটি হতাশাজনক। ডাঃ মুজিব, ডাঃ আক্তার , ডাঃ মন্নু , ডাঃ রিপন সবাই সেখানে ছিলেন।

ভবিষ্যতে কনভেনশন প্রতি দু বছর পর পর করার প্রসঙ্গ এসেছে। এতো খরচ করে রাজকীয় কায়দায় গালা ডিনারের প্রয়োজন নিয়েও আলাপ হয়েছে। তরুণ চিকিৎসকদের বৃত্তি প্রদানের প্রশংসা করা হয়েছে। নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশী চিকিৎসকদের নেতৃত্বে নিয়ে আসার ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট টিম দিয়ে ভবিষ্যতে কনভেনশন করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশী আমেরিকান কলেজগামী ছাত্রদের মেডিক্যাল ফিল্ডে কেরিয়ার করার ব্যাপারে মেন্টরশীপ অনুষ্ঠানের পরামর্শ এসেছে। সর্বোপরি সার্বিক সহযোগিতার জন্য ডাঃ মোসাদ্দেক ভাই , ডাঃ খাজা ভাই , ডাঃ পারভেজ ভাই , ডাঃ মুজিব , ডাঃ মন্নু , ডাঃ আক্তার , ডাঃ রিপন , ডাঃ সীমা , ডাঃ লায়লা , ডাঃ হাসান, ডাঃ রাসেল , ডাঃ কায়সার ভাই, ডাঃ দিনারা , ডাঃ রাজীব, ডাঃ সায়েম, ডাঃ পারভীন, ডাঃ লাজিনা, ডাঃ রাকা এবং তাঁদের সহধর্মী / সহধর্মিনী সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে আয়োজকদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানানো হয় ।

পেনসিলভেনিয়ার “আপারডার্বি আন্তর্জাতিক উৎসব ২০২৩” এ বাংলাদেশীদের অংশগ্রহন

পরিচয় ডেস্ক: গত ৩০শে সেপ্টেম্বর, রবিবার পেনসিলভেনিয়ার আপারডার্বি টাউনশীপ কর্তৃক আয়োজিত “আপারডার্বি আন্তর্জাতিক উৎসব ২০২৩” অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো। এই আন্তর্জাতিক উৎসবে আপারডার্বিতে বসবাসকারী বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি, খাবার, পোশাক ও বিভিন্ন ধরনের পন্য সামগ্রীর ষ্টল ছিলো। ইভেন্টটিতে বাংলাদেশীদের অংশগ্রহন ঝিমিয়ে পড়া অবস্হা থেকে সক্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে এই বছর গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটি ফোরাম অব পেনসিলভেনিয়া। বেশ কয়েক বছর ধরে প্রোগ্রামটি অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। কিন্তু অনুষ্ঠানে প্রতি বছরই বাংলাদেশীদের অংশগ্রহন কমতে থাকে। এই বছর অনুষ্ঠানের মাসখানেক পূর্বে আপারডার্বি টাউনশীপ কর্তৃপক্ষ এবং কাউন্সিলম্যান শেখ

সিদ্দিক যোগাযোগ করেন বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটি ফোরাম অব পেনসিলভেনিয়ার সাথে এবং কিভাবে বাংলাদেশীদের অংশগ্রহন বাড়ানো যায় অনুষ্ঠানে তার জন্য ফোরামের সহযোগিতা আশা করেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে ফোরামের পক্ষ থেকে প্রচার প্রচারনা এবং পরিচালনা পর্ষদের সকলের স্বক্রিয় অংশগ্রহন চোখে পরে।যার ফলশ্রুতিতে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশীদের আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়। প্রতি বছরের মতো এই বছরও বার্ষিক এই ইভেন্টটিতে পেনসিলভেনিয়ার ডেলওয়্যার কাউন্টিতে বসবাসরত বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশসহ প্রায় ৩০টি দেশ অংশগ্রহন করে। অনুষ্ঠানের আয়োজক আপারডার্বি টাউনশীপ কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে বলেন যে, এই সাংস্কৃতিক বহিঃপ্রকাশ ব্যক্তি এবং সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার এবং বোঝার একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করবে। অনুষ্ঠানটি শুরু হয় আমেরিকার জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে। জাতীয় সংগীতের পর পরই বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা সংগীত, বাদ্যযন্ত্র এবং নৃত্যের মাধ্যমে তাদের দেশের প্রতিভা এবং সৃজনশীলতা তুলে ধরেন। এছাড়া ছিলো বিভিন্ন দেশের সুস্বাদু খাবারের ষ্টল এবং রকমারি আয়োজন ছিলো যাতে সবাই অংশগ্রহন করেন। এই বছরের ইভেন্টে বাংলাদেশের প্রায় ৩৫ সদস্যের একটি দল বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী জলি দাসের নেতৃত্বে অংশগ্রহন করেন। বাংলাদেশ দল প্যারেডে অংশগ্রহন এবং স্টেজে বাংলাদেশের চারটি দেশাত্মবোধক গান এবং নৃত্য পরিবেশন করার মাধ্যমে আমাদের দেশের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। অনুষ্ঠানস্হলে বাংলাদেশীদের একটি টেবিল ছিলো সেখানে বাংলাদেশের পতাকা, পোস্টার, ব্যানারসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। এবারের আয়োজিত আন্তর্জাতিক উৎসবটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশী কমিউনিটিকে উদ্বুদ্ধ করার কাজে “বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটি ফোরাম অফ পেনসিলভেনিয়া” সচেষ্ট ছিল। উৎসবে ফোরামের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের মধ্যে জনাব আশিকুর রহমান, আশরাফুল ইসলাম আরিফ, কামরুল হাসান, জে সুমন, ফাতেমা দুলালী, মলি মজুমদার, মাহসুদুল হাসান সারোয়ার ড্যানিয়েল, ফারুক পলাশ ভূঁইয়াসহ বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটি ফোরামের সম্মানিত প্রায় ৭০ জনের উপরে সদস্য অনেকেই স্বপরিবারে অংশগ্রহন করেন। বিশেষ করে ল্যান্সডেল থেকে ফোরাম সদস্য স্বপরিবারে এমডি সালেহ, ফজলুল হক, আব্দুর রহমান বেনসালাম থেকে আব্দুল কুদ্দুস, জুয়েল আহম্মেদ নর্থ ইষ্ট থেকে ফারুক আহম্মেদ, সাখওয়াত হোসেন, আব্দুর রশিদ নিউজার্সি থেকে জিল্লু রহমান, মেহের চৌধুরী এবং আপার ডার্বি স্হানীয়দের মধ্যে ছিলেন স্বপরিবারে মুরাদ হোসেন, নূরুল ইসলাম, মোঃ জাফর ইকবাল, শাওন ভাই, বেলাল ভাই, হেমন্ত মল্লিক, মোঃ হায়দার আলী, সাকীন সাওার, বিএম ওয়াসিম, মোঃ খান, ফরিদুল হাসান, রবিউল হোসেন, আবুল হোসেন সরকার, চাঁদ ভাই, ডলি ভাবী, কস্তুরী ভাবী, নান্না ভাবী, ইমা ভাবী, মুকুল ভাবী সহ আরো অনেক সম্মানিত সুধীগণ উপস্হিত থেকে কমিউনিটিকে উৎসাহ যুগিয়েছেন। আর যাদের কথা না বললেই নয় তারা হলেন কাউন্সিলম্যান শেখ সিদ্দিক, বাংলা নিউজের সম্পাদক শেখ খোরশান এবং বিশিষ্ট সংগীত শিল্পি জলি দাস। অনুষ্ঠানটি সফল করার ক্ষেত্রে উনারা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখেন। আয়োজকরা অংশগ্রহনকারী প্রতিটি দেশকে তাদের অসাধারণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রদর্শন করার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নিউইয়র্কে গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের উদ্যোগে পথমেলা

নিউইয়র্কে গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের উদ্যোগে জাকজমক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে পথ মেলা। ৩০ সেপ্টেম্বর শনিবার কুইন্সের জ্যাকসন হাইটস্থ ৭৬ স্ট্রিটের উপর আয়োজিত মেলাটি উদ্বোধন করেন নিউইয়র্ক লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি, সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক ও গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের সিইও শাহ নেওয়াজ। মেলায় উপস্থাপনায় ছিলেন মোহাম্মদ আলম নমি ও মোস্তফা অনিক রাজ। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন হারুন ভূইয়া, রাশেদ আহমেদ, চন্দন গুপ্ত,আশরাফ লিটন,এ বি সিদ্দিক, আবু বকর সিদ্দিক ও বেলাল আহমেদ।

বিভিন্ন পর্যায়ে মেলায় বক্তব্য রাখেন নুরুল আজিম, মোহাম্মদ আলী, রফিকুল ইসলাম, আহসান হাবিব, ফোবানার সাবেক কনভেনর হাসানুজ্জামান হাসান,জালালাবাদ এসোসিয়েশনের মইনুল ইসলাম,সোসাইটির মিয়া মোহাম্মদ দুলাল মিয়া.ফোবানার এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি কাজী আজম,শো টাইম মিউজিকের আলমগীর খান আলম, মূলধারারা রাজনীতিক শাহ মোহাম্মদ, কমিউনিটি একটিভিস্ট আব্দুল খালেক,ফোবানার নিশান রহিম, লায়ন্স ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট রকি এলিয়েন ও শাহ ফাউন্ডেশনের শাহ জে চৌধুরী। মেলায় সংগীত পরিবেশন করেন জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী সেলিম চৌধুরী, রানো নেওয়াজ, শাহ মাহবুব, মোস্তফা অনিক রাজ ও লাল্টু। শিল্পীদের পরিবেশনার ভূয়সী প্রসংশা করেন উপস্থিত দর্শক শ্রোতারা। বৃষ্টি ও দুর্যোগপূর্ন আবহাওয়ার মধ্যে বিপুল সংখ্যক মানুষ মেলায় সমাগত হওয়ায় শাহ নেওয়াজ সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

নিউ ইয়র্কের মঞ্চে মূর্ত হলেন দহাছন জানের রাজা’

পরিচয় ডেস্ক: হাছন রাজার কত কত গান! কত গল্প তাঁকে নিয়ে। বর্ণিল, বৈচিত্র্যময় ঘটনাবহুল তাঁর জীবন। হাছন রাজা (১৮৫৪-১৯২২) বর্তমান সুনামগঞ্জ জেলার একজন সামন্তপ্রভু ছিলেন। পিতা ও মাতা উভয়ের কাছ থেকে পাওয়া বিশাল জমিদারির মালিকানা চলে আসে কিশোর বয়েসে । অর্থ, বেহিসাবি সম্পদ আর ক্ষমতার দাপটে বেপরোয়া জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। জাগতিক লোভ লালসা, ক্ষমতায়ন, জবরদখল করেও তিনি তাঁর প্রতিপত্তি বাড়ানোর কাজে প্রবৃত্ত ছিলেন । কিন্তু একসময় তাঁর ভেতরের ভ্রান্তি ঘুচে যায় । মধ্য পঞ্চাশে এসে তিনি ভিন্ন এক মানুষে পরিণত হয়ে যান । তাঁর বোধ হয় যে এ জগত সংসারের সকল অনাচারের মূলে আছে অতিরিক্ত সম্পদ। কিছুদিনের জন্য অতিথি হয়ে আসা মানুষেরা আসলে মহাশক্তির কাছে একেবারেই নশ্বর। তিনি তাঁর সম্পদ জনকল্যাণের জন্য উইল করে দিয়ে কয়েকজন সঙ্গিনীকে নিয়ে হাওরে হাওরে ভাসতে থাকেন আর এর মধ্যে খুঁজতে থাকেন সেই মহা পরাক্রমশালী স্রষ্ঠাকে। সৃষ্টি কর্তাকে খুঁজতে খুঁজতে একসময় আবিষ্কার করেন, তাঁর নিজের মধ্যেই তাঁর বাস। তাঁর যে পিয়ারীকে সবাই হাছনজান বলে জানে, সে-ই আসল হাছন রাজা । জগতের মানুষের কাছে যিনি রাজা বলে চিনহিত ছিলেন, হাছন রাজার কাছে সে কেউই নয়, বরং পিয়ারী হাছনজানের ভেতরেই প্রকৃত হাছন রাজা বিরাজমান ছিলেন।

পহেলা অক্টোবর সন্ধ্যায় হাছন জানের রাজা মূর্ত হয়েছিলেন নিউ ইয়র্কের জামাইকাস্থ পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে। বৃহত্তর ওয়াশিংটনের জনপ্রিয় নাট্যদল একতারা মঞ্চায়ন করেছে ‘হাছন জানের রাজা’। শাকুর মজিদের লেখা, শেখ মাওলা মিলনের পরিচালনা ও নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয় ‘হাছন জানের রাজা’। অনুষ্ঠানের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন রাচনা মিলন, কোরিওগ্রাফি ও নৃত্য পরিচালনা রোজমেরী মিতু রিবেইরো, সংগীত পরিচালনা কালাচাঁদ সরকার, সংগীত পরিচালনা নাসের চৌধুরী, বাঁশিতে বংশীবাদক মোহাম্মদ মাজিদ, তবলায় আশীষ বড়ুয়া, মন্দিরা সরোজ বড়ুয়া, পার্কাশন সুকুমার পিউরিফিকেশন এবং ঝিপিসিতে ছিলেন নীল।

হাছন জানের রাজার চরিত্রে অভিনয় করেন শেখ মাওলা মিলন। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেন শামীম চৌধুরী, আরিফুর রহমান স্বপন, মোহাম্মদ রাহমাতুল্লা, মীর দোজা, তিলক কুমার কর, হাসনাত সানি, আবু বকর সরকার, ছোটন বড়ুয়া, আফরিন ফেন্সি, আনিকা বড়ুয়া, শর্মিষ্ঠা চৌধুরী, ফাহমিদা হোসাইন, মোহাম্মদ আনোয়ার জামান, অহনাফুর রহমান, প্রজ্ঞা আহমেদ, সম্পদ পেরেরা, ও মুক্তা মেবেল রোজারিও। নৃত্যে ছিলেন পিটার, মেহেক, মেঘা, ঈশাল, সুকন্যা, এমিলি এবং মুজরা কোরিওগ্রাফি ও পরিবেশনায় ছিলেন রোকেয়া হাসি। কোরাসে কণ্ঠ দিয়েছেন রুমানা সুমি চৌধুরী, শিখা আহমেদ, আতিয়া মাহজাবীন, জেসমিন আবেদীন এবং সাবরিনা রহমান।

নাটক মঞ্চায়নে শব্দ নিয়ন্ত্রনে ছিলেন জামিল খান, আলোক নিয়ন্ত্রণ প্যাট্রিক গোমেজ, মঞ্চসজ্জা উৎপল সাহা এবং সহযোগিতায় ছিলেন হারুনুর রাশিদ ও আহসান কবির। চিত্রাঙ্কন ও আল্পনায় ফাতেমা ফারজানা, ভিডিও সংযোজন তাহাসিন আলম, জজ সাহেব ভূমিকার পাশাপাশি আবহসংগীত সংযোজনে আরিফুর রহমান স্বপন, আবহসংগীত প্রাঙ্গনে মোর নাট্য দল, বাংলাদেশ , কস্টিউম ডিজাইন মেহেরুন নাহার, শামসুন নাহার এবং দিল্লী থেকে ভিনাই ভোলা ও সাতিন্দার কর। কস্টিউম সেটিং, ফিটিং এন্ড ব্যাক স্টেজ ম্যানেজমেন্ট রেহানা দোজা, সিফাত খান, সুজান গোমেজ , মোসাম্মত পারভীন, ও রওনক আজাদ। ফটোগ্রাফি রাজীব বড়ুয়া, তারেকুল হাসান চপল, আব্দুল হাফিজ, ও দেওয়ান বিপ্লব, ভিডিওগ্রাফিতে ছিলেন নুরুজ্জামান হামিদ শুভ এবং শেখ রাব্বানী।

এছাড়াও হাছন জনের রাজা মঞ্চায়নের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন খাইরুল ভূইয়াঁ পবন, মোহাম্মদ রহমান রিপন, তানজিন আলম, সৈয়দ আব্দুল হাই, ফারহানা হোসাইন, রিজওয়ানা কবির এবং শিমুল সাহা। ইশাত, মিথিলা, আনিকা, আসদিন, সারিম, সাফওয়ান, অংশুলা , হেমালি, মাহি, এডওয়ার্ড, ইউসফ, বুব্বা, সাফা, ফিলিপ, মোহামেদ, সামির প্রমুখ।

প্রগতিশীল ও লোকজ ধারার একনিষ্ঠ সংস্কৃতির চর্চার কেন্দ্র হিসাবে দএকতারা’ প্রবাসের মাটিতে বিশেষ ভাবে বৃহত্তর ওয়াশিংটন ডিসি মেট্রোপলিটন এলাকায় সংস্কৃতির বাতিঘর হিসেবে কাজ করে। গ্রাম বাংলার মাটি ও মানুষের কথা বলে যাওয়া লোকজ সংস্কৃতির এতিহ্যাশ্রয়ী নাচ, গান, নাটক সহ সবকটি আনুষঙ্গিক অনুভূতির মাধ্যমগুলো মানুষের কাছে তুলে ধরা ও তার সংরক্ষণের নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে দএকতারা’। একটি স্বীকৃত ৫০১ (সি)(৩) সংগঠন হিসাবে নিছক বিনোদনের বাইরেও সমাজের উন্নয়ন ও ঐক্যবদ্ধ সামাজিক শক্তির ধারাকে শক্তিশালী করতে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে সচেষ্ট থাকে। দএকতারা’ এদেশে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের মাঝে বাংলা সাংস্কৃতিক চর্চার জন্যে একটি শক্তিশালী প্লাটফর্ম রূপে ভূমিকা রাখতে পেরে গর্ববোধ করে। লোকসংস্কৃতি প্রতি সকল মানুষের সহজাত ভালোবাসার শক্তিময় অভিব্যক্তি আমাদের একতারার সম্মুখপানে চলার অজেয় শক্তির উৎস।

লাউয়ের শুকনো খোলের এক তারবিশিষ্ট লোকবাদ্যযন্ত্র একতারার ঐন্দ্রজালিক সুরের মূর্ছনার মাঝে অবগাহন করে, বাংলার সোঁদা মাটির ঘ্রানে আবিষ্ট হয়ে, লোকসংস্কৃতির নাড়ির টানে আমাদের প্রিয় “একতারা” সংগঠনটির জন্ম। শুরু থেকেই আমাদের প্রচেষ্ঠা ছিল প্রবাসের মাটিতে বাংলা সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে। ২০০৪ সালে একতারার প্রথম অনুষ্ঠান ছিল বাংলাদেশের জননন্দিত টিভি শো ‘ইত্যাদি’র আদলে লোক সঙ্গীত, আধুনিক ও লোকনৃত্য, ফ্যাশন শো, এবং কবি জসিম উদ্দিনের অনবদ্য কাব্যোপন্যাস “নকশী কাঁথার মাঠ” এর রূপাই ও সাজুর প্রেম কাহিনীর উপর ভিত্তি করে নৃত্যনাট্য।

২০১০ সালে দএকতারা’ ‘বায়োস্কোপ’ নামে একটি সফল প্রযোজনা করে যার প্রতিপাদ্য ছিল বাংলা চলচিত্রের রূপালী পর্দায় নানামুখী সামাজিক জীবনের সাংস্কৃতিক প্রতিফলনকে নিয়ে মঞ্চায়িত রূপ। এই অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল আরব্য রজনীর অন্যতম নক্ষত্র বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় লোকগাথা “আলিবাবা ও চল্লিশ চোর” এর গীতি-নৃত্য-নাট্য রূপ।

২০১১ সালে একতারা লোক উৎসব’ আয়োজন করে যেখানে তুলে ধরা হয় কিংবদন্তী সাধক বাউল সম্রাট শাহ আব্দুল করিমের জীবন ও তাঁর দর্শনের উপর ভিত্তি করে খ্যাতনামা লেখক শাকুর মজীদ রচিত “মহাজনের নাও” গীতল নাটকটির প্রশংসিত প্রযোজনা। ২০১৫ সালে একতারা লোকনাট্য রীতিতে মঞ্চায়িত করে বাংলাদেশের পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চলের মধ্যযুগের কবি দ্বিজ কানাই রচিত ‘মহুয়া’ র পালা নাটকের ডাকাত সর্দার হুমরা বাইদ্যা, মহুয়া সুন্দরী আর নদ্যার চাঁদ এর ত্রিমুখী সাংঘর্ষিক অভিযাত্রার সফল মঞ্চায়নের মাঝে। ২০১৮ ‘সালে একতারা মঞ্চায়িত করে ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম বাঙালি মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর গীতল পালা নাটক “চন্দ্রাবতীর”। একতারা পরিবেশিত জয়ানন্দ-চন্দ্রাবতীর বিয়োগান্তক প্রেম কাহিনী “চন্দ্রাবতীর” মঞ্চায়ন প্রশংসিত হয়েছে নাট্য বোদ্ধা সহ সকল মহলে।

একালের মানস সরোবরের ভাবনায়, কল্পনায়, হাছনের বেপরোয়া জীবন এবং মায়ের মৃত্যুর পর জীবন সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি, মরমি সাধক হয়ে ওঠার গল্প। একালে আমাদের অনেকের ভেতরে একজন ত্যাগী ও ভোগী, সংগীতপ্রিয় ও মাতৃভক্ত, আত্মানুসন্ধানী ও উদাসী বাউলা হাছন রাজা দুর্দান্ত প্রতাপ নিয়ে বসত করে। জ্যামাইকার পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে গতানুগতিক ধারায় হাছন রাজার জীবনী তুলে ধরা হয়নি; বরং হাছন রাজা এসেছেন ভরা পূর্ণিমা রাতে। মাঝে মাঝে শোনা যেত যে হাছন রাজা সুরমা নদীতে মহা পূর্ণিমা রাতে দেখা দিতেন। তেমনই এক পূর্ণিমা রাত ছিল সেদিন যখন অনেকেই অপেক্ষা করছিলেন হয়তো বা আজও হাছন রাজা সুরমা নদীতে সবার সামনে দেখা দিবে। ঠিক তাই হয়েছিল হাছন রাজা ঠিক ঠিক দেখা দিয়েছিলেন সেদিন সে সুরমা নদীতে তার বজ্রা নৌকা নিয়ে। সেখানে আবর্তিত ছিল সব গ্রামের লোকজন আর আর তখন সেই হাসান রাজাকে দেখে তাদের কৌতুহলী মনের নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে। আর তা দাড়িয়ে উত্তর করতে থাকেন হাসন রাজা এই নাটকের মাধ্যমে।

গান-সংলাপ-আলো-ছায়ায় বাংলাদেশে ভাটি অঞ্চল হয়ে উঠেছিল মঞ্চ। সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, লক্ষ্মণছিড়ি আর রামপাশা মিলিয়ে যে বিশাল ভাটি বা হাওর অঞ্চল, সেখানকার পাঁচ লাখ বিঘায় জমিদারি ছিল যাঁর, মঞ্চে দেখা যায় সেই দেওয়ান হাছন রাজা চৌধুরী জমিদারের বর্ণিল ও বৈচিত্র্যময় জীবন। সেই জীবনের এক প্রান্তে হাছন রাজা অত্যাচারী প্রেমিক, স্বেচ্ছাচারী, বেখেয়ালি। অন্য প্রান্তে হাছন ত্যাগী, মানবদরদি। বিশাল জমিদারি ভাগ-বাঁটোয়ারার মাধ্যমে জনহিতকর কাজের জন্য ওয়াক্ফ করে পিয়ারীর সন্ধানে ভাওয়ালি নৌকায় উঠে বসা। যাঁর যাত্রার অন্তিম উপলব্ধি পিয়ারীর মাঝে নিজেকে এবং সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজে পাওয়ার মধ্য দিয়ে। নাটকের শেষে দেখা যায়, আলো নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যেতে থাকেন হাছন রাজা। বাস্তবে ফিরে আসেন তরুণেরা, উপস্থিত দর্শকেরা।

নিউইয়র্কে বেশ বড় বড় কিছু অনুষ্ঠান সেদিন থাকা সত্ত্বেও ভার্জিনিয়া থেকে আসা নাটকটি হাউসফুল হয়ে ভীষণভাবে দর্শকদের কাছে সমাদৃত হয়। দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসায় ছিল নাটকের অভিনয়, নৃত্য, গান, শব্দ এবং আলোক সম্পাত। নাটকের প্রায় প্রতিটি সিনের শেষে দর্শকদের করতালি তাই মনে করিয়ে দিয়েছে বারংবার। নাটকের শেষে উপস্থিত দর্শক সবাই দাঁড়িয়ে সম্মান জানিয়েছে পুরো নাটকের টিমকে এত চমৎকার একটি পরিবেশনার জন্য।

নিউ ইয়র্কের জামাইকাস্থ পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে দহাছন জনের রাজা’র পরিবেশনা একতারার দ্বিতীয় মঞ্চায়ন। এর আগে নাটকটি বৃহত্তর ওয়াশিংটন ডিসিতে মঞ্চায়ন করা হয় এবং দর্শক সমাদৃত হয়। বাংলা লোকসংস্কৃতির এক অভূতপূর্ব ধ্রুবতারা মরমী সাধক হাছন রাজার জীবন কাহিনী নিয়ে একতারার এই নাট্য মঞ্চায়নে নিউ ইয়র্ক প্রবাসীদের উপস্থিতি ও সহোযোগিতা একতারাকে অনুপ্রাণিত করেছে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের কর্ণধার শেখ ,মাওলা মিলন। একতারার পক্ষ থেকে সবার প্রতি ভালোবাসাময় একরাশ শুভেচ্ছা ও অশেষ কৃতজ্ঞতা জানান তিনি।-শিব্বীর আহমেদ

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

HOME CARE

CDPAP Service | **HHA/PCA Service** | **Skilled Nursing**

GET PAID

TO TAKE CARE OF YOUR FAMILY AND FRIENDS

MAKE MONEY BY SERVING YOUR RELATIVES AT HOME WITHOUT TRAINING

প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে আপনজনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

बिना परिषाण के घर पर अपने लोगो की सेवा करके पैसा कमाए

GANA DINERO CUIDANDO PERSONAS MAYORES DESDE SU CASA

- Salary & Benefits
- Weekly Payments
- Direct Deposit

Please Contact

SHAH NAWAZ MBA

President & CEO

646-591-8396

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 718-476-2026

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Ave
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834

YONKERS OFFICE
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115

HILLSIDE AVE. OFFICE
165-23 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-844-2367
Fax: 917-396-4115

JAMAICA AVE. OFFICE
180-15 Jamaica Ave,
Jamaica, NY 11432.
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115

Email: Info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

পরিচয়
WEEKLY THE PARICHOY
শেষের পাতা

১২০ বছর বাঁচাকে যেভাবে সম্ভাবনাময় করে তুলছে গবেষণা

পরিচয় ডেস্ক:মানবদেহের বয়স বাড়ার প্রক্রিয়াটিকে ধীর করার চেষ্টা চলছে... আরও বেশি দিন বাঁচতে চান? বহু শতাব্দী ধরে বার্ধক্যকে আটকে রাখার চেষ্টায় *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

ইতিহাসের উষ্ণতম বছর হওয়ার পথে ২০২৩

পরিচয় ডেস্ক: গত সেপ্টেম্বর ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে উষ্ণ সেপ্টেম্বর। এর আগে আর কোনো সেপ্টেম্বর ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরের মতো গরম ছিল না। শেষ পর্যন্ত ২০২৩ সালটা ইতিহাসের উষ্ণতম বছর হলেও নাকি আশ্চর্যের কিছু থাকবে না।
এমন পূর্বাভাসই *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

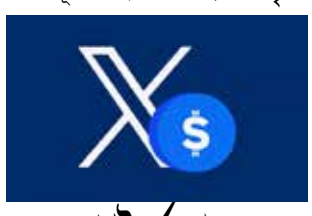

এক্স প্ল্যাটফর্ম থেকে ৫০ হাজার ডলার উপার্জন সম্ভব, যেভাবে করবেন

পরিচয় ডেস্ক: কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের বিজ্ঞাপনী আয়ের ভাগ দেওয়ার উদ্যোগ গত জুলাই মাসে চালু করে এক্স (টুইটার)। ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মটি *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

আফগানদের উড়িয়ে বিশ্বকাপে শুভ সূচনা বাংলাদেশের

পরিচয় ডেস্ক: ভারত বিশ্বকাপে শুভ সূচনা করেছে বাংলাদেশ। আফগানিস্তানকে উড়িয়ে দিয়েই বিশ্বকাপ শুরু সাকিব আল হাসানদের। ৯২ বল বাকি থাকতেই ৬ উইকেটে জয় পেয়েছে টাইগাররা। টসে হেরে আগে ব্যাট করতে নামা আফগানিস্তান ৩৭.২ ওভারে ১৫৬ রান করেই অলআউট হয়ে যায়।
শনিবার (৭ অক্টোবর) ধর্মশালার সকালটা অবশ্য নিজেদের মতো করেই নিয়ন্ত্রণ করে আফগানিস্তান। প্রথম উইকেট হারানোর আগ পর্যন্ত উপহার দিতে থাকে সাহসী ক্রিকেট। তবে বিপদ বেড়ে যাবার আগেই উদ্বোধনী জুটি ভাঙেন সাকিব।
ইবরাহীম জাদরানকে ফিরিয়ে প্রথম উপলক্ষ এনে দেন তিনি। ৪৭ রানের উদ্বোধনী জুটি ভেঙে জাদরান ফেরেন ২৫ বলে ২২ করে। দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা চালায়, সুযোগ দেননি সাকিব। তিনে নামা রহমত শাহকে ১৮ রানে বোকা বানান টাইগার দলপতি।
৮৩ রানে ২ উইকেট হারিয়ে খানিকটা চাপে পড়ে আফগানরা, যা বাড়িয়ে দেন হাশমতুল্লাহ শাহিদি। তাকে চেপে ধরে গুরবাজের উপর চাপ সৃষ্টি করে বাংলাদেশ। যেই চাপ নিতে পারেননি গুরবাজ। চাপমুক্ত হতে গিয়ে মোস্তাফিজের বলে ক্যাচ তুলে দেন তামিমের হারে। আউট হন ২৫.২ ওভারে ৬২ বলে ৪৭ করে।
এর আগের ওভারেই অবশ্য মেহেদী মিরাজ ফেরান আফগান অধিনায়ক হাশমতুল্লাহকে। ৩৮ বলে ১৮ করে আউট হন এই ব্যাটার। এই দুই ওভারে কোনো রান বের করতে পারেনি আফগানিস্তান। চাপের মাঝে তাদের আরো চেপে ধরেন সাকিব, নাজিবুল্লাহ জাদরানকে (৫) ফেরান তিনি।
তালে তালে যেন নিজেকে ফিরে পান তাসকিন। ৩০তম ওভারে এসে নিজের প্রথম উইকেট তুলে নেন তিনি। মোহাম্মদ নাবির (৬) স্ট্যাম্প ভাঙেন এই পেসার। ২৫ থেকে ৩০, এই ৬ ওভারে মাত্র ১৪ রানে ৪ উইকেট তুলে নেয় বাংলাদেশ। স্কোরবোর্ডে তখন ৩০ ওভারে ১২৬/৬।
এরপর আজমতুল্লাহ ওমরজাই চেষ্টা করেছিলেন বটে, তবে তাকে সঙ্গ দিতে পারেননি কেউই। নিজেও পারেননি ইনিংস বড় করতে। রশিদ খান ১৬ বলে ৯ করে মেহেদী মিরাজের শিকার হন। ১৫০ রানে ৭ উইকেট হারায় আফগানরা। ২২ রান করে শরিফুলের বলে স্ট্যাম্প উড়ে ওমরজাইয়ের। *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

শান্তিতে নোবেল পেলেন ইরানের নার্গিস মোহাম্মদী

পরিচয় ডেস্ক: ২০২৩ সালের শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেলেন জেলবন্দি ইরানের মানবাধিকারকর্মী নার্গিস মোহাম্মদী। ৬ অক্টোবর শুক্রবার নরওয়ের রাজধানী অসলোতে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ীর নাম ঘোষণা করেছে *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

সাহিত্যে নোবেল পেলেন নরওয়ের নাট্যকার ইয়োন ফসে

পরিচয় ডেস্ক: এ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন নরওয়ের লেখক, নাট্যকার ও কবি ইয়োন ফসে। রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি বৃহস্পতিবার তার নাম ঘোষণা *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

২০২৪ সালেই বাংলাদেশে শান্তির পতাকা উড়বে

-নিউইয়র্কে সিরাহ কনফারেন্সে স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বখ্যাত ক্বারীদের অসাধারণ তেলাওয়াত আর দ্বীনি আলোচনার মধ্য দিয়ে নিউ ইয়র্কে উদযাপিত হয়েছে সিরাহ্ কনফারেন্স ২০২৩। আইটিভি ইউএসএ'র আয়োজনে শুক্রবার সন্ধ্যায় লাগোর্ডিয়া প্লাজা হোটেলে এ আয়োজনে উপস্থিত থেকে কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন বিশ্বখ্যাত ক্বারী শাইখ আহমেদ বিন ইউসুফ আল আজহারি, মিশরের বিখ্যাত ক্বারী *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

নিউ জার্সির বাড়ি থেকে শিখ স্বামী-স্ত্রী ও দুই শিশু সন্তানের লাশ উদ্ধার

পরিচয় ডেস্ক: নিউ জার্সির লেইনসবোরো শহরের একটি বাড়ি থেকে ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক শিখ দম্পতি এবং তাঁদের দুই শিশু সন্তানের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ বিষয়টিকে হত্যাকাণ্ড হিসেবে ধারণা করে তদন্ত শুরু করেছে।
প্লেইনসবোরো পুলিশ বিভাগ জানিয়েছে, গত বুধবার (৪ অক্টোবর) স্থানীয় সময় বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে তেজ প্রতাপ সিং (৪৩) এবং তাঁর স্ত্রী সোনাল পারিহার (৪২), তাঁদের ১০ বছর বয়সী ছেলে এবং ৬ বছরের মেয়ের লাশ বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়।
মিডলসেক্স কাউন্টি প্রসিকিউটর ইয়োলান্ডা সিকোন এবং প্লেইনসবোরো পুলিশ বিভাগের প্রধান ইমন ব্ল্যানচার্ড বৃহস্পতিবার (৫ অক্টোবর) জানিয়েছেন, এটিকে হত্যাকাণ্ড বলেই ধারণা করা হচ্ছে, সে অনুযায়ীই তদন্ত চলছে।
পুলিশ ও কাউন্টি প্রসিকিউটরের অফিস থেকে যৌথ বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ৪ অক্টোবর *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

ফোর্বস ৪০০, যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ ধনীদের মধ্যে নেই ডনাল্ড ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বখ্যাত অর্থনীতি বিষয়ক ম্যাগাজিন ফোর্বসের 'ফোর্বস ৪০০: যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ ধনী'দের মধ্যে নেই সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। তিন বছরের মধ্যে এই তালিকায় দ্বিতীয়বারের মতো নেই ট্রাম্প। বুধবার ফোর্বস ম্যাগাজিন এ ঘোষণা দিয়েছে। এমন এক সময়ে এই ঘোষণা দিল তারা, যখন ব্যবসায় প্রতারণার দায়ে নিউ ইয়র্কে মামলা মোকাবিলা করছেন ট্রাম্প। এ খবর দিয়েছে অনলাইন গার্ডিয়ান। *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

করোনার টিকা নিয়ে গবেষণা, চিকিৎসায় নোবেল পেলেন ২ বিজ্ঞানী

পরিচয় ডেস্ক: করোনাভাইরাস প্রতিরোধী এমআরএনএ টিকা নিয়ে গবেষণার জন্য এ বছর চিকিৎসায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন দুই বিজ্ঞানী। *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

FAUMA INNOVATIVE
CONSULTANCY GROUP
FAHAD R SOLAIMAN
PRESIDENT/CEO
ALL CHOICE ENERGY
WOODSIDE ADULT DAYCARE CENTER
BALAKA 3 STAR STAFFING
MERCHANT SERVICES
NEW YORK STATE ENERGY BROKER
OFFICE: 718.205.5195, CELL: 347.393.8504
37-18 73RD ST, SUITE 502, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

ASTA IATA
কর্ণফুলী ট্রাভেলস
হজ্ব প্যাকেজ ও ওমরাহ্‌র ভিসাসহ নিজস্ব হোটেলের সুব্যবস্থা রয়েছে।
সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত ট্রাভেল এজেন্ট।
37-16 73rd St. Suite # 201, Jackson Heights, NY11372
Phone: 718-205-6050, Cell: 917-691-7721
karnafullytravel@yahoo.com

Khalil's
SPECIAL FOOD
ANYWHERE IN THE USA
Available in
ORDER NOW
khalilsfood.com

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন
আলাদীন
Aladdin
Tel: 718-784-2554

Wasi Choudhury & Associates LLC
INCOME TAX • ACCOUNTING • TAX AUDIT • BUSINESS SET UP
Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
Cell: 718-440-6712
Tel: 718-205-3460, Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com
37-22, 61st Street, 1st FL, Woodside, NY 11377

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯

Sarder Multi Services
Sarder Tax & Accounting Inc.
TAX SERVICES: Individual/Personal Tax • Self Employed Tax
• Current Year/Prior Years (Amendment of Tax File)
ইমিগ্রেশন: Petition for Relatives • Apply for Citizenship Certificate
• Apply for Naturalization • Affidavit of Support • Green Card Renewal
sardertax2020@gmail.com
Nuruzzaman Sarder, CEO
Sarder Driving School
DMV Express Service
New Plate Registration & Title Duplicate
Registration Surrender Plate
In Transit Plate
Address Change
License Renewal
TLC Renewal
Customize Plate
DDC Defensive Driving Course
আপনি কি বাংলাদেশে টাকা পাঠাতে চান?
small world Choice
আমরাই সর্বোচ্চ রেট দিয়ে থাকি
আপনি কি বাংলাদেশে যেতে চান?
বিদেশ
আমরাই সবচেয়ে কমদামে টিকেট দিচ্ছি
MEGA HOME REALTY INC.
BUY & SELL
আপনি কি বাড়ি ক্রয়/বিক্রয় করতে চান, তাহলে আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
37-47 73rd Street, Suite# 207, 2nd Floor (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Ph: 917 379 4125
Open 7 DAYS A WEEK